ঋগ্বেদ

[প্রথম অষ্টক—প্রথম অধ্যায়]

প্রথম সংস্করণ : ১৩৪৯

শ্রীমতিলাল দাশ

মূল্য—এক টাকা

প্রকাশিকা—শ্রীমতী প্রভাবতী দাশ
শিবসাহিত্য কুটীর
পোঃ টাউন-খালিস্পুর
খুলনা।

প্রাপ্তিস্থান—
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শিবসাহিত্য কুটীর, টাউন-খালিস্পুর, খুলনা।
শ্রীমতী প্রভাবতী দাশ, জলপাইগুড়ি।

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫২।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের করকমলে—

হে সুক্রতু!

আপনার স্নেহ ও সৌজন্যে ঋগ্বেদ অনুবাদের সুযোগ জুটিয়াছে, আপনার সেই প্রীতি শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া আপনাকে এই পুস্তক উৎসর্গ করিলাম।

১৭ই আষাঢ়,
১৩৪৯

শ্রীমতিলাল দাশ

প্রকাশিকার নিবেদন

বেদ হিন্দু কৃষ্টির উৎস, আর্য্য সভ্যতার কনক শিখর। বাংলাদেশে কিন্তু বেদের পঠন ও পাঠন নাই। আমরা হিন্দু বলিয়া গর্ব্ব করি, অথচ হিন্দু সভ্যতার এই গঙ্গোত্রীর অমৃত-ধারার সন্ধান করি না। আমার স্বামী শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয় ঋগ্বেদের কয়েকটী সূক্ত অনুবাদ করেন। তাহা তিনি আমাদের গৃহে অনুষ্ঠিত একটী প্রীতি-উৎসবে পড়িয়া শোনান। শুনিয়া প্রীত হইয়া বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁহাকে সমগ্র বেদের অনুবাদ করিতে বলিয়াছেন। বেদের আটটী অষ্টক, প্রত্যেক অষ্টকে আটটি অধ্যায়। চৌষট্টি খণ্ডে এক এক অধ্যায় করিয়া এই অনুবাদ প্রকাশিত হইবে। আমি আশা করি, প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু এই পরম পবিত্র গ্রন্থ গৃহে রাখিয়া ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিবেন। খৃষ্টান তাহার বাইবেলকে জানে, মুসলমান তাহার কোরাণকে মানে, শুধু হিন্দু তাহার বেদকে নিত্যপাঠ্য করে না। বেদ বাংলার গৃহে গৃহে যেদিন পূজিত হইবে সেদিন আমাদের জীবনে নবশ্রী আসিবে। আমি সকলকে আমাদের এই প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীযুত বিভাবসু শাস্ত্রী এম্-এ, আগামী খণ্ড হইতে ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিবেন। মুখপত্রের ছবিখানি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ কর্ম্মকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

শ্রীপ্রভাবতী দাশ

এই লেখকের রচনা

১। দীপশিখা
২। বিরহ শতক
৩। চার্ব্বাক
৪। বিদ্যুৎ-শিখা
৫। মহা নিষ্ক্রমণ
৬। একলব্য
৭। চিরন্তনী
৮। Bankimchandra : His Life and Art
৯। জীবনের চলস্রোত
১০। পল্লীব্রত
১১। মনীষা
১২। শিশুমনের চলচ্চিত্র
১৩। গীতা স্মৃতি
১৪। নব্যা ও সবিতা
১৫। সহচরী
১৬। ডাক বাংলো
১৭। বন্ধন ও মুক্তি
১৮। অগ্নি শুচি
১৯। ঋগ্বেদ (প্রথম অধ্যায়)
২০। শিশু ভগবান

মুখবন্ধ

বেদ হিন্দুজাতির সাধনার বিজয়স্তম্ভ। যুগযুগান্ত তপস্বী ভারতবর্ষ ধ্যানসমাহিত চিত্তে বেদের বেদী মূলে আরতির শঙ্খ বাজাইয়াছে। বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় দর্শন ও তত্ত্ব বেদের প্রভায় দীপ্ত। বেদ হিন্দুর ধর্মের শাশ্বত সঞ্চয়, তাহার কর্মের প্রেরণা, তাহার চেতনার দ্যুতি।

প্রীতিভাজন শ্রীযুত মতিলাল দাশ এই বেদের পদ্যানুবাদ করিতেছেন জানিয়া আমি অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি।

অনবসর জীবনে তিনি এই গুরুভার স্কন্ধে লইয়াছেন। আশা করি ভগবৎ কৃপায় তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে। বেদের পঠন ও পাঠন বাংলাদেশে বিরল। সাধারণ পাঠক যাহাতে মূল বুঝিতে পারেন, সেই জন্য তিনি মূল ও সায়ণের অন্বয়মুখী টীকা এবং তাহার সুন্দর সুললিত পদ্যানুবাদ দিয়াছেন।

তাঁহার অনুবাদে সূক্তগুলি নীরস বস্তু হইয়া দাঁড়ায় নাই। ইহা কবিত্বের যাদুস্পর্শে সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি ভরসা করি এই পদ্যানুবাদ বাংলাভাষার সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৬৪ খণ্ডে ৬৪ অধ্যায় বাহির হইবে—প্রত্যেক অধ্যায়ে এক একটি বেদ বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধ থাকিবে। যদি

সমাপ্ত হয়, তাহা হইলে বেদের এই সংস্করণ বাংলাদেশের একটী দীর্ঘকালীন অভাব দূর করিবে। প্রত্যেক দেশপ্রেমিক হিন্দু, প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থ এই পুস্তকের সমাদর করিয়া বাংলাদেশে বেদ প্রচারে সহায়তা করেন, এই আমার একান্ত অনুরোধ।

প্রথম খণ্ডে তিনি বেদ তত্ত্ব নামে একটী প্রবন্ধ দিয়াছেন। এই প্রবন্ধটীও বিষয় গৌরবে ও ভাষার ঐশ্বর্যে মহিমাময়। ইহাতে যাঁহারা বেদ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহারা বেদের একটী সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ ব্যাখ্যান পাইবেন।

লেখক বেদের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইহাতে আনন্দের জয়গান, আত্মসমর্পণের যজ্ঞ নিবেদন, প্রগতির মন্ত্র, সমুদার দৃষ্টি এবং একান্ত নির্ভর আধ্যাত্মিকতা—এই পাঁচটী তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্বের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বর্ত্তমান সময়োপযোগী কর্মপন্থা দেশবাসী আবিষ্কার করিতে পারিবে, ইহা আমি সর্বান্তকরণে কামনা করি। ইতি—

২৭শে জুন, ১৯৪২ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বেদতত্ত্ব

বেদ শব্দটী সংস্কৃত বিদ ধাতু হইতে উৎপন্ন—ইহার অর্থ জ্ঞান। ইংরাজী wit শব্দ এই বিদ ধাতুর রূপান্তর। জ্ঞানলাভের দুই উপায়—বুদ্ধি ও বোধি। বুদ্ধি দিয়া আমরা সমস্ত জানিতে পারি না, পরমার্থ জ্ঞানের জন্য চাই বোধি।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Life Divine নামক দিব্যগ্রন্থে বোধির নাম Pure reason দিয়াছেন—তাঁহার ভাষাই তুলি :—

"We arrive at the conception and at the knowledge of a divine existence by exceeding the evidence of the senses and piercing behind the walls of the physical mind So long as we confine ourselves to sense evidence and the physical consciousness, we can conceive nothing and know nothing except the material world and its phenomena. But certain faculties in us enable our mentality to arrive at conceptions which we may indeed deduce by ratiocination or by imaginative variation from the facts of the physical worlds as we see them, but which are not warranted by any purely physical data or any physical experience The first of these instruments is the pure reason

ভাবার্থ পাই—ভাগবত জীবনের জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিজাত। এই পৃথিবী ও তাহার প্রাকৃতিক ঘটনা আমাদের বুদ্ধির আলোতে ধরা পড়ে—কিন্তু শারীর বুদ্ধি সেই অতীন্দ্রিয় রহস্যের সন্ধান জানে না—তাহার জন্য চাই নির্ম্মল বোধি।

এই জন্যই শাস্ত্র বলেন :—

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিন্দতি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা॥

যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা জানা যায় না, বেদে তাহা জানা যায়, এইজন্যই বেদের বেদত্ব। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া বেদ যুগযুগান্তর হিন্দুর ভক্তির অঞ্জলি লাভ করিয়াছে।

বেদের এই নিত্য অপৌরুষেয় জ্ঞানরাশি, শব্দরাশিরূপে আমাদের পরিচিত হয়। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশি-র্ব্বিবক্ষিতঃ। বেদের শব্দরূপ চতুর্ধা বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ।

মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন—মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদ নামধেয়ম্। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ রূপে বেদের দুই ভাগ। মন্ত্রের আর এক নাম সংহিতা—সংহিতা ভাগে বেদমন্ত্রগুলি সংহিত অর্থাৎ সঙ্কলিত ও একত্রিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ বলিলে সাধারণতঃ আমরা এই মন্ত্রভাগকে বুঝি।

ব্রাহ্মণভাগে সাধারণতঃ বিধি, নিষেধ, যজ্ঞবিধি, ইতিহাস, অর্থবাদ প্রভৃতি লইয়া গদ্য নিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের অংশবিশেষকে আরণ্যক বলে—অরণ্যে বসিয়া বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবৃত্ত নর ও নারী ইহা হইতে ধ্যান ও উপাসনা করিতেন। আরণ্যকের উপসংহার উপনিষৎ।

অবশ্য কতিপয় উপনিষৎ সংহিতা ভাগেও দৃষ্ট হয়—যেমন ঈশোপনিষৎ। ইহা শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ, এই চারি ভাগ লইয়া সমগ্র বেদ-সাহিত্য। এই সাহিত্যের দুই ভাগ—কর্ম্ম কাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। আরণ্যক ও উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা আছে, ইহাই জ্ঞানকাণ্ড। তাহা ছাড়া মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ যজ্ঞকার্য্যে প্রযুক্ত হয় বলিয়া তাহাদিগকে এক কথায় কর্ম্মকাণ্ড বলে।

বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীনতম—ইহাই পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। সামবেদে যজ্ঞকালে যে সকল গান গীত হইত, ঋগ্বেদ হইতে কেবল সেই সকল মন্ত্র গ্রথিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদে যজ্ঞের প্রয়োজনীয় মন্ত্রগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। যজ্ঞে অথর্ব্ববেদের ব্যবহার নাই। ইহাতে আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির বর্ণনা আছে। ঋষিগণকে বেদমন্ত্রের স্রষ্টা বলা হয় না, দ্রষ্টা বলা হয়। তাঁহাদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বেদ প্রতিভাত হইয়াছিল। পরাশর সংহিতা বলেন :—

ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্ত্তারঃ।
ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ভুজঃ॥
যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥

ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্ট্রা, তাঁহারা বেদকর্ত্তা নহেন। কেহই বেদের কর্ত্তা নহে, চতুর্মুখ ব্রহ্ম বেদস্মর্ত্তা। প্রলয়ে বেদ অন্তর্হিত হয়, স্বয়ম্ভুর দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া মহর্ষিরা তপস্যাপূর্ব্বক ইতিহাসসহ সেই বেদ লাভ করেন।

কবে ও কোথায় সাধক ও ঋষিগণ এই বেদমন্ত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাব সত্যকার ইতিহাস নাই। বেদের কাল নিরূপণও দুরূহ—তবে একথা ঠিক যে মন্ত্রগুলি বিভিন্নকালে ও বিভিন্ন দেশে রচিত। শুক্ল

পরম্পরায় সেই মন্ত্র ও জ্ঞানরাশি বহু বর্ষ ধরিয়া একটি বৈদিক ধারার সৃষ্টি করে। নানা শাখা ও প্রশাখায় তাহা নানারূপে প্রকাশিত হইলেও তাহাদের মধ্যে একটী সুসঙ্গতি ও ভাবসাদৃশ্য ছিল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদকে চয়ন করিয়া চারিভাগে গ্রথিত করেন এইজন্য তাহার নাম বেদব্যাস। বিষ্ণু পুরাণে পাই :—

ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংসি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্ব কর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারযামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথা স্থিতি॥

বেদব্যাস এই চারি বেদ তাঁহার চারি শিষ্যকে শিক্ষা দেন। পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ শিক্ষা দিয়া বেদপারগ করিয়া তুলেন। গল্প আছে, বৈশম্পায়নের শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুকে অসন্তুষ্ট করেন। তিরস্কৃত যাজ্ঞবল্ক্য লব্ধ বেদবিদ্যা উদ্গীরণ করেন—বৈশম্পায়নের অপর শিষ্যগণ তাহা তিত্তিরী পক্ষী হইয়া গ্রহণ করেন—এইজন্যই ইহাকে তৈত্তিরীয় সংহিতা বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য কিন্তু আত্মপ্রত্যয়শীল—তিনি গভীর সাধনায় সূর্য্যদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে যজুঃ গ্রহণ করেন। এইজন্যই তাঁহার গৃহীত বেদকে শুক্ল যজুর্ব্বেদ বলে। তাঁহার পরিত্যক্ত বেদের নাম কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদ বারংবার সঙ্কলিত হইয়াছে এবং সঙ্কলন-কর্ত্তাদের সাধারণ নাম বেদব্যাস। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নই একক বেদব্যাস নহেন। তবে তাঁহার সঙ্কলনই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বেদের এক নাম ত্রয়ী। যজ্ঞে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন প্রকার মন্ত্র লাগে, এইজন্যই বোধ হয় ইহাদিগকে ত্রয়ী বলিত—ঋক্ পদ্যে, সাম গানে এবং যজুঃ গদ্যে লিখিত।

অনেকে অথর্ব্বকে বেদ বলিতে চান না, ইহা ভুল। প্রাচীন সমস্ত শাস্ত্রে অথর্ব্ব বেদের উল্লেখ পাই।

অবশ্য ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে, যেখানে আমরা বেদের বিষয় জানি, সেখানে অথর্ব্বের উল্লেখ নাই।

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত॥

সর্ব্বহুৎ যজ্ঞস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে প্রথমে ঋক ও সাম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা হইতে ছন্দঃসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহা হইতে যজুঃ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই মন্ত্রের সর্ব্বহুৎ শব্দের ব্যাখায় সায়ণ বলেন—"যদ্যপীন্দ্রাদয়স্তত্র তত্র হূয়ন্তে তথাপি পরমেশ্বরস্যৈবেন্দ্রাদিরূপেণাবস্থানাদ-বিরোধঃ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুরিতি। বাজসনেয়শ্চামনন্তি। তদ্ যদিদমাহুরমুং যজামুং যজত্যেকৈকং দেবমেত স্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবা ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বৈরপি পরমেশ্বর এব হূয়তে।"

যদিও ইন্দ্রাদি বিবিধ নামে তাহার অর্চ্চনা করা হয়, তথাপি তিনি একক পরমেশ্বরই ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থান করেন। মন্ত্রে পাই সেই একই মিত্র বরুণ প্রভৃতি। তিনিই সুপর্ণ গরুড, তিনিই অগ্নি, তিনিই যম, তিনিই মাতরিশ্বা। বাজসনেয় শাখার পাঠকগণ বলেন—অমুক দেবতার পূজা কর—অমুকের জন্য যজ্ঞ কর—কিন্তু সকলেই

পরমেশ্বরের সৃষ্ট—সকলেই সেই বিশ্বদেব পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছে।

সমগ্র বেদতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য আমরা সায়ণের এই অনুক্রমণিকা যেন স্মরণ রাখি।

অতি প্রাচীন ছান্দোগ্যে পাই :—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যমি। যজুর্ব্বেদং সামবেদমর্থর্ব্বণং। মুণ্ডকোপনিষদে পরাবিদ্যার গর্ব্ব করিয়া ঋষি বলিতেছেন :—

"তস্মৈ স হোবাচ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহ স্ম। যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবা পরা চ।

তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরধিগম্যতে।"

অঙ্গিরা শৌনককে কহিলেন—দুই বিদ্যা জ্ঞাতব্য—ব্রহ্মবিদ্‌ ঋষিরা ইহাই বলেন—একটী পরা অপরটী অপরা। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সাম বেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—এই সকলই অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যায় অক্ষর পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহাই পরা।" এই সমস্ত উদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝি যে, অথর্ব্ববেদ বেদ—তাহা বেদবাহ্য নয়।

চতুর্ব্বেদকে বুঝিবার জন্য ছয় বেদাঙ্গকে জানা প্রয়োজন। বেদ সুচারুভাবে অধ্যয়ন করিতে হইলে এই ষডঙ্গের জ্ঞান প্রয়োজন। প্রথম শিক্ষা—ইহাতে বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল ও সাম এই পঞ্চ বিষয়ের জ্ঞান হয়। স্বর ও ব্যঞ্জনভেদে বর্ণ দুই প্রকার। উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বর। উদাত্ত স্বর উচ্চ, অনুদাত্ত নীচ—স্বরিত উভয়ের মাঝামাঝি।

এই স্বরজ্ঞান না থাকিলে অর্থের ব্যত্যয় হয়। গল্পে আছে, বৃত্র ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য যজ্ঞ করিয়াছিল—আহুতি দিবার সময় 'ইন্দ্র শত্রুর্বর্দ্ধস্ব' এই মন্ত্রকে আদ্যোদাত্ত করিলে অর্থ হয়, ইন্দ্র রূপ শত্রু বিনষ্ট হউক, অন্তোদাত্ত করিলে অর্থ হয়, ইন্দ্রের শত্রু বিনষ্ট হউক। যজ্ঞের উচ্চারণে এই তারতম্য হওয়ায় বৃত্র নিজেই নিহত হইল।

নিম্নে আগ্নেয় সূক্তের প্রথম ঋকের স্বরাঙ্কিত রূপ দিতেছি :—

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।

হোতারং রত্নধাতমং॥

বর্ণের উপর দণ্ডায়মান সরলরেখা স্বরিত স্বর সূচিত করে, বর্ণের নীচে শায়িত রেখা অনুদাত্ত বিজ্ঞাপিত করে—যাহার উপর কোনও রেখা নাই তাহাই উদাত্ত। মাত্রা ত্রিবিধ—হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। বল বলিতে প্রযত্ন ও উচ্চারণ স্থান বুঝায়। কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি অষ্টবিধ উচ্চারণ স্থান—কোনও বর্ণ আবার যৌগিক—তাহা যুগপৎ দুই স্থান হইতে উচ্চারিত হয়—যেমন কণ্ঠতালব্য বর্ণ। প্রযত্ন অর্থ চেষ্টা—ইহা দ্বিবিধ—ঈষৎ ও অস্পষ্ট। সাম বলিলে উচ্চারণ সাম্য বুঝিতে হয়। দোষ রহিত এবং সুভাবিত উচ্চারণই সাম্য—উচ্চারণে অতিদ্রুত বা অনতিদ্রুত উভয়ই দোষ—যাহাতে স্বর সুব্যক্ত এবং মধুর হয়, কোনও বৈষম্য না ঘটে, তাহাই সামের কাম্য।

আপস্তম্ব, বৌধায়ন, আশ্বালয়ন প্রভৃতির সূত্রসকলকে কল্প গ্রন্থ বলে। কল্পশাস্ত্রে সাধারণতঃ যজ্ঞবিধি সুশৃঙ্খলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। কি

প্রণালীতে যজ্ঞ আরম্ভ হইবে, কোন্ মন্ত্র কখন উচ্চারণ করিতে হইবে, যজ্ঞের যে সব ভিন্ন ভিন্ন পুরোহিত ঋত্বিক্ হোতা অধ্বর্য্যু প্রভৃতি নামে অভিহিত, তাহারা কখন কে কি করিবেন, এই শাস্ত্রে তাহার সবিশেষ ব্যাখ্যান আছে।

ব্যাকরণ বেদের মুখ। বেদার্থ সম্যক জানিতে হইলে ব্যাকরণের শরণ লইতে হইবে। বৈদিক ব্যাকরণকে প্রতিশাখ্য বলে—এখন মাত্র চারিটি প্রতিশাখ্য পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ও অথর্ব্ববেদের শৌনক প্রবর্ত্তিত প্রতিশাখ্য, শুক্লযজুর্ব্বেদের কাত্যায়ন প্রতিশাখ্য এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের প্রতিশাখ্য বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণের রচিত। ইহাতে উচ্চারণ, ছন্দঃ প্রভৃতিও আলোচিত হইয়াছে।

নিরুক্ত বৈদিক অভিধান—ইহতে বৈদিক শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। যাস্কের নিরুক্তই অধুনা প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্বতন স্থৌলাষ্টীরী, ঔর্ণবাভ, শাকপূণি প্রভৃতি নিরুক্তকারের নামের উল্লেখ আছে। বেদে সাধারণতঃ সাতটী ছন্দ ব্যবহৃত—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুভ ও জগতী। চব্বিশ স্বরবর্ণের তিনটী চরণে নিবদ্ধ যে ছন্দ তাহাই গায়ত্রী। আগ্নেয় সূক্তের পূর্ব্বোদ্ধৃত ঋক্ গায়ত্রী ছন্দে রচিত। উষ্ণিক্ ছন্দে আটাশটী স্বর, অনুষ্টুপে বত্রিশটী, বৃহতীতে ছত্রিশটী, পংক্তিতে চল্লিশটী, ত্রিষ্টুভে চুয়াল্লিশটী এবং জগতীতে আটচল্লিশটী স্বর আছে। বৈদিক ছন্দ সাধারণতঃ স্বরমাত্রিক—ইংরাজীতে যাহাকে syllabic বলে।

যজ্ঞের কাল নির্ণয় করিবার জন্য জ্যোতিষের প্রয়োজন। যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ ও সমাপ্তি করিবার জন্য ঋষিদের গভীর উৎকণ্ঠা ছিল। এই উৎকণ্ঠার ফলে জ্যোতিষের উৎপত্তি।

এই বেদ ভারতীয় সাহিত্যের ও ভারতীয় সাধনার গোপনতম ধন। ব্রাহ্মণে বেদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটী চমৎকার রূপক দেখি। শতপথ ব্রাহ্মণে যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির কামনা করিলেন—এক তিনি বহু হইবেন—এই লীলার জন্য তিনি গভীর তপস্যায় ত্রয়ী বিদ্যার সৃষ্টি করিলেন।

'মনো বৈ সমুদ্রঃ। মনসো বৈ সমুদ্রাৎ বাচাভ্র্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন। মনো বৈ সমুদ্রঃ। বাক্ তীক্ষ্ণাভ্রিঃ ত্রয়ী বিদ্যা নির্ব্বপণম্।' মনোরূপ সমুদ্র হইতে দেবতারা বাক্‌রূপ অভ্রি দ্বারা ত্রয়ী বিদ্যা খনন করিয়াছিলেন। মনোরূপ সমুদ্র বাক্‌রূপ তীক্ষ্ণ অভ্রি, তাহা দ্বারা ত্রয়ী বিদ্যা নির্ব্বপণ করা হইয়াছিল।

বেদ নিত্য অভ্রান্ত সত্য—মানুষের মনোরূপ সমুদ্রে তাহা লুক্যাইয়া আছে। দেব-মানুষেরা তাহা বাক্য দিয়া বিশ্বে প্রকাশিত করেন।

এই বেদকে রক্ষা করিবার বিবিধ প্রয়াসের কথা আমরা যতই চিন্তা করি, ততই বিস্ময়ে অবাক হই। বেদের যাহাতে একটী পদও ভ্রষ্ট না হয়, তাহার জন্য পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ, ঘনপাঠ প্রভৃতি—সে কি দুরূহ অধ্যবসায়! তখন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, মুখে মুখে শ্রুতিরূপে এই বিদ্যা যে আজিও আমাদের দ্বারে আসিয়াছে তজ্জন্য সংযমব্রত তপস্বী সাধকদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। বেদের পাঠভেদ দূরে থাকুক, এই প্রচেষ্টার ফলে বেদের একটী অক্ষরও ভ্রষ্ট হয় নাই।

অবশ্য কাল তাহার ধ্বংসলীলা কিছু কিছু করিয়াছে। বেদের যে বিভিন্ন শাখা রচিত হইয়াছিল, বেদ লইয়া যে সব লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই লোপ পাইয়াছে, তথাপি কীটদষ্ট হইয়া, বিপ্লব এড়াইয়া যাহা বাঁচিয়াছে তাহাও মহত্ত্বে, ঐশ্বর্য্যে অতুলনীয়।

শৌনকের প্রতিশাখ্যে ঋগ্বেদের পাঁচটী শাখার নাম আছে—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, সাঙ্খ্যায়ন ও মাণ্ডুক। এই পাঁচ শাখার মধ্যে কেবল শাকল শাখাই বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদের দুইটী ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় ও কৌষিকী, মহিদাস ঐতরেয় এবং কুষিক এই দুই ব্রাহ্মণের প্রণেতা। ঐতরেয় আরণ্যক, ঐতরেয় উপনিষদ্ খুব প্রসিদ্ধ। কৌষিকী উপনিষদও আছে।

সামবেদের সাত শাখা—কৌমুদী, রাণ্যায়ণ, শাট্যমুগ্র, কাপোল, মহাকাপোল, লাঙ্গালিক, শার্দ্দুলীয়। বর্ত্তমানে মাত্র কৌমুদী এবং রাণ্যায়ণ শাখার অস্তিত্ব আছে। সামবেদের ব্রাহ্মণ আটখানি—সামবিধান, মন্ত্রমহাব্রাহ্মণ, আর্ষেয়, বংশ,দেবতাধ্যায়, তলবকার, তাণ্ডব, সংহিতোপনিষৎ। এতদ্ব্যতীত অদ্ভুত ব্রাহ্মণও নামে একখানি ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য, কেন, আরুণি, মৈত্রাকণি এবং মৈত্রেয়ী উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত।

যজুর্বেদ দুই শাখায় প্রচলিত—শুক্ল ও কৃষ্ণ। শুক্ল যজুকে বাজসনেয় সংহিতা বলে এবং কৃষ্ণ যজুকে তৈত্তিরীয় সংহিতা বলে। যজুর্বেদের বহু শাখার মধ্যে বর্ত্তমানে মাত্র তিনটী শাখা প্রচলিত যথা—তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও কাণ্ব। তৈত্তিরীয়ের চারিখানি ব্রাহ্মণ—তৈত্তিরীয়, বল্লভী, সত্যায়ণী এবং মৈত্রায়ণী-তৈত্তিরীয় আরণ্যক তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের শেষাংশ। ইহার ছয়খানি উপনিষৎ তৈত্তিরীয়, নারায়ণীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর ব্রহ্মোপনিষৎ ও কৈবল্য। শতপথ ইহার ব্রাহ্মণ। ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল ও মন্ত্রিকা প্রভৃতি ইহার উপনিষৎ।

অথর্ব্ব বেদের মাত্র শৌনক শাখা বর্ত্তমানে আছে—গোপথ ইহার ব্রাহ্মণ। প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অথর্ব্ব-শির, অথর্ব্ব-শিখা, বৃহজ্জাবাল ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি ইহার উপনিষৎ।

এই যে বিরাট্‌ বৈদিক সাহিত্য,—তাহার অনন্ত পার পরিধির কথা যত বিবেচনা করি ততই মুগ্ধ হই। আমাদের সংস্কৃতি কালে কালে নানা পরিবেশে নব নব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—কিন্তু তাহা বেদমূল হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই। বুদ্ধদেব বেদনিন্দুক বলিয়াই তাঁহার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত, তাঁহার অমর অবদান আমাদের নিকট বিলুপ্ত। বেদের প্রতি এই যে সুগভীর ভক্তি, অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়া বেদের প্রতি এই যে শ্রদ্ধা, ইহাকে সহসা উপেক্ষা করা যায় না। বেদ অজ্ঞ ব্যক্তিদের পূজা পায় নাই, কুশাগ্রবুদ্ধি, ধ্যানতন্ময় মনীষীরা বেদের যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়ই কোনও গভীর কারণ আছে। সে কারণ শ্রদ্ধায়, সেবায় এবং পরিপ্রশ্নে অনুধ্যান করিতে হইবে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বেদের প্রচারের জন্য যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা নমস্য। তাঁহাদের আপ্রাণ সাধনা, তাঁহাদের অমানুষিক শ্রম, তাঁহাদের তপঃশক্তি আমাদের দেশে দুর্ল্লভ। কিন্তু তথাপি বলিব, তাঁহারা বেদার্থ সম্যক ধরিতে পারেন নাই।

প্রথম কারণ চেতন ও অবচেতন মনের মাঝে তাহাদের গভীর স্বাদেশিকতা তাহাদিগকে বেদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে বাধা দিয়াছে। অতি প্রাচীন কালে যখন য়ুরোপীয় সংস্কৃতিধাত্রী গ্রীক ও রোমকেরা অজ্ঞানের গভীর তমসায় আবৃত, তখন ভারতের তপোবনে অধ্যাত্মপ্রদীপ আপন জ্যোতির্ম্ময় শিখা বিস্তার করিয়াছিল, ইহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদও তাহাদের গভীর অন্তরায়। মানুষের সভ্যতা ক্রমোন্নতিতে চলিয়াছে, কাজেই অতীত ভারতবর্ষ যে জ্যোতির্ম্ময় বুদ্ধিতে দীপ্ত ছিল, প্রজ্ঞায় পুষ্ট ছিল, একথা তাঁহারা সহসা গ্রহণ করিতে

পারেন না। বেদ যখন প্রাচীন কালের গাথা, তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের শিশুমনের কাকলী।

তৃতীয়তঃ তাঁহারা সহজে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার রস গ্রহণ করিতে পারেন না। অতীন্দ্রিয় সত্য তর্ক-বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি হয় না। ঋষিরা সত্যের সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সত্যানুভব করিতেন। সেই গভীরতম বোধি দিয়া তাঁহারা বৈদিক তত্ত্বানুভূতিকে গোচর করিতে চেষ্টা করেন নাই।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণা উপেক্ষা না করিয়া, পশ্চিমের দীপ্ত ক্ষুরধার বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের সহজাত সূক্ষ্ম উপলব্ধি দিয়া বেদের রহস্য-দ্বার খুলিতে হইবে। বেদকে জানিবার ও বুঝিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়— আবৃত্তি। বেদের মন্ত্রগুলির ভাষা অতি সুন্দর, তাহাদের ছন্দ অতি মধুর, তাহাদের প্রত্যেক শব্দ গভীর অর্থদ্যোতক। বারংবার এই মন্ত্রের আবৃত্তি করিলেই তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্য আমাদের আমাদের চিত্তে উদ্ভাসিত হইবে।

টীকাকার, ভাষ্যকার, বৈয়াকরণিক প্রভৃতি তাহাদের বুদ্ধির অচলায়তন দিয়া বেদের সরল অভিব্যঞ্জনাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের আশ্রয় অধিক না নিয়া, মূলের আশ্রয় লওয়াই সঙ্গত। মূলের অর্থ বহুস্থানেই বিশদ ও সুন্দর—সেই অর্থের সাহায্যে যে সব স্থানে 'ব্যাসকূট' আছে তাহার ব্যাখ্যা করাই ভাল।

সায়ণের ভাষ্য সর্ব্বত্র সুষ্ঠু নয়। বুক্ক নরপতির আদেশে তিনি এই ব্যাখ্যা করেন। তখনকার দিনে যজ্ঞ বিরল হইয়াছিল—সেই যজ্ঞ কর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার একটী প্রয়াস সায়ণের ভাষ্যে সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এই জন্যই দেখি, 'অমৃতস্য বাণী' এই সুমধুর ভাবসুন্দর বাক্যখণ্ডও

তাঁহার নিকট উদকস্ত ধারা' এই অর্থে পরিণত হইয়াছে। আমার মনে হয়, সংস্কৃত ভাষা বা তজ্জাত প্রাকৃতভাষা যেখানে যেখানে প্রচলিত আছে, সেখানে সকলেই 'অমৃতের বাণী' কথাটি বুঝিতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনুভব করিবেন না।

সায়ণ-ভাষ্য অতুলনীয় কীর্ত্তি—সায়ণ না থাকিলে হয়ত আমরা আদৌ বেদ বুঝিতে পারিতাম না। তাহার নিকট বেদপাঠী সকলেই গভীর ঋণে ঋণী, কিন্তু তথাপি বেদ সায়ণের চেয়ে অনেক বড। বেদের ভাব, বেদের তত্ত্ব, উপনিষৎ, ষড়দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতিতে অনুস্যুত হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যেই মূলকে বুঝিতে হইবে। বেদকে আদিম মনের উচ্ছ্বাস বা চাষার গান বলিলে একান্ত ভুল হইবে। বেদ মানুষের প্রদীপ্ত মেধার দান—মানুষের তপোলব্ধ সত্য।

বেদান্ত সূত্রে বলা হায় 'ব্রহ্মণো বেদৈকময়তা'—ব্রহ্ম একমাত্র বেদ দ্বারা জানা যায়। যাঁহারা ষড়্‌দর্শন লিখিয়াছেন, যাহারা উপনিষৎ দ্রষ্টা তাঁহারা সকলেই কুশাগ্রবুদ্ধি। তাঁহারা প্রাকৃতিক শক্তির উদ্দেশে উচ্চারিত মন্ত্রমালার প্রতি এত সুগভীর শ্রদ্ধা কখনই পোষণ করিতে পারিতেন না।

বেদ-পূর্ব্ব আর্য্যদের সাহিত্য বাঁচে নাই, কিন্তু একথা সত্য যে, বেদ কখনও আদিম মনের আদিম কল্পনা নহে। বেদের রূপক, ভাবময় শব্দগুলিই পরিণত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের অবদান। এইজন্য বেদকে বুঝিতে হইলে উপনিষৎ, দর্শন ও স্মৃতি তাঁহাকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, সেই দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া মূলের যে সহজ আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা আছে, তাহাকে মরমী অনুরাগীর অনুরাগে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুধাবন করিতে হইবে।

বেদের সমস্ত তত্ত্বের আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে কেবল দিক্‌নির্ণয় মাত্র করিতেছি। বেদের প্রথম ও প্রধান বাণী আনন্দের বাণী। ঋগ্বেদের মহাবাক্য—প্রজ্ঞানানন্দং ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষদে পাই—

'য দ্বৈ তৎসুকৃতম্। রসো বৈ সঃ।
রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।
কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ
আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।'

"যিনি স্বয়ং কর্ত্তা তিনিই রসময়। মানুষ এই রসকে পাইয়া আনন্দিত হয়। যদি আকাশে আনন্দ না থাকিত, তবে কেই বা বাঁচিত, কেই বা প্রাণক্রিয়া করিত?" বেদের মন্ত্রে মন্ত্রে, সূক্তে সূক্তে এই আনন্দধ্বনি বাজে। সেখানের প্রতি চলনে যেন অপূর্ব্ব ছন্দ, প্রতি লেখায় যেন অলৌকিক প্রাচুর্য্য—প্রতি কথায় যেন রসগভীর আনন্দ।

বেদের ঋষি বৈরাগী নহেন, তিনি অনুরাগী। তিনি এই পৃথিবীর আলো, গান, এই মনের জ্ঞান ও দীপ্তি বারংবার চাহেন। তিনি মরিতে চাহেন না, সুন্দর পৃথিবীতে শতবর্ষ কল্যাণময় জীবন যাপন করিতে চাহেন। তাঁহার দৃষ্টি কৌণিক নয়, তাঁহার ব্যাপ্তি দেশের সীমায় আবদ্ধ নহে, তিনি বিশ্বজনের সাথী, বিশ্বনাটের নট।

প্রথম আগ্নেয় সূক্তের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে গাহেন—

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমং॥

ইহার ভাবার্থ দিতেছি :

অগ্নি হৃদয়ে তপঃশক্তি জ্বালেন। তাহার সাহায্যে আমরা পরিপূর্ণতা লাভ করিব, যে পরিপূর্ণতা প্রতিদিনের আলোকে পরিপুষ্ট হইয়াই চলিয়াছে, যাহা আনে জীবনে যশোগৌরব—যাহা দেয় পরিপূর্ণ বীর্য্য।

দ্বিতীয় সূক্তে ঋষি গাহেন :—

ঋতেন মিত্রাবরুণৌ ঋতাবৃধো ঋতাস্পৃশৌ।
ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে॥

মিত্রাবরুণ সত্যদ্রষ্টা, তাঁহারা সত্যের যে গভীরতম রূপ, যাহাকে বেদে ঋত বলে তাহা স্পর্শ করিয়া আছেন, তাঁহারা সেই সত্যশক্তিকে বর্দ্ধন করিতেছেন, সেই সত্যের বলেই তাঁহারা বৃহৎ বিশ্ব যজ্ঞ অধিকার করিতেছেন।

অধিক শ্লোক তুলিবার স্থান নাই। সর্ব্বত্রই দেখি সত্যের প্রতি আন্তরিকতা, বীর্য্যের প্রতি অনুরাগ, প্রাণশক্তির প্রতি প্রীতি, জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি।

বেদের দ্বিতীয় বাণী যজ্ঞাহুতি। এই বিশ্বক্রিয়া একটী বিরাট্ যজ্ঞ। গীতায় পার্থসারথি এই যজ্ঞতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করেন। এবং তাহাদিগকে বলেন—তোমরা যজ্ঞদ্বারা বৃদ্ধি পাইবে—ইহা তোমাদের কামনা পূর্ণ করিবে। তোমরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাকে পোষণ কর, তাহা হইলে দেবতারা তোমাদের পোষণ করিবে। এইরূপে পরস্পরের পোষণে তোমরা পরম কল্যাণ পাইবে। দেবতাগণ যজ্ঞের দ্বারা তৃপ্ত হইলে বঞ্চিত ভোগ দান করেন—যাহারা দেববলি না দিয়া ভোগ করে তাহারা তস্করই বটে। যে

নিজের জন্য পাক করে, যে পাপ ভক্ষণ করে, যে যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে, সে সর্ব্বপাপমুক্ত হয়।

মানুষ অন্নে বাঁচে, অন্ন বাঁচে বৃষ্টিধারায়, যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়, এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি অমর ব্রহ্ম হইতে জাত, এইভাবে সর্ব্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে এই যজ্ঞচক্র অনুসরণ করে না, সে নিজের জীবন পাপে পূর্ণ করে, তাহার জীবন ব্যর্থ, সে ইন্দ্রিয় সুখে ডুবিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞতত্ত্ব বলিব। সংক্ষেপে বলিতে পারি, যজ্ঞ আত্ম-সমর্পণ। মানুষ যদি কেবল আত্মনিয়ত থাকে, কেবল স্বার্থের অনুসরণ করে, তাহা হইলে বিশ্বব্যাপার চলে না; পরস্পরের আদান প্রদানেই প্রগতির যাত্রা সম্ভব। মানুষকে তাই আত্মদান করিতে হইবে, জীবনকে উৎসর্গ করিতে হইবে। সেই উৎসৃজিত জীবনের গভীর বাণীই, বেদের যজ্ঞের অন্তর্নিহিত বাণী। সেই আত্মনিবেদনে মানুষ স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিবে, দিনে দিনে সত্য, ঋত ও বৃহৎকে বরণ করিবে। 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।' অল্প লইয়া যখন থাকি, তখন আমরা পশুর স্তরে। মানুষ যতই দিব্য জন্ম লাভ করে, যতই তপোশক্তির বলে অমৃত আনন্দলোকে যাইবার চেষ্টা করে, ততই সে এই সাধনার পথে আরোহণ করে।

বেদের তৃতীয় বাণী চলার মন্ত্র—প্রগতির আহ্বান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আধুনিকতার মর্ম্মবাণী এই চলার জয়গান গীত হইয়াছে। বেদ বলিতেছেন—চল চল। 'চরৈবেতি'।—

'নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্বরো জন ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা, চরৈবেতি ॥১

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে, ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ শ্রমেন প্রপথে হতাশ্চরৈবেতি ॥২
আস্তে ভগ আসীনস্যোর্দ্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরতি চরতো ভগশ্চরৈবেতি ॥৩
কলিঃ শয়ানো ভাতি, সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরংশ্চরৈবেতি ॥৪
চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদু মুদুম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমানং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি ॥৫

ইহার বাংলা—

শ্রান্ত যে জন পন্থা চলি, শ্রী যে তারই নানা,
ইক্ষাকুসুত রোহিত ওগো! এই ত চিরশ্রুতি,
রইলে শুয়ে শ্রেষ্ঠ জনও লভে পাপের হানা,
ইন্দ্র সখা পান্থ জনের, বলছে চরৈবেতি ॥

জঙ্ঘাযুগল পুষ্পিত তার, যেজন চলে পথে,
ফলগ্রাহি আত্মা যে তার বৃহৎ নেয় লুঠি,
পলায় যে তার পাপের বোঝা চড়ি মৃত্যু রথে,
পথে চলার শ্রমে হত, চল পথে ছুটি।

যে জন বসে, ভাগ্য যে তার, রয়ত বসে বসে,
উচ্চশিরে যে রয় সে রয়, উন্নতিরি রথে,
যে জন রহে শয়ন সুখে, ভাগ্য তাহার খসে,
যে চলে তার ভাগ্য বাড়ে, চল চল পথে।

কলি কোথায় যে রয় শুয়ে, আছে তারই কাছে,
যে জেগেছে, জীবনে তার দ্বাপর জাগে হাসি,
যে উঠেছে, সে চলেছে, ত্রেতা যুগের পাছে,
যে চলে সে সত্যযুগে, বাজাও চলার বাঁশী।
যে চলেছে, সে পেয়েছে অমৃতময় মধু,
যে চলেছে, স্বাদু ডুমুর খায় সে হাসি হাসি,
চেয়ে দেখ দীপ্তসূর্য্য আকাশ পথের বঁধু
তন্দ্রাবিহীন চলছে শুধু, বাজাও চলার বাঁশী।

এই মন্ত্র যখন পড়ি, মনে হয় যেন কোনও আধুনিক কবিতা পড়িতেছি। আমাদের এই জরদ্গব দেশেও একদিন যৌবন ছিল, একদিন যাযাবর দুঃসাহস ছিল, তাহা যত ভাবি, ততই মুগ্ধ হই। গৃহের অচলায়তন আমাদের নয়, আমাদের জন্য বিস্তৃত পৃথিবী—আমাদের জন্য মহাসাগর। অকূলে পাড়ি দিয়াই আমরা কূলের সন্ধান পাইব।

ঋগ্বেদের অষ্টম সূক্তে অনুরূপ প্রার্থনা আছে—

"এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং।
বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর॥১।৮।১
নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ।
ত্বোতাসো ন্যর্বতা।১।৮।২

"হে ইন্দ্র তুমি আমাদের স্বস্তির জন্য সার্থকতা আন। যে সার্থকতা সকল অধিকারে অধিকারী, সকল জয়ে জয়ী—সর্ব্বদা যাহা বীর বিক্রমে

চলিয়াছে, যাহা সকলকে প্লাবন করিয়া ছুটিয়া চলে। তোমার সেই পূর্ণতার প্রসাদে আমরা যেন শত্রুকে দমন করি, আমরা যেন ক্ষাত্রবীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া, তোমার দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া, বৃত্রবাহিনীকে নিঃশেষিত ভাবে ধ্বংস করি।" ইহা দিনগত পাপক্ষয় করিবার সাধনা নয়, ইহা জাড্য নয়, আলস্য নয়, ইহাতে দেখি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তি। আমাদের এই দুর্ভাগ্য জরাজীর্ণ দেশে বিশুদ্ধ বিদ্যার ও বুদ্ধির তেজ পুনরায় জ্বলিয়া উঠুক। তামসিকতার অজ্ঞান আবরণ ভুলিয়া সাত্ত্বিক শুদ্ধ আনন্দে ঋদ্ধ ও পুণ্য হউক। ভারতবর্ষ আবার জনগণসভায় আপন যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হউক। দেশের সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া ঋত ও সত্যের দীপ্তিতে পরিবেশ ভাস্বর হউক।

বেদের চতুর্থ বিশেষত্ব তাহার সমুদার দৃষ্টি। বৈদিক ঋষি বিশ্ব কথাটিকে বড়ই ভালবাসেন। বিশ্বদেবের তিনি পূজা করেন, বিশ্বজনের তিনি হিত কামনা করেন। অথর্ব্ব বেদে পাই—

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যতঃ উত শূদ্র উতার্য্যে॥

হে ভগবান্ তুমি কেবল দেবতাদের প্রিয় করিও না, তুমি কেবল রাজন্যদের প্রিয় করিও না। কি শূদ্র, কি আর্য্য, তুমি যেন সকলের প্রিয় সাধন কর।"

সপ্তম সূক্তে পাই—

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ
অস্মাকমস্তু কেবলঃ।

তোমাদের বিশ্বজনের জন্য আমাদের চেতনার প্রত্যেক ভূমি ঘিরিয়া ইন্দ্রকে ডাকিয়া আনিতেছি। একান্তই তিনি আমাদের হউন।

ইন্দ্র একার জন্য নহে সকলের জন্য। তাহার আহ্বান বিশ্ববাসীর জন্য। প্রথম মণ্ডলের নবম অনুবাক্ পঞ্চাশ সূক্তে মন্ত্র আছে—

তরণির্ব্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য।

বিশ্বমা ভাসি রোচনং। ১।৫০।৪

ইহার ব্যাখ্যায় সায়ণ বলেন—হে সূর্য্য অন্তর্য্যামিতয়া সর্ব্বস্য প্রেরক পরমাত্মন্ তরণিঃ সংসারাব্ধেস্তারকোঽসি।" হে সূর্য্য! তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী, তুমি সকলের প্রেরক পরমাত্মা। এই ভবসাগরের তুমিই পরিত্রাতা তরণি। মুক্তিলিপ্সু বিশ্ববাসী তোমারই সাক্ষাৎকার লাভ করিবে, তুমি জ্যোতিষ্কগণের স্রষ্টা, চিৎরূপে বিশ্বস্থ সমস্ত দর্শনীয় বস্তুকে নিজে দীপ্তমান হইয়া প্রকাশিত কর।

এই সাম্য মন্ত্র, এই উদারতা, এই প্রসন্ন শুচিতা, এই ব্যাপকতা বৈদিক সাহিত্যের যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদিক সাধনা একার নহে, ব্যক্তির নিভৃত যোগজীবন নহে, তাহা সংঘজীবন। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ গোষ্ঠীর কল্যাণে ও গোষ্ঠীর ইচ্ছায় পরিচালিত। আধুনিক কালে আমরা সংঘ, সমিতি ও ঐক্যের প্রত্যহ জয় গান করি। আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, সেই অতি পুরাতন কালেও বেদের ঋষি এই সংঘ শক্তির স্তব রচনা করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এক হইবার যে প্রার্থনা, সে প্রার্থনা আজিও যেন আমাদের একান্ত কাম্য।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।

দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানাঽউপাসতে॥

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়েবঃ সমানে নবোঽহবিষা জুহোমি॥
সমানী বঃ আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুহাসতি॥

আমাদের কবি বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার ফুল ও ফলকে এক ও সত্য হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু এ প্রার্থনা কোনও বিশেষ দেশের জন্য নয়, বিশেষ কালের জন্য নয়। সর্ব্বমানবের ইহাই মিলন-মন্ত্র—"হে বিশ্ববাসী! তোমরা একত্র চল, একত্র বল, তোমাদের মন অভিন্ন হউক, তোমরা বাক্য ও মনে অবিরোধ লাভ করিয়া একত্র তপস্যা ও উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। তোমাদের মন্ত্র সমান হউক, তোমাদের সমিতি সমান হউক। তোমাদের চিত্ত ও মন এক হউক, তোমরা সমান মন্ত্রে বিশ্বযজ্ঞে প্রবৃত্ত হও, তোমাদের আকুতি, তোমাদের হৃদয়, তোমাদের চিত্ত এক ও অভিন্ন হউক, তাহা হইলেই তোমরা কল্যাণ লাভ করিয়া হাসিতে পারিবে।"

কি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী আহ্বান—মনে হয় না যে ইহা প্রায় ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

বেদের চরম ও পরম বিশেষত্ব তাহার আধ্যাত্মিকতা। বেদের অমৃত রস-সমুদ্র হইতে যে ধারা উঠিয়াছিল তাহাই কাল ও দেশের ব্যবধান ভাঙিয়া আমাদের জীবনকেও আজ উর্ব্বর করিয়া তুলিতেছে। আমাদের ধর্ম্ম সাধনার ইতিহাসে বেদের এই পারমার্থিকতার অখণ্ড প্রভাব বর্ত্তমান।

উপনীত দ্বিজ চতুর্ব্বেদ, ত্রিবেদ, দ্বিবেদ বা এক বেদ অধ্যয়ন করিবেন। এক বেদ অধ্যয়ন করিলে পিতৃপিতামহের যে বেদ তাহাই

পড়িবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় চতুর্ব্বেদী, ত্রিবেদী, দ্বিবেদী, একবেদী ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে আজ চোবে, দোবে, তেওয়ারী নামধারী ব্যক্তি পাই।

বেদ অধ্যয়ন নিত্য-কর্ত্তব্য, যথাবিধি বেদ না পড়িলে পাতিত্য হয়। সায়ণ বলেন "পিতৃপিতামহের যথাক্রমে আগত বেদ পড়িলে সমস্ত দোষ তিরোহিত হয়, বেদ পবিত্র দেবস্বরূপ। যে এই পুণ্য বেদকে ত্যাগ করে তাহার বাক্যে কোনও ভাগ্যোদয় হয় না। ভাগ্যোদয় ত দূরের কথা, যে দেবতা, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিপাদক বেদাধ্যয়ন না করিয়া, মিথ্যা বাক্য ও কলহের কারণ লৌকিক সাহিত্য পড়ে, তাহার বাক্যে কখনই ভাগ্যোদয় হইবে না। বিধিপূর্ব্বক বেদ না পড়িয়া অন্য শাস্ত্র পড়িলে কেবল বাক্যেরই গ্লানি হয়—নানুধ্যায়ান্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ।"

বেদের এত মহিমা। কারণ বেদ মানুষের আপাতসুখকর প্রেয়ের নির্দ্দেশ না করিয়া শ্রেয়েরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ভাগবত জীবন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"A return or a progress to integrality, a disappearance of the limitation, a breaking down of separativeness, an overpassing of boundaries, a recovery of our essential and whole reality must be the sign and opposite character of the inner turn towards knowledge. There must be a replacement of a limited and separative by an essential and integral consciousness identified with the original truth and the whole truth of self and existence. The integral knowledge is something that is already there in the

integral reality, it is not new or still non-existent thing, that has to be created, acquired, learned, invented or built up by the mind. It must rather be discovered or uncovered, it is a truth that is self-revealed to a spiritual endeavour ; for it is their viewed in our deeper and greater self ; it is the very stuff of our own spiritual consciousness and it is by awakening to it even in our surface self that we have to possess it."

মানুষের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে গুহাহিত গহ্বরেষ্ট পুরুষ আছেন, তাহার জন্যই মানুষের তপস্যা। মানুষ সেই আত্মারাম পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্ন, তাইত তাহার জীবনে এত দুঃখ, এত বিষাদ। এই বিচ্ছেদের বেড়া ভাঙ্গিয়া সেই সৎস্বরূপকে জানিবার সাধনাই মানুষের কাম্য।

বেদান্তের মাঝে এই তত্ত্ব সম্যক্ পরিস্ফুট। উপনিষদের শ্লোকে শ্লোকে এই আত্মমুখী গতির বাণী। কঠের দুইটি শ্লোক মাত্র তুলিতেছি :—

একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা য করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥ ২।২।১২

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতসশ্চেতনানাম্
একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্। ২।১।৩

"সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তা সেই যে এক আত্মা এক রূপকে বহু করেন, যিনি অনিত্যের মধ্যে শাশ্বত কারণ-শক্তি, যিনি চেতনের চৈতন্য, যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের কর্ম্মফল গ্রহণ করেন, সেই এককে যাহারা আপন বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত দেখেন, তাহারাই শাশ্বত সুখ ও শান্তি লাভ করেন।"

উপনিষদের এই পরমতত্ত্ব বেদমূল। বেদেই এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশ।

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচত্
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনা
থা কো বেদ যত আবভূব॥ ১০।১২৯।৭

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ। ১০।১২৯।৮

"কে জানে সত্য, কে বলিবে কোথা হইতে আসিল এই পৃথিবী ? কেমন করিয়া সৃষ্ট হইল এই বিশ্ব চরাচর ? দেবতারা বিশ্বসৃষ্টির পরে আসিয়াছেন—অতএব কে এই সৃষ্টির তত্ত্ব বলিবে ?

কেমন করিয়া এই সৃষ্টি আসিল ? তিনি কি ইহার প্রতিষ্ঠাতা, কিংবা প্রতিষ্ঠাতা নয় ? কে জানে, যিনি পরম ব্যোমে ইহার অধ্যক্ষ, তিনিই হয়ত জানেন, কিংবা হয়ত জানেন না।"

এই প্রশ্ন হইতে জিজ্ঞাসা জাগিল—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ? কাহার অর্চনা করিব ? সেই প্রশ্নের উত্তরে ঋষিরা জানিলেন, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি যত দেবতা, সকলই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, সমস্তই একের প্রকাশ ও অভিব্যক্তি। সায়ণের ব্যাখ্যায় বেদের এই অদ্বৈতবাদ মূলক ব্যাখ্যান পাই না—তিনি উপক্রমণিকায় অদ্বৈততত্ত্ব বলিলেও ব্যাখ্যায় তাহার বিশেষ অনুসরণ করেন নাই। প্রয়োজনমত সায়ণকে অতিক্রম করিয়া বেদের সরল সুন্দর কবিত্বময় কাব্যরসের আস্বাদন করিতে হইবে।

বেদের অধ্যয়ন ও স্বাধ্যায় দ্বারা আমাদিগকে বেদার্থ জানিতে হইবে ! কারণ সায়ণ এই বিষয়ে দুইটি চমৎকার শ্লোক তুলিয়াছেন :—

স্থাণুরয়ং ভার হার কিলাভূ-
দধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থং।
যোঽর্থজ্ঞ ইৎ সকলং ভদ্রমশ্নুতে
নাকমেতি জ্ঞানবিধূত পাপ্মা।
যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥

যে বেদ পড়িয়াছে অথচ অর্থ জানেনা, সে স্থাণু অর্থাৎ নিঃশাখ বৃক্ষের স্থায় কেবল ভার বহন করিয়া থাকে। যে অর্থ জানে, সে সকল মঙ্গলপ্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পাপ ক্ষয় করিয়া স্বর্গে গমন করে। যে স্থলে আগুন নাই, সেখানে শুকনা কাঠ ফেলিলে যেমন জ্বলে না, সেইরূপ অর্থ না জানিয়া কথাদ্বারা কেবল বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহাতে কোন ফলই হয় না।" সায়ণ যাস্ক হইতে এই শ্লোক দুইটী গ্রহণ করেন, যাস্ক আবার প্রতিশাখ্য হইতে ইহা উদ্ধৃত করেন।

আমাদিগকেও তাই বেদের অর্থ-জ্ঞানে বিশেষ আয়াস করিতে হইবে। না বেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্—তৈ—৩।১২।৯ এই শ্রুতি হইতে জানি যে বেদ না জানিলে ব্রহ্মকে জানা যায় না। ধর্মলাভের বস্তু, পুণ্য-প্রদ, ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণ করিয়া বেদজ্ঞান আবার আমাদের আসুক। আমরা আবার অমৃতময় বেদবাণী জানিয়া অমরত্ব লাভ করি।

বৈদিক ঋষি সরস্বতীর নিকট জ্ঞান প্রার্থনা করিতেন, আমরাও সেই প্রার্থনা পুনরুল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ উপসংহার করিব।

"পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥১০
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং
যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥১১
মাহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি ।১২

হে জননী সরস্বতী, তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিয়া তুলিতেছে, তুমি পূর্ণ সম্পদে আমাদের সমৃদ্ধ কর। বুদ্ধি তোমার সত্তার সম্পদ, তুমি তুমি আমাদের জীবনাহুতি গ্রহণ কর।

তুমি মা কল্যাণময় সত্যবাকের পরিচালনা কর, তুমি সুমতি ব্যক্তির চেতনাকে অনুপ্রাণিত কর, তুমি আমাদের জীবনযজ্ঞকে ধারণ কর। তুমি ভূমার সাগরকে চেতন করিয়া তুলিতেছ—তোমার সত্য ও জ্ঞানের জ্যোতিতে দীপ্ত করিতেছ, তুমি সকল ধীকে বিকশিত কর।

বেদ নিত্য শাশ্বত জ্ঞান ভাণ্ডার। জ্ঞানদীপ্ত মন লইয়া আমরা যেন নিবিড় সত্যের উপলব্ধি করি, আমরা যেন তপঃশক্তির বিপুল প্রেরণা লাভ করি। জীবনের সকল কর্মে যেন শাশ্বত ছন্দ প্রাপ্ত হই, আমরা যেন পরম আনন্দ লাভ করি। বৃহৎ সত্যের স্পর্শে আমরা যেন পুলকিত হই, ভূমার আহ্বানে আমরা যেন প্রবুদ্ধ হই, বীর্য্যে আমরা যেন প্রতিষ্ঠিত হই, বাক্যে ও মনে আমরা যেন ভদ্রকে দর্শন করি।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে,
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব শিষ্যতে।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ॥

৫ই জ্যৈষ্ঠ
মঙ্গল—গোধূলি
১৩৪৯

ভূমিকা

স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভ্যেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরেদিতি ॥

বেদকে জানা সহজ নহে। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, স্মৃতি ও ষড় বেদাঙ্গ এই জানিয়া যে চারি বেদ জানে সেই বিদ্যা ও ধর্ম্মকে জানে, কারণ তাহাদের আশ্রয় চারি বেদ, ষড়ঙ্গ ও পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও স্মৃতি এই চতুর্দ্দশ। ইতিহাস ও পুরাণ হইতে বেদের সার সমুদ্ধার করিবে। যে অল্পশ্রুতি সে বেদকে প্রহার করিবে, এই ভয়ে বেদ ভীত হয়।

ঋগ্বেদ নামক মহাগ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া আমার বারংবার যাজ্ঞবল্ক্যের কথা মনে জাগিতেছে—আমি হয়ত বেদের অমৃত বাণীকে কলুষিত করিব, সুন্দরকে অসুন্দর করিব, সত্যকে অসত্য করিব, মহৎকে ক্ষুদ্র করিব। কিন্তু সাধারণ পাঠক বেদ জানিতে ও বুঝিতে পারেন এমন পুস্তক বাংলাদেশে নাই, তাই স্বল্পাবসর কর্ম্মব্যস্ত জীবনেও, এই দুরূহ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। ৬৪ খণ্ডে বেদের ৬৪ অধ্যায় প্রকাশ করিব। এই শ্রমসাধ্য ব্রত সম্পন্ন হইবে কিনা জানি না, তবে যিনি মূককে বাচাল করেন, গিরিকে পর্ব্বতলঙ্ঘন করান, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের কৃপা যাচ্ঞা করি।

প্রতি খণ্ডে বেদ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ, মূল, মূলের অর্থবোধক সায়ণ ভাষ্যাংশ এবং মূলানুগত পদ্যানুবাদ থাকিবে। এই বিরাট্ আয়োজনে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অনুকম্পা ও সহমর্মিতা প্রার্থনা করি। আমি পণ্ডিত নই, আমি বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে সংকল্প করিয়াছি। কিন্তু যিনি সকল অঘটন ঘটাইতে পারেন, তাঁহারই কৃপায় এই গ্রন্থ সমাপ্তির কামনা করি।

অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদকে পরমপুরুষের প্রাণের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সায়ণ তাহার সামবেদের ভাষ্যে ঋগ্বেদকে বেদপুরুষের অঙ্গবিভূষণ কঙ্কণাদিসম বলিয়াছেন। ঋগ্বেদ আদি, ইহার প্রাধান্য সর্ব্বত্র স্বীকৃত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাই—

"যদ্বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে শিথিলং তদ্যদৃচা
তদ্দৃঢ়মিতি। ৬।৫।১০

যজু ও সাম যে যজ্ঞ করে তাহা শিথিল, ঋক্ যাহা করে তাহা দৃঢ় হয়। অন্যান্য বেদে ঋকমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ছন্দোগ উপনিষদে নারদ সনৎকুমারকে যখন আপন শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দেন, তখন প্রথমেই ঋগ্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষৎ, তাপনীয়োপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থেও ঋগ্বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাধান্য তাই সর্ব্ব-সম্মত। যজ্ঞে হোতৃ নামক ঋত্বিকেরা ঋক্ উচ্চারণ করিতেন।

ঋগ্বেদ ১০২৮টি সূক্তে গ্রথিত—তন্মধ্যে অষ্টম মণ্ডলের এগারোটি ঋক্ খিল বলিয়া পরিচিত। অর্থাৎ এগারোটি শেষকালে যোড়া হইয়াছে। ঋগ্বেদে মোট ঋক্ সংখ্যা ১০,১৮৫½, শব্দ সংখ্যা ১০৫৩,৮২৬ ও স্বর সংখ্যা ৪৩২০০০। প্রথম মণ্ডলে বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা, শক্তিপুত্র পরাশর, কাণ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ঋষির দৃষ্ট ১৯১টি সূক্ত আছে।

গৃৎসমদ বংশীয় ঋষিগণের দৃষ্ট ৪৩টি সূক্তে দ্বিতীয় মণ্ডল, বিশ্বামিত্র বংশীয় ঋষিগণের দৃষ্ট ৬২টি সূক্তে তৃতীয় মণ্ডল, চতুর্থ মণ্ডলে বামদেব ও তাহার বংশধর ঋষিরা ৫৮টি সূক্ত দর্শন করিয়াছেন, পঞ্চম মণ্ডলের ৮৭টি সূক্ত অত্রি গোত্রের দৃষ্ট, ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫টি ভরদ্বাজ গোত্রের, সপ্তমের ১০৪টি সূক্ত বশিষ্ঠ বংশের, অষ্টম মণ্ডলের ১০৩টি সূক্ত কাণ্ব বংশীয়—ইহার মধ্যে এগারোটি প্রচলিত শাকল সংহিতায় নাই, সায়ণের ভাষ্যেও ইহারা নাই—এই বালখিল্য সূক্তগুলি পরবর্ত্তী কালের রচনা বলিয়া মনে হয়। নবম মণ্ডলে ১১৪টি সূক্ত আছে। সমস্তগুলিই সোমের উদ্দেশে রচিত। সামবেদের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। দশম মণ্ডলের দ্রষ্টা ঋষি নানা—ইহাতে ১৯১ সূক্ত আছে—সকলগুলির দ্রষ্টার নাম পাওয়া যায় না। দশম মণ্ডলকে পণ্ডিতেরা অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে করেন।

মণ্ডল বিভাগ ছাড়া বেদের আর এক প্রকার ভাগ আছে। সমগ্র ঋগ্বেদ আটটি অষ্টকে বিভক্ত—প্রত্যেক অষ্টক আটটি অধ্যায়ে গ্রথিত, প্রত্যেক অধ্যায় গড়ে ষোলটি সূক্তে গ্রথিত। অষ্টক ও অধ্যায় ভাগের তত্ত্ব দুর্নির্ণেয়, কিন্তু এই ভাগে মোটামুটি সমস্ত অংশগুলি সমান হয়। এইজন্যই আমি অষ্টক বিভাগ অনুসারে খণ্ডগুলি প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি।

এই অনুবাদে সাধারণতঃ সায়ণ ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। কারণ সায়ণের ভাষ্যই বেদের বুঝিবার পক্ষে প্রধানতম উপায়। কিন্তু সায়ণের ব্যাখ্যা যেখানে পরিস্ফুট নহে, সেখানে স্কন্দস্বামীর ভাষ্যও লইয়াছি। পশ্চিমের পণ্ডিতদের ব্যাখ্যাও কোথাও কোথাও হয়ত লইয়াছি। মোটের উপর অনুবাদের সমস্ত দায়িত্ব আমারই—আমি যেরূপ বুঝিয়াছি সেইরূপ অনুবাদ করিয়াছি।

শ্রোতার ও পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য অনুসারে একই জিনিষ নানা জনের নিকট নানাভাবে প্রতিভাত হয়। সায়ণ যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বায়ত্ত নহে। বেদের মূলকে বারংবার পাঠ করিয়া এবং বৈদিক সাহিত্যের অন্তঃপ্রমাণের সাহায্যে যে ব্যাখ্যা ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের বেদময়তা পরিস্ফুট করে, সেই ব্যাখ্যাই আদর্শ হওয়া উচিত।

এই পুস্তক পণ্ডিতদের জন্য নয়। ইহার প্রবন্ধগুলিকে তাই পণ্ডিত-দের জন্য কণ্টকিত করি নাই। আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিবার মত বিদ্যা আমার নাই। এই অনুবাদে এবং প্রবন্ধ রচনায় পূর্ব্ব সুধীগণের রচিত প্রবন্ধ ও পুস্তক হইতে মুক্ত হস্তে সাহায্য লইয়াছি। তাহাদের সকলের নিকট আমার গভীর ঋণ স্বীকার করি। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর রচিত ঋগ্বেদই আমার উপজীব্য—তাঁহার গ্রন্থমালার নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী।

এই পুস্তক প্রকাশে ও প্রচারে যে সব বন্ধু ও অন্তরঙ্গের সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের সকলের কথা শ্রদ্ধালু হইয়া স্মরণ করি। ইহার সমস্ত স্খলন ও ত্রুটিকে অনুরাগী পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন। আমি ব্যস্ত মানুষ, স্বল্পাবসর জীবনে যে মহাব্রত গ্রহণ করিলাম তাহাতে পুনরায় সকলের উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। যাঁহারা আশীর্ব্বচন দিয়া লেখককে উৎসাহিত করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই শ্রদ্ধাভিবাদন জানাই।

প্রবর্ত্তক-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীরাধারমণ চৌধুরী উদার সৌজন্যে প্রুফ দেখার সাহায্য করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতা জানাইয়া সন্ন্যাসীর অপমান করিব না। কিন্তু আমার নিজের প্রুফ দেখিবার ত্রুটিতে দুই একটি ভুল হয়ত রহিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। ইহার

ভূমিকা

পরের খণ্ডগুলির নিয়মিত প্রকাশের দায়িত্ব বাংলার ধর্মপ্রাণ গুণানুরাগী পাঠকদের উপর নির্ভর করে। তাহাদের কৃপাদৃষ্টি না পাইলে এই ব্যয় বহুল শ্রমসাধ্য কাজ চালানো কষ্টকর। সাধারণতঃ তিন চারি মাস অন্তর এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবে এই ভরসা করি। বাংলার অর্থসচিব স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

যিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, সেই পরম পুরুষের প্রসাদ ভিক্ষা করি। হে দেবতা, তুমি আমার ধীকে প্রদীপ্ত কর, নির্ম্মল মেধায় মনকে সমৃদ্ধ কর। তোমার চক্ষু সকল কাজে, তোমার কাণ সর্ব্বব্যাপক, তুমি আমার এই আরব্ধ ব্রতে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত কর। আমার গভীর দীনতায়, আমার ব্যাকুল কাতরতায় কর্ণপাত কর। আমার সমস্ত অক্ষমতা ও অপূর্ণতাকে তুমি পূর্ণ কর। হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার দিব্য জ্যোতিতে আমার অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত কর।

শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার, দিবা ও রাত্রি তোমার, তোমারই রূপে নক্ষত্র জ্যোতির্ম্ময়, দ্যাবাপৃথিবী তোমার আজ্ঞাবহ। হে ঈশান্! সর্ব্বলোক তোমার ইচ্ছায় চলে। তুমি সর্ব্বলোকের আদরের ধন, সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্বস্থানে যেন তোমায় অনুভব করি। তুমি আমার এই তুচ্ছ অর্ঘ্য গ্রহণ কর, আমার এই আয়োজন পরিপূর্ণ কর।

ওঁ হরি ওঁ

বুধপ্রভাত, ৬ই জ্যৈষ্ঠ,
১৩৪৯

শ্রীমতিলাল দাশ

বেদস্তুতি

নমো নমো বেদমাতা! ভারতের জ্ঞানখনি!
চিরসাধনার ধন, চির নয়নের মণি!
ঋষির হৃদয়-পদ্মে উঠেছিলে তুমি ফুটি,
সেই হতে আজো সবে চরণে পড়িছে লুটি।
কোন্ সে অতীত দিনে নাহি তার কোনো রেখা,
হৃদয়ে রয়েছে শুধু জ্যোতি কমলের লেখা।
কালের অনন্ত যাত্রা দিয়েছে সকল মুছি,
জ্যোতির্ম্ময় তুমি আছ চির প্রিয়, চির শুচি।
তোমার রহস্য দ্বার খোলো খোলো হে জননী!
নূতন যজ্ঞের লাগি পুনঃ জ্বালিব অরণি,
বিশ্বের বিক্ষুব্ধ চিত্ত চায় আজি শান্তিবারি,
কল্যাণ আশীষ হস্তে তুমি এস তৃষাহারী।
তোমার কলস হ'তে ঢালো সোমধারা ঢালো,
দীপ্ত জ্যোতি প্রজ্ঞাদীপ, মাগো! ঘরে ঘরে জ্বালো।
অমৃতের যে বারতা ঘোষণা করেছ নিত্য
মধুময় স্পর্শে তার কর তৃপ্ত জগচিত্ত।

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। প্রথমোঽনুবাকঃ। প্রথমং সূক্তং।

প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমোঽধ্যায়ঃ। প্রথমো বর্গঃ।

প্রথমং সূক্তম্

প্রথম মণ্ডলস্য প্রথমানুবাকে প্রথমং সূক্তং। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দাঃ। অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য আগ্নেয়সূক্তস্য ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ।

ওঁ॥ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।

হোতারং রত্নধাতমং॥ ১॥

অগ্নিনামকং দেবমীলে স্তৌমি। যজ্ঞস্য পুরোহিতং যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতস্তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথাগ্নিরপি যজ্ঞস্যাপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি। যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্বভাগ আবহনীয়রূপেণাবস্থিতং। দেবং দানাদিগুণযুক্তম্ হোতারমৃত্বিজম্। দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃনামক ঋত্বিগগ্নিরেব। তথাচ শ্রূয়তে। অগ্নির্বৈ দেবানাং হোতেতি। রত্নধাতমং যাগফলরূপাণাং রত্নানামতিশয়েন ধারয়িতারং পোষয়িতারং বা।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।

স দেবাঁ এহ বক্ষতি॥ ২॥

অয়মগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ পুরাতনৈ ভৃগ্বঙ্গিরঃ প্রভৃতিভি ঋষিভিরীড্য স্তুত্যো নূতনৈরুতেদানীন্তনৈরস্মাভিরপি স্তুত্যঃ। সোঽগ্নি স্তুতঃ সন্নিহ যজ্ঞে দেবান্ হবিভুজ আবক্ষতি।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে

যশসং বীরবত্তমং ॥৩॥

যোঽয়ং হোত্রা স্তুত্যোঽগ্নিস্তেনাগ্নিনা নিমিত্তভূতেন যজমানো রয়িং ধনমশ্নবৎ। প্রাপ্নোতি। কীদৃশং রয়িং। দিবেদিবে পোষমেব। প্রতিদিনং পুষ্যমানতয়া বর্দ্ধমানমেব ন তু কদাচিদপি ক্ষীয়মাণং। যশসং দানাদিনা যশোযুক্তং। বীরবত্তমং অতিশয়েন পুত্রভৃত্যাদিবীরপুরুষোপেতং। সতি হি ধনে পুরুষাঃ সম্পদ্যন্তে।

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।

স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

হে অগ্নে ত্বং যং যজ্ঞং বিশ্বতঃ সর্ব্বাসু দিক্ষু পরিভূঃ পরিতঃ প্রাপ্তবানসি স ইৎ স এব যজ্ঞো দেবেষু তৃপ্তিং জনয়িতুং স্বর্গে গচ্ছতি। প্রাচ্যাদি-চতুর্দ্দিগস্বেষাবহনীয়মার্জ্জালীয়-গার্হপত্যাগ্নীধ্রীয়-স্থানেষগ্নিরস্তি। পরিশব্দেন হোত্রীয়াদিধিষ্ণ্যব্যাপ্তির্বিবক্ষিতা। অধ্বরং হিংসারহিতং; নহ্যগ্নিনা সর্ব্বতঃ পালিতং যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি।

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।

দেবোদেবেভিরাগমৎ ॥ ৫ ॥

অয়মগ্নির্দ্দেবোঽন্যৈর্দ্দেবৈর্হবির্ভোজিভিঃ সহাগমৎ। অস্মিন্ যজ্ঞে সমাগচ্ছতু। হোতা হোমনিষ্পাদকঃ। কবিক্রতুঃ কবিশব্দোঽত্র ক্রান্ত-বচনো নতু মেধাবী নাম। ক্রতু প্রজ্ঞানস্য কর্ম্মণো বা নাম। ততঃ ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ ক্রান্তকর্ম্মা বা। সত্য অনৃতরহিতঃ। ফলমবশ্যং প্রযচ্ছতী-ত্যার্থঃ। চিত্রশ্রবস্তমঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবঃ কীর্ত্তিঃ। অতিশয়েন বিবিধকীর্ত্তিযুক্তঃ।

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।

তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬ ॥

অঙ্গাগ্নে হে অগ্নে ত্বং দাশুষে হবির্দত্তবতে যজমানায় তৎপ্রীত্যর্থং যদ্ভদ্রং বিত্তগৃহপ্রজাপশুরূপং কল্যাণং করিষ্যসি তদ্ ভদ্রং তবেৎ। তবৈব সুখহেতুরিতি শেষঃ। হে অঙ্গিরোঽগ্নে। এতচ্চ সত্যং ন স্বত্র বিসম্বাদোঽস্তি। যজমানস্য বিত্তাদিসম্পত্তৌ সত্যামুত্তরক্রত্বনুষ্ঠানেনাগ্নেরেব সুখং ভবতি।

উপত্বাগ্নে দিবেদিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ং।

নমো ভরন্ত এমসি ॥ ৭ ॥

হে অগ্নে বয়মনুষ্ঠাতারো দিবেদিবে প্রতিদিনং দোষাবস্তা রাত্রাবহনি চ ধিয়া বুদ্ধ্যা নমো ভরন্তো। নমস্কারং সম্পাদয়ন্ত উপ সমীপে ত্বেমসি ত্বামাগচ্ছামঃ ॥

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং।

বর্দ্ধমানং স্বে দমে ॥ ৮ ॥

রাজন্তং দীপ্যমানং অধ্বরাণাং রাক্ষসকৃতহিংসারহিতানাং যজ্ঞানাং গোপাং রক্ষকং। ঋতস্য সত্যস্যাবশ্যম্ভাবিনঃ কর্ম্মফলস্য দীদিবিং পৌনঃ পুণ্যেন ভৃশং বা দ্যোতকং। আহুত্যাধারমগ্নিং দৃষ্ট্বা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং কর্ম্মফলং স্মর্য্যতে। স্বে দমে স্বকীয়গৃহে যজ্ঞশালায়াং হবির্ভির্বর্দ্ধমানম্।

স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।

সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে॥ ৯॥

হে অগ্নে স ত্বং নোঽস্মদর্থং সূপায়নঃ শোভনপ্রাপ্তিযুক্তো ভব। তথা নোঽস্মাকং স্বস্তয়ে বিনাশরাহিত্যার্থং সচস্ব সমবেতো ভব। তত্রোভয়ত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা সূনবে পুত্রার্থং পিতা সুপ্রাপঃ প্রায়েণ সমবেতো ভবতি তদ্বৎ॥

প্রথম মণ্ডল

প্রথম সূক্ত

অগ্নি তোমায় পূজা করি, হে পুরোহিত হব্যবাহন !
রত্নধারক ঋত্বিক হোতা, হে দেবতা যজ্ঞ-পাবন ! ১
পূজ্য তুমি পূর্ব্বতনের, পূজেন যত নূতন ঋষি,
হেথায় এস যজ্ঞে মোদের, সুরগণে দেখাও দিশি। ২
অগ্নি যে দেন সার্থকতা, বর্দ্ধমান যা দিনে দিনে
যশের আলোয় দীপ্ত যাহা, পূর্ণ যাহা বীর্য্য চিনে। ৩
যজ্ঞ যথা সকল ধারে পরিবৃত বীর্য্যে তোমার,
হিংসাবিহীন ফল যে তাহার দেবলোকে করে বিহার। ৪
ক্রান্তপ্রজ্ঞ হোতা তুমি, সত্যস্বরূপ, কীর্ত্তিভাজন,
দেব দলের সাথে হেথায়, যজ্ঞ মাঝে লহ আসন। ৫
যোগ্য বটে ভদ্র দেহ হব্যদাতা যজমানে,
হে অঙ্গিরা! ভদ্র যে সেই সত্য চলে তোমার পানে। ৬
স্মরণ করি অগ্নি তোমায়, প্রতি দিনই রাত্রি দিবা,
বুদ্ধি দিয়ে প্রণাম জানাই, দেখতে চেয়ে তোমার বিভা। ৭
তোমায় পাব হিয়ার কাছে, দীপ্তিমন্ত যজ্ঞ পালক !
যজ্ঞশালায় জ্বলছে শিখা, ওগো ঋতের দীপ্তিকারক। ৮
হওহে প্রিয় পিতার মতন, অনায়াসে দর্শনীয় ;
স্বস্তিকাম মোদের পাশে, রওহে তুমি বরণীয়। ৯

প্রথমমণ্ডলং প্রথমোঽনুবাকঃ। দ্বিতীয়ং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।

প্রথমো অধ্যায়ঃ তৃতীয়ো বর্গ

ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ বায়ুর্দেবতা। গায়ত্রী ছন্দঃ। এতস্য বায়বীয়সূক্তস্য প্রাতঃ সবনে বৈশ্বদেবগ্রহাদূর্দ্ধং প্রউগশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

দ্বিতীয়ং সূক্তম্

বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরং কৃতাঃ।

তেষাং পাহি শ্রুধী হবং ॥ ১ ॥

হে দর্শত দর্শনীয় বায়ো কর্ম্মণ্যেতস্মিন্নায়াহি আগচ্ছ। তদর্থমিমে সোমা অরং কৃতাঃ। অভিষবাদিসংস্কারোঽলঙ্কারঃ। তেষাং তান্ সোমান্। যদ্বা তেষামেকদেশমিত্যধ্যাহারঃ। পাহি স্বকীয়ং ভাগং পিব। তৎ-পানার্থং হবমস্মদীয়মাহ্বানং শ্রুধি শৃণু।

বায় উক্থেভির্জরন্তে ত্বামচ্ছা জরিতারঃ।

সুতসোমা অহর্বিদঃ ॥ ২ ॥

হে বায়ো জরিতারঃ স্তোতারঃ ঋত্বিগ্ যজমানাঃ ত্বামচ্ছ ত্বামভিলক্ষ্য উক্থেভিঃ আজ্যপ্রউগাদিশস্ত্রৈ জরন্তে স্তুবন্তি। সুতসোমাঃ অভিষুতেন সোমেনোপেতাঃ অহর্বিদঃ অহঃ শব্দ একেনাহ্না নিষ্পাদ্যে অগ্নিষ্টোমাদি ক্রতৌ বৈদিক ব্যবহারেণ প্রসিদ্ধঃ ক্রত্বভিজ্ঞাঃ।

বায়ো তব প্রপৃঞ্চতী ধেনা জিগাতি দাশুষে।

উরূচী সোমপীতয়ে ॥ ৩ ॥

হে বায়ো তব ধেনা বাক্ সোমপীতয়ে সোমপানার্থং দাশুষে দত্তবন্তং যজমানং জিগাতি গচ্ছতি। হে যজমান ত্বয়া দত্তং সোমং পাস্যানি ইত্যেবং বায়ুর্ব্রূতা। প্রপৃঞ্চতী—প্রকর্ষেণ সোমসম্পর্কং কুর্ব্বন্তী সোমগুণং বর্ণয়ন্তী—উরূচী উরূন্ বহূন্ যজমানান্ গচ্ছন্তি যে যে সোমযাজিনঃ তান্ সর্ব্বান্ বর্ণয়ন্তী।

ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভিরাগতং।

ইন্দবো বামুশন্তি হি ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্রবায়ূ ভবদর্থম্ ইমে সোমাঃ সুতাঃ অভিষুতাঃ। তস্মাদ্ যুবাং প্রয়োভিরন্নৈঃ অস্মভ্যং দাতব্যৈঃ সহোপাগতং ॥ অস্মৎসমীপং প্রত্যাগচ্ছতং হি যস্মাদিন্দবঃ সোমা বাং যুবামুশন্তি কাময়ন্তে। তস্মাদাগমনসূচিতম্।

বায়বিন্দ্রশ্চ চেতথ সুতানাং বাজিনীবসূ।

তাবা য়াতমুপদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

হে বায়ো ত্বমিন্দ্রশ্চ যুবামুভৌ সুতানামভিষুতান্ সোমান্ চেতথঃ জানীথঃ। বাজিনীবসূ বাজোঽন্নং তদ্যস্যাং হবিঃ সন্ততাবস্তি সা বাজিনী। তস্যাং বসত ইতি তৌ বাজিনীবসূ। তৌ যুবাং তথাবিধোদ্রবৎ ক্ষিপ্রমুপসমীপম আয়াতং আগচ্ছতম্।

বায়বিন্দ্রশ্চ সুন্বত আ যাতমুপ নিষ্কৃতং।

মক্ষি্ব ১ ত্থা ধিয়া নরা ॥ ৬ ॥

হে বায়ো ত্বমিন্দ্রশ্চ সুন্বতঃ সোমাভিষবং কুর্ব্বতো যজমানস্য নিষ্কৃতং সংস্কৃতং সংস্কর্ত্তারং বা সোমমুপায়াতং। আগচ্ছতং। নরা হে নরৌ

পুরুষৌ যুবয়োরাগতয়োশ্চ সর্ত্তোধিয়া অমুনা কর্ম্মণা মক্ষু ত্বরয়া সংস্কারঃ সংপৎস্যতে। ইত্থা সত্যম্॥

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণং চ রিশাদসং

ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা॥ ৭॥

অহমস্মিন্ কর্ম্মণি হবিঃপ্রদানায় পূতদক্ষং পবিত্রবলং মিত্রং হুবে। তথা রিশাদসঃ রিশানাং হিংসকাণাম্ অদসং অত্তারং বরুণং হুবে আহ্বয়ামি। ঘৃতং উদকমঞ্চতি ভূমিং প্রাপয়তি যা ধীঃ বর্ষণকর্ম্ম তাং ঘৃতাচীং ধিয়ং সাধন্তা সাধয়ন্তৌ কুর্ব্বন্তৌ।

ঋতেন মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধৌ ঋতস্পৃশা।

ক্রতুং বৃহন্তমাশাথে॥ ৮॥

হে মিত্রাবরুণৌ যুবাং ক্রতুম্ প্রবর্ত্তমানমিমং সোমযাগং আশাথে আনশাথে। ব্যাপ্তবন্তৌ। ঋতেন অবশ্যম্ভাবিতয়া সত্যেন ফলেন। অস্মভ্যং ফলং দাতুমিত্যর্থঃ। ঋতাবৃধৌ ঋতমিত্যুদকণাম সত্যং বা যজ্ঞং বেত্তি যাস্কঃ। উদকাদীনামগুতমস্ত বর্দ্ধয়িতারৌ। অতএব ঋতস্পৃশা উদাকাদীন্ স্পৃশন্তৌ। বৃহন্তং অনেকরূপাঙ্গৈশ্চাতিপ্রৌঢম্।

কবী নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতো উরুক্ষয়া।

দক্ষং দধাতে অপসং॥ ৯॥

মিত্রাবরুণৌ নো অস্মাকং দক্ষং বলম্ অপসং কর্ম্ম চ দধাতে (পোষয়তঃ) কবী মেধাবিনৌ তুবিজাতৌ বহুনামুপকারকতয়া সমুৎপন্নৌ উরুক্ষয়া বহুনিবাসৌ।

দ্বিতীয় সূক্ত

এস বায়ু দর্শনীয় ! অলঙ্কৃত সোমরাশি,
পান কর অংশ তব, প্রার্থনাতে এস হাসি । ১
উকৃথ মন্ত্রে জপছে তোমা সোমরসের অর্ঘ্য দানে,
করছে স্তুতি তোমার লাগি, যজ্ঞতত্ত্ব যারা জানে । ২
সোমরসের গুণমুখর উদ্বেল তব বাক্যরাশি,
সোমযাজী যজমানের বক্ষে জাগায় ফুল্লহাসি । ৩
স্মরণ করি ইন্দ্র বায়ু, এস হেথায় অন্ন সহ,
যাচে দোঁহায় সোমধারা এস মোদের অর্ঘ্য লহ । ৪
উষার মত দীপ্ত দোঁহে আনন্দরস বিশেষ জানো,
ক্ষিপ্রগতি এস দোঁহে, যাজ্ঞিকেরে প্রিয় মানো । ৫
ইন্দ্র বায়ু তোমরা নেতা, সংস্কৃত ঐ সোমসুধা,
ত্বরায় এস আরাধনায়, রসধারায় মিটাও ক্ষুধা । ৬
পূতদক্ষ মিত্রে বরি, শত্রু নাশক বরুণ স্মরি,
বর্ষাধারা ঢালেন যারা, বুদ্ধি দিয়ে রাখেন ধরি । ৭
ঋতস্পৃশ মিত্রাবরুণ তোমরা ঋতের বর্দ্ধয়িতা,
আরব্ধ এ সোমযাগে ব্যাপ্ত কর ঋতের গীতা । ৮
হে মেধাবী মিত্রাবরুণ ! শরণ্য ও লোক পাবন,
পোষণ কর বীর্য্য মোদের, কর্ম্ম মোদের কর ধারণ ।৯

প্রথমং মণ্ডলং প্রথমোঽনুবাকঃ। তৃতীয়ং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চমোবর্গঃ।

তৃতীয়ং সূক্তম্

ঋষিঃ বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ অশ্বিনাবিন্দ্রোবিশ্বেদেবাঃ সরস্বতী দেবতাঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য আশ্বিনসূক্তস্য প্রাতঃ সবনে আশ্বিনে-ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

অশ্বিনা যজ্বরীরিষো দ্রবৎপাণী শুভস্পতী।

পুরুভুজা চনস্যতং ॥ ১ ॥

হে অশ্বিনৌ যুবাম্ ইষো হবির্লক্ষণানি অন্নানি চনস্যতং ইচ্ছতম। ভুঞ্জাথামিত্যর্থঃ। যজ্বরীঃ যাগনিষ্পাদিকাঃ। দ্রবৎপানী হর্বিগ্রহণায় ধাবন্ত্যাং পানিভ্যামুপেতৌ শুভস্পতী শোভনস্য কর্ম্মণঃ পালকৌ পুরুভুজা বিস্তীর্ণভুজৌ বহুভোজিনৌ বা।

অশ্বিনা পুরুদংসসা নরা শবীরয়া ধিয়া।

ধিষ্ণ্যা বনতং গিরঃ ॥ ২ ॥

অশ্বিনা, হে অশ্বিনৌ যুবাং গিরোঽস্মদীয়া স্তুতীঃ। ধিয়া আদরযুক্তয়া বুদ্ধ্যা বনতং সম্ভজতং স্বীকুরুতম্। পুরুদংসসা বহু কর্ম্মাণৌ নরা নেতারৌ ধিষ্ণ্যা ধাবযুক্তৌ বুদ্ধিমন্তৌ বা। শবীরয়া গতিযুক্তয়া অপ্রতিহত প্রসরয়া।

দস্রা যুবাকবঃ সুতা নাসত্যা বৃক্তবর্হিষঃ।

আয়াতং রুদ্রবর্ত্তনী ॥৩॥

হে অশ্বিনৌ আয়াতম্ অস্মিন কর্ম্মণি আগচ্ছতম্। সুতা যুষ্মদর্থং সোমা অভিষুতাঃ তান্ স্বীকর্ত্তুমিতি শেষঃ। দস্রা শত্রুণামুপক্ষয়িতারৌ যদ্বা দেববৈদ্যত্বেন রোগাণামুপক্ষয়িতারৌ অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ ইতি শ্রুতেঃ। নাসত্যা অসত্যমনৃতভাষণং তদ্‌রহিতৌ অত্র যাস্কঃ— সত্যাবেব নাসত্যাবিতি ঔর্ণবাভঃ। সত্যস্য প্রণেতারৌ ইতি আগ্রয়ণঃ। রুদ্রবর্ত্তনী—রুদ্রশব্দস্য রোদনং প্রবৃত্তিনিমিত্তং যদরোদৎ তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্ব-মিতি তৈত্তিরীয়াঃ। তদ্ যদ্ রোদয়ন্তি তস্মাৎ রুদ্র ইতি বাজসনেয়িনঃ। রুদ্রাণাং শত্রুরোদন কারিণাং শূরভটানাং বর্ত্ত-নির্ম্মার্গো ঘাটীরূপো যয়োস্তৌ রুদ্রবর্ত্তনী। যথা শূরা ঘাটীমুখেন শত্রুন্ রোদয়তি তদ্বতেতৌ।

ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো সুতা ইমে ত্বায়বঃ।

অণ্বীভিস্তনা পূতাসঃ ॥৪॥

চিত্রভানো চিত্রদীপ্তে হে ইন্দ্র অস্মিন্ কর্ম্মণি আয়াহি আগচ্ছ। সুতা অভিষুতা ইমে স্তোমাঃ ত্বায়বঃ ত্বাং কাময়মানা বর্ত্তন্তে। অণ্বীভিঃ ঋত্বিজামঙ্গুলিভিঃ সুতাঃ এতে সোমো তনা নিত্যং পূতাসঃ পূতাঃ শুদ্ধা দশাপবিত্রত্বেন শোধিতত্বাৎ।

ইন্দ্রায়াহি ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ সুতাবতঃ।

উপব্রহ্মাণি বাঘতঃ ॥৫॥

ইন্দ্র ত্বম্ আয়াহি অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ। বাঘতঃ ঋত্বিজো ব্রহ্মাণি বেদরূপাণি স্তোত্রাণি উপেতুম্ ধিয়া অস্মদীয়য়া প্রজ্ঞয়া ইষিতঃ প্রাপ্তঃ।

অস্মাদ্ ভক্ত্যা প্রেরিতঃ ইত্যর্থঃ। বিপ্রজূতঃ যথা যজমানভক্ত্যা প্রেরিতঃ তথাঽন্যৈরপি বিপ্রৈঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রেরিতঃ। সুতাবত— অভিষুত সোমযুক্তস্য।

ইন্দ্রায়াহি তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ।

সুতে দধিষ্ব নশ্চনঃ ॥৬॥

হরিশব্দ ইন্দ্র সম্বন্ধিনোরশ্বয়োর্নামধেয়ং। হরী ইন্দ্রস্য রোহিতঽগ্নেরিতি তদীয়াশ্ব নামত্বেন পঠিতত্বাৎ। হে হরিবঃ অশ্বযুক্তেন্দ্র তং ব্রহ্মাণি উপেতুমায়াহি। তূতুজানঃ—ত্বরমানঃ আগত্য চাস্মিন্ সুতে সোমাভিষব-যুক্তে কর্ম্মণি নোঽস্মদীয়ং চনোঽন্নং হবির্লক্ষণং দধিষ্ব ধারয়, স্বীকুরু।

ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বেদেবাস আ গত।

দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতং ॥৭॥

হে বিশ্বদেবাস এতন্নামকা দেববিশেষাঃ। দাশুষো হবির্দত্তবতো যজমানস্য সুতমভিষুতং সোমং প্রত্যাগত আগচ্ছত। তে চ দেবা ওমাসঃ রক্ষকাঃ চর্ষনীধৃতো মনুষ্যানাং ধারকাঃ। দাশ্বাংসঃ ফলস্য দাতারঃ।

বিশ্বে দেবাসো অপ্‌ তুরঃ সুতমাগন্ত তূর্ণয়ঃ।

উস্রা ইব স্বসরাণি ॥৮॥

বিশ্বদেবাসঃ সুতম সোমম্ আগন্ত আগচ্ছন্ত। অপ্‌ তুরঃ তত্তৎকাল বৃষ্টিপ্রদা ইত্যর্থঃ। তূর্ণাঃ ত্বরাযুক্তা যজমানমনুগ্রহীতুমালস্যরহিতা ইত্যর্থঃ। উস্রাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ স্বসরাস্যহানি প্রত্যালস্যারহিতা যথা সনাগচ্ছন্তি তদ্বৎ।

বিশ্বে দেবাসো অস্রিধ এহিমায়াসো অদ্রুহঃ।

মেধং জুষন্ত বহ্নয়ঃ ॥৯॥

বিশ্বেদেবাসো মেধং হবির্যজ্ঞসম্বন্ধং জুষন্ত সেবন্তাং। অস্রিধঃ ক্ষয়রহিতা শোষরহিতা বা। এহিমায়াসঃ। সর্ব্বতো ব্যাপ্তপ্রজ্ঞাঃ। যদ্বা সৌচীকমগ্নিমপ.সু প্রবিষ্টমেহি মা যাসীরিতি যদা রোচন্ তদনুকরণহেতু কোহয়ং বিশ্বেষাং, দেবানাং, ব্যাপদেশ এহিমায়াস ইতি। অদ্রুহঃ দ্রোহরহিতাঃ বহ্নয়ঃ বোঢারঃ ধনানাং প্রাপয়িতারঃ।

পাবকা ন সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।

যজ্ঞংবষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥১০॥

সরস্বতী দেবী বাজেভিঃ হবির্লক্ষনৈঃ অন্নৈর্নিমিত্তভূতৈঃ। যদ্বা যজমানেভ্যঃ দাতব্যৈরন্নৈর্নিমিত্তভূতৈঃ নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং বষ্টু কাময়তাং। কাময়িত্বা চ নির্ব্বহতু। তথাচ আরণ্যক কাণ্ডে শ্রুত্যৈব ব্যাখাতং। যজ্ঞং বষ্টিতি যদাহ যজ্ঞং বহতু ইত্যেব তদাহেতি। পাবকা শোধয়িত্রী বাজিনীবতী অন্নবৎ ক্রিয়াবতী ধিয়াবসু কর্ম্মপ্রাপ্যধননিমিত্তভূতা।

চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাং।

যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥১১॥

সুনৃতানাং প্রিয়াণাং সত্যবাক্যনাং চোদয়িত্রী প্রেরয়িত্রী সুমতীনাং শোভনবুদ্ধিযুক্তানাং অনুষ্ঠাতৃণাম চেতয়ন্তী তদীয়মনুষ্ঠেয়ং জ্ঞাপয়ন্তী। যা সরস্বতী সেয়মিয়ং যজ্ঞং দধে।

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা।

ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি ॥১২॥

দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহদেবতা নদীরূপা চ। তত্র পূর্ব্বাভ্যাম্ ঋগ্ভ্যাম্ বিগ্রহবতী প্রতিপাদিতা। অনয়া তু নদীরূপা প্রতিপাদ্যতে। সরস্বতী কেতুনা কর্ম্মণা প্রবাহরূপেন মহো অর্ণঃ প্রভূতমুদকং প্রচেতয়তি। প্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়তি। কিঞ্চ স্বকীয়েন দেবতারূপেণ বিশ্বা ধিয়ঃ সর্ব্বাণি অনুষ্ঠাতৃ প্রজ্ঞানানি বিরাজতি, বিশেষেণ দীপয়তি। অনুষ্ঠানবিষয়া বুদ্ধীঃ সর্ব্বদোৎপাদয়তি। সরস্বত্যা দ্বিরূপত্বং যাস্কো দর্শয়তি। তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদীবদ্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তীতি। যাস্ক:—মহদর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি প্রজ্ঞাপয়তি কেতুনা কর্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বেমানি চ সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানানি অভিবিরাজতি।

তৃতীয় সূক্ত

তোমরা দোঁহে হে অশ্বিনী ! শুভপালক ধাবৎপানি !
গ্রহণ কর যাগের হবি, ধন্য কর কাম্য দানি ।১
তোমরা দোঁহে বহুকর্ম্মা নেতৃযুগল দেব গেহে
গ্রহণ কর স্তুতি মোদের, দোঁহার অবাধ অগাধ স্নেহে ।২
সত্যস্বরূপ ভিষক্ দোঁহে, বীর্য্যে সদা শত্রুজিত,
এস পিতে সোমের ধারা অমূল কুশে আচ্ছাদিত ।৩
চিত্রকান্তি ইন্দ্র এস যজ্ঞ কাজে হোক হে রুচি,
সূক্ষ্মরূপে পাতন করি সোমরসে করছে শুচি ।৪
প্রজ্ঞা দিয়ে পেলেম তোমায়, অভিযুত সোমরসে,
দ্রষ্টা বিপ্র জানে তোমায়, এস হেথায় মন্ত্রবশে ।৫
দিব্য অশ্বে ত্বরায় এস, মন্ত্র মোদের গ্রহণ কর,
সোমযাগের কর্ম্মে মোদের আহুত ঐ হবি ধর ।৬
যাজক ঢালে সুত সোমে বিশ্বেদেবা এস যাগে,
তোমরা দাতা, শোকের পাতা, দুঃখী মানুষ রক্ষা মাগে ।৬
বৃষ্টিপ্রদ হে দেবতা ! ত্বরায় এস যজ্ঞশালে,
নিরলস সূর্য্য যেমন, দিকে দিকে কিরণ ঢালে ।৮
ক্ষয়-রহিত ব্যাপ্ত-প্রজ্ঞ পুণ্য কর যজ্ঞশালা,
দ্রোহবিহীন তোমরা দাতা, সেবা করুন হবির থালা ।৯

হে পাবনী সরস্বতী, তুমি মাতা অন্নবতী,
দেহ মা ফল যথাযোগ্য, বিজয়সহ এস সতী ।১০
সুনৃত বাক্ দাও মা তুমি চেতন কর শুভমতি,
আজকে মোদের যজ্ঞে এস, হে জননী সরস্বতী ।১১
নদীরূপা ধারা তোমার বিশ্বে ছড়ায় জলরাশি,
দেবীরূপা হে জননী, দাও সবারি ধী-প্রকাশি ।১২

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। চতুর্থং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ সপ্তমাষ্টমৌ দ্বৌ বর্গৌ।

চতুর্থং সূক্তম্।

ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ। ইন্দ্রোদেবতা অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেব শস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

সুরূপকৃত্নুমূতয়ে সুদুঘামিব গোদুহে।

জুহূমসি দ্যবিদ্যবি ॥১॥

সুরূপকৃত্নুম্ শোভনরূপোপেতস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারম্ ইন্দ্রম্ ঊতয়ে অস্মদ্রক্ষণার্থং দ্যবিদ্যবি প্রতিদিনং জুহূমসি আহ্বয়ামঃ। আহ্বানে দৃষ্টান্তঃ —গোদুহে গোধুগর্থং সুদুঘাং দোগ্ধ্রীং গামিব। যথা লোকে গোর্দো দোগ্ধা তদর্থং তস্যাভিমুখ্যেন দোহনীয়াং গাম্ আহ্বয়তি তদ্বৎ।

উপ নঃ সবনা গহি সোমস্য সোমপাঃ পিব।

গোদা ইদ্ রেবতো মদঃ ॥২

হে সোমপাঃ সোমস্য পাতা ইন্দ্র সোমং পাতুং নঃ অস্মদীয়ানি সবনা ত্রীণি সবনানি প্রতি উপ সমীপে আগহি আগচ্ছ। আগত্য চ সোমস্য সোমং পিব। রেবতো ধনবতস্তব মদো গোদা ইৎ গোপ্রদ এব ত্বয়ি হৃষ্টে সতি অস্মাভির্গাবো লভ্যন্তে ইত্যর্থঃ॥

অথা তে অন্তমানাং বিদ্যাম সুমতীনাং।

মা নো অতিখ্য আগহি ॥৩॥

অথ সোমপানানন্তরং হে ইন্দ্র তে তব অন্তমানামন্তিকতমানামতিশয়েন সমীপবর্ত্তিনাং সুমতীনাং শোভনমতিযুক্তানাং শোভনপ্রজ্ঞানাং পুরুষাণাং মধ্যে স্থিত্বা বিদ্যাম। বয়ং ত্বাং জানীয়াম। যদ্বা সুমতীনাং শোভনবুদ্ধীনাং কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়াণাং লাভার্থমিত্যধ্যাহারঃ। বুদ্ধিলাভায় ত্বাং স্মরেমেতর্থঃ। ত্বমপি নোঽতি মাখ্যঃ অস্মানতিক্রম্যান্যৈষাং তৎস্বরূপং মা প্রকথয়। কিন্তু আগহি অস্মানেবাগচ্ছ ॥

পরেহি বিগ্রমস্তৃতমিন্দ্রং পৃচ্ছাবিপশ্চিতং।

যস্তে সখিভ্য আবরং ॥৪॥

অত্র যজমানং প্রতি হোতা ব্রুতে। হে যজমান ত্বমিন্দ্রং পরেহি। ইন্দ্রস্য সমীপে গচ্ছ। গত্বা চা বিপশ্চিতং মেধাবিনম্ হোতারং মাং পৃচ্ছ। অসৌ হোতা সম্যক্ স্তুতবান্ নবেত্যেবং প্রশ্নং কুরু। য ইন্দ্রস্তে তব যজমানস্য সখিভ্যো ঋত্বিগ্‌ভ্যো বরং শ্রেষ্ঠং ধনং পুত্রাদিকমাসমন্তাৎ প্রযচ্ছতি। বিগ্রং মেধাবিনং অস্তৃতং অহিংসিতম্।

উত ব্রুবন্তু নো নিদো নিরন্যতশ্চিদারত।

দধানা ইন্দ্র ইন্দ্‌বঃ ॥৫॥

নোঽস্মাকং সম্বন্ধিন ঋত্বিজ ইতি শেষঃ। তে ব্রুবন্তু। ইন্দ্রং স্তুবন্তু। উৎ অপিচ হে নিদো নিন্দিতারঃ পুরুষা নিবারত। ইতোদেশান্নির্গচ্ছত। অন্যতশ্চিৎ অন্যস্মাদপি দেশান্নির্গচ্ছত। ইন্দ্রে দুবঃ পরিচর্য্যাং দধানাঃ—কুর্ব্বাণাঃ।

উত নঃ সুভগাঁ অরির্বোচেয়ুর্দস্ম কৃষ্টয়ঃ।

স্যামেদিন্দ্রস্য শর্ম্মনি॥ ৬॥

হে দস্ম শত্রূণামুপক্ষয়িতরিন্দ্র ত্বদনুগ্রহাদরিকত শত্রবোঽপি নোঽস্মান সুভগান্ শোভনধনোপেতান্ বোচেয়ুঃ উচ্যাসুঃ। কৃষ্টয়ো মনুষ্যাঃ অস্মন্মিত্রভূতা বদন্তীতি কিমুবক্তব্যমিতি শেষঃ। ততো ধনসম্পন্না বয়মিন্দ্রস্য কর্ম্মণি ইন্দ্রপ্রসাদলব্ধে সুখে স্যামেৎ ভাবেমৈব।

এমাশুমাশবে ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং।

পতয়ন্ মন্দয়ৎসখং॥ ৭॥

হে যজমান! আশবে কৃৎস্নসোমযাগব্যাপ্তায় ইন্দ্রায় ঈম আভর ইমং সোমং আহর। আশু সবনত্রয়ব্যাপ্তং যজ্ঞশ্রিয়ং যজ্ঞস্য সম্পত্ত্রূপং নৃমাদনং নৃণাম্ ঋত্বিগ্ যজমানানাং হর্ষহেতুং পতয়ৎ পতয়ন্তং কর্ম্মণি প্রাপ্নুবন্তং। মন্দয়ৎসখং য ইন্দ্রো মন্দয়তি যজমানান্ হর্ষয়তি তস্মিন্নিন্দ্রে সখিভূতোঽয়ং সোমঃ তৎপ্রীতিহেতুত্বাৎ তৃপ্তিহেতুত্বাদ্বা।

অস্য পীত্বা শতক্রতো ঘনো বৃত্রাণামভবঃ।

প্রাবো বাজেষু বাজিনং ॥ ৮ ॥

হে শতক্রতো বহুকর্মযুক্তেন্দ্র ত্বমস্য সোমস্য সম্বন্ধিনমংশং পীত্বা বৃত্রাণাং বৃত্রনামকাসুরপ্রমুখানাং শত্রূণাং ঘনোঽভবঃ হন্তা ভূঃ। ততো বাজেষু সংগ্রামেষু বাজিনং সংগ্রামবন্তং স্বভক্তং প্রাবঃ প্রকর্ষেণ রক্ষিতবানসি।

তং ত্বা বাজেষু বাজিনং বাজয়ামঃ শতক্রতো।

ধনানামিন্দ্র সাতয়ে ॥ ৯ ॥

হে শতক্রতো বহুকর্মযুক্ত যদ্বা বহুপ্রজ্ঞানযুক্তেন্দ্র ধনানাং সাতয়ে সম্ভজনার্থং বাজেষু যুদ্ধেষু বাজিনং বলবন্তং ত্বা পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত গুণযুক্তং ত্বাং বাজয়ামঃ। অন্নবন্তং কুর্ম্মঃ।

যো রায়ো ঽবনি মহান্ৎ সুপারঃ সুন্বতঃ সখা।

তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ১০ ॥

য ইন্দ্রো রায়ো ধনস্য অবনীরক্ষকঃ স্বামী বা তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত। হে ঋত্বিজস্তৎ প্রীত্যর্থং স্তুতিং কুরুত। মহান্ গুণৈরধিকঃ সুপারঃ সুষ্ঠু কর্ম্মণঃ পূরয়িতা। সুন্বতো যজমানস্য সখা সখিবৎপ্রিয়ঃ।

চতুর্থ সূক্ত

দুগ্ধবতী গাভী যেমন ডাকে দোহক দুগ্ধদোহে,
দিনে দিনে রক্ষা লাগি ডাকব তোমা ইন্দ্র ওহে। ১

সোমপায়ী হে মঘবা ! এস সোমযাগের ক্ষণে,
ধনী তুমি কৃপা করে' গোধন দেহ হৃষ্ট মনে। ২

বসবে তুমি সুধা পিয়ে অন্তরঙ্গ সুধী দলে,
করো নাকো মোদের হেলা, এস মোদের যজ্ঞস্থলে। ৩

সবার চেয়ে বন্ধু যিনি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে,
স্বয়ংজেতা ইন্দ্র কবি শরণ লহ নম্র প্রাণে। ৪

সেবা কর ইন্দ্র দেবের কর তাহার আরাধনা,
দূরিত হোক নিন্দুকেরা, দেশান্তরে দিক হে হানা। ৫

অরিন্দম তোমার বরে শত্রু জনে হিংসা করে,
ভাগ্য মোদের প্রশস্য যে, মিত্রবলে গর্ব্ব ভরে। ৬

সবন ত্রয়ে শোভে যে সোম, হৃষ্ট করে, শ্রী দেয় যাগে,
অর্ঘ্য দেহ প্রিয় সে সোম, যজ্ঞ-ব্যাপক দেবের আগে।

পুষ্ট হয়ে সোমরসে হয়েছিলে বৃত্রজয়ী,
দিয়েছিলে শতক্রতু ভক্ত জনে রক্ষারয়ি।

চিত্রকর্ম্মা হে দেবতা রণে তোমার সহায় যাচি
ধনের লাগি অর্পি হবি, তোমার কৃপায় আমরা বাঁচি।

ধনের যিনি মহান্ স্বামী শুভ যাহার কৃপা জানে
কর্ম্ম যাহার শোভন অতি, বন্দ তারে গানে গানে।

প্রথম মণ্ডলং দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ। পঞ্চমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। নবমো বর্গঃ।

পঞ্চমং সূক্তম্

ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ। ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

আত্বেতা নিষীদতেন্দ্র মভি প্রগায়ত।
সখায়ঃ স্তোমবাহসঃ ॥ ১ ॥

হে সখায়ঃ ঋত্বিজঃ ক্ষিপ্রমস্মিন্ কর্ম্মণি ইত্যেত আগচ্ছতাগচ্ছত। আদরার্থোঽভ্যাসঃ। আগত্য চ নিষীদত উপবিশত। উপবিশ্য চৈন্দ্রমভিপ্রগায়ত। সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ স্তুতঃ। কীদৃশাঃ সখায়ঃ—স্তোম-বাহসঃ ত্রিবৃৎ পঞ্চদশৈকবিংশাদিস্তোমান্ অস্মিন্ কর্ম্মণি বহন্তি প্রাপয়ন্তি।

পুরূতমং পুরূনামীশানং বার্য্যানাং।
ইন্দ্রং সোমে সচাসুতে ॥ ২ ॥

হে সখায়ঃ ঋত্বিজঃ সচা যূয়ং সর্ব্বৈঃ সহ যদ্বা সচা পরস্পর সমবায়েন সুতে অভিষুতে সোমে প্রবৃত্তে সতীন্দ্রমভিপ্রগায়ত। পুরূতমং বহুং শত্রূন্ তময়তি গ্লাপয়তি ইতি পুরূতমঃ। পুরূণাং বহূনাং বার্য্যাণাং বরণীয়ানাং ধনানামীশানং স্বামিনং ॥

স ঘা নো যোগ আ ধভুবৎ স রায়ে স পুরন্ধ্যাং।

গমদ্বাজেভিরা স নঃ ॥ ৩ ॥

স ঘ স এবেন্দ্রঃ পূর্ব্বোক্ত-গুণবিশিষ্টো নোঽস্মাকং যোগে পূর্ব্বমপ্রাপ্তস্য পুরুষার্থস্য সম্বন্ধে আভুবৎ আভবতু। পুরুষার্থং সাধয়িত্বত্যর্থঃ। স এব রায়ে ধনার্থমাভুবৎ। আভবতু স এব পুরন্ধ্যাং যোষিত্যাভুবৎ। যদ্বা বহুবিধায়াং বুদ্ধাবাভূবৎ ॥

যস্য সংস্থে ন বৃণ্বতে হরী সমৎসু শত্রবঃ।

তস্মা ইন্দ্রায় গায়ত ॥ ৪ ॥

সমৎসু যুদ্ধেষু যস্যেন্দ্রস্য সংস্থে রথে যুক্তৌ হরী দ্বাবশ্বৌ শত্রবো ন বৃণ্বতে ন সম্ভজন্তে। রথমশ্বৌ চ দৃষ্টা পলায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তস্মা ইন্দ্রায় তৎসন্তোষার্থং হে ঋত্বিজো গায়ত স্তুতিং কুরুত।

সুত পাবে সুতা ইমে শুচযো যন্তি বীতয়ে

সোমাসো দধ্যাশিরঃ ॥ ৫ ॥

ইমে সোমাসঃ অস্মিন্ কর্ম্মণি সম্পাদিতাঃ সোমাঃ সুতপাবে অভিষুতস্য সোমস্য পানকর্ত্রে। তস্যপাতুর্বীতয়ে ভক্ষণার্থং যন্তি। তমেব প্রাপ্নুবন্তি। সুতাঃ অভিষুতাঃ শুচয়ঃ দশাপবিত্রেণ শোধিতত্বাৎ শুদ্ধাঃ

দধ্যাশিরঃ অবনীয়মানং দধ্যাশীর্দোষঘাতকং যেষাং সোমানাং তে দধ্যাশিরঃ।

ত্বং সুতস্য পীতয়ে সদ্যো বৃদ্ধো অজায়থাঃ।
ইন্দ্র জ্যৈষ্ঠায় সুক্রতোঃ ॥ ৬ ॥

সুক্রতো শোভনকর্ম্মন্ শোভনপ্রজ্ঞ বা হে ইন্দ্র ত্বং সুতস্য অভিষুতস্য সোমস্য পীতয়ে পানার্থং জ্যৈষ্ঠায় দেবেষু জ্যেষ্ঠত্বার্থং চ সদ্যস্তস্মিন্নেব ক্ষণে বৃদ্ধোঽজায়থাঃ অভিবৃদ্ধোৎসাহেন যুক্তোঽভূঃ।

আ ত্বা বিশন্ত্বাশবঃ সোমাস ইন্দ্র গির্ব্বণঃ।
শন্তে সন্তু প্রচেতসে ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র ত্বং ত্বাং সোমাসঃ সোমা আবিশন্তু। আভিমুখ্যেন প্রবিশন্তু। আশবঃ সবনত্রয়ে প্রকৃতিবিকৃত্যো্র্বা ব্যাপ্তিমন্তঃ। গির্বণঃ গীর্ভিঃ স্তুতিভিঃ সংভজনীয়ো দেববিশেষঃ॥ তথাবিধ হে ইন্দ্র তে তব প্রচেতসে প্রকৃষ্ট জ্ঞানায় শং সুখরূপাঃ সোমা সন্তু।

ত্বাং স্তোমা অবীবৃধন্ ত্বামুকথা শতক্রতো।
ত্বাং বর্দ্ধন্তু নো গিরঃ ॥ ৮ ॥

সায়ণ:—হে শতক্রতো বহুকর্ম্মন্ বহুপ্রজ্ঞ। ত্বাং স্তোমাঃ সামগানাং স্তোত্রাণি অবীবৃধন্ বর্দ্ধিতবন্তি। তথা বহ্বৃচানামুকথা শস্ত্রাণি ত্বামবীবৃধন্। যস্মাৎ পূর্ব্বমেবমাসীৎ তস্মাদিদানীমপি নোঽস্মাকং গিরঃ স্তুতয়স্ত্বাং বর্দ্ধন্তু বর্দ্ধায়ন্তু অতিবৃদ্ধঃ কুর্ব্বন্তু।

অক্ষিতোতিঃ সনেদিমং বাজমিন্দ্র সহস্রিনং।

যস্মিন বিশ্বানি পৌংস্যা ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র ইমং বাজং সোমরূপমন্নং সনেৎ সংভজেৎ। অক্ষিতোতি অহিংসিতরক্ষণঃ সহস্রিণং প্রকৃতৌ বিকৃতিষু চ প্রবর্ত্তমানত্বেন সহস্র-সংখ্যাযুক্তং। যস্মিন্ বাজে বিশ্বানি সর্ব্বাণি পৌংস্যা পুংস্তানি বলানি বর্ত্তন্তে তাদৃশম্ বাজম।

মা নো মর্তা অভি দ্রুহন্ তনুনামিন্দ্র গির্বণঃ।

ঈশানো যবয়া বধং ॥ ১০ ॥

হে গির্ব্বণ ইন্দ্র মর্ত্তা বিরোধিনো মনুষ্যা নোঽস্মদীয়ানাং তনূনাং শরীরাণাং মাভিদ্রুহন্। অভিতো দ্রোহং মা কুর্য্যুঃ। ঈশানঃ সমর্থস্তং বধং বৈরিভিঃ সম্পাদ্যমানং যবয়। অস্মত্তঃ পৃথক্ কুরু।

পঞ্চম সূক্ত

স্তোত্র গায়ক বন্ধু স্বজন, তোমরা সখা কর্ম্মে আমার,
ইন্দ্রদেবের স্তুতি গানে মুখর কর দিক্-পাথার। ১
তোমরা গাহ জয়স্তুতি, অরিন্দম ইন্দ্র লাগি,
বরণীয় ধনের স্বামী, সুতসোমে তোমায় মাগি। ২
সাধন কর পুরুষার্থ, বিত্ত দেহ, বুদ্ধি জাগাও,
হে দেবতা হেথায় এস, অন্ন দিয়ে চিত্ত মাতাও। ৩
রথের অশ্ব দেখি যাহার রিপু জনের কাঁপে বহর,
সাম গায়ক এস সখা, ছড়িয়ে দাও গানের লহর। ৪
এই যে শুচি সোম ধারা সুবাসিত দধিদামে
শোধিত তা পানের লাগি, চলছে তারা তাহার পানে। ৫
তুমি হ'বে সোমপায়ী সুরজনের মাঝে ঋদ্ধ
হে সুক্রতু তাইত তুমি জন্ম হতেই হ'লে বৃদ্ধ। ৬
স্তবনীয় হে মঘবা ! অর্ঘ্য লহ সোমরাশি,
সোম পিয়ে হও হে সুখী, প্রজ্ঞানেতে জাগ হাসি। ৭
ঋদ্ধ হলে সাম গানে, মন্ত্রে হলে প্রতিষ্ঠিত,
স্তুতি মোদের শতক্রতু ! করুক তোমা বিবর্দ্ধিত। ৮
অন্ন যাহা পৌরুষেরি সহস্রশঃ কর সেবা
রক্ষাদানে নও বিরত, হেলা তোমায় করবে কেবা ? ।৯
মর্ত্ত্য মানুষ হিংসা করে বারণ কর দ্রোহ যত
ঈশান তুমি অরিন্দম রক্ষা কর অবিরত। ১০

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ ষষ্ঠং সূক্তং প্রথমোঽষ্টকঃ।
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। একাদশো বর্গঃ।

ষষ্ঠং সূক্তম্

ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ। ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। এতস্য ইন্দ্রসূক্তস্য প্রাতঃ সবনে বৈশ্বদেব শস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি ॥১॥

ইন্দ্রোহি পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ। পরমৈশ্বর্য্যং চাগ্নিবায়্বাদিত্যনক্ষত্ররূপেণাবস্থানাদুপপদ্যতে। ব্রধ্নমাদিত্যরূপেণাবস্থিতং। অরুষং। হিংসকরহিতাগ্নিরূপেণাবস্থিতং। চরন্তং। বায়ুরূপেন সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রং পরিতস্থুষঃ পরিতোঽবস্থিতা লোকত্রয়বর্ত্তিনঃ প্রাণিনো যুঞ্জন্তি। স্বকীয়ে কর্ম্মণি দেবতাত্বেন সংবদ্ধং কুর্ব্বন্তি। তস্যৈবেন্দ্রস্য মূর্ত্তিবিশেষভূতা রোচনা নক্ষত্রাণি দিবি দ্যুলোকে রোচন্তে। প্রকাশন্তে। অস্য মন্ত্রস্যোক্তার্থপরত্বং ব্রাহ্মণান্তরে ব্যাখ্যাতং। যুঞ্জন্তি ব্রধ্নামিত্যাহ। অসৌ বা আদিত্যো ব্রধ্নঃ। আদিত্যমেবাস্মৈ যুনক্তি। অরুষমিত্যাহ। অগ্নির্বা অরুষঃ। অগ্নিমেবাস্মৈ যুনক্তি। পরিতস্থুষঃ ইত্যাহ। ইমে বৈ লোকাঃ পরিতস্থুষঃ। ইমানেব লোকানস্মৈ যুনক্তি রোচন্তে রোচনা দিবীত্যাহ। নক্ষত্রাণি বৈ রোচনা দিবি। নক্ষত্রাণ্যেবাস্মৈ রোচয়ন্তীতি। পঞ্চবিংশতি সংখ্যাকেষু মহন্নামসু মহো ব্রধ্ন ইতি পঠিতং। আদিত্যস্যাপি মহত্বাদেব ব্রধ্নত্বং ॥

যুঞ্জন্ত্যস্য কাম্যা হরী বিপক্ষসা রথে।

শোণা ধৃষ্ণূ নৃবাহসা ॥২॥

অস্য ব্রহ্মাদি প্রতিপাদ্যস্যাদিত্যাদিমূর্ত্তিভিস্তত্র তত্রাবস্থিতস্যেন্দ্রস্য রথে হরী এতন্নামানৌ দ্বাবশ্বৌ সারথয়ো যুঞ্জন্তি। কাম্যা কাময়িতব্যৌ। বিপক্ষসা—বিবিধে পক্ষসী রক্ষস্য পার্শ্বৌ যয়োরশ্বয়োস্তৌ বিপক্ষসৌ। রথস্য দ্বয়োঃ পার্শ্বয়ো যোজিতাঃ। শোনা রক্তবর্ণৌ ধৃষ্ণূ প্রগল্‌ভৌ নৃবাহসা নৃণাং পুরুষানাং ইন্দ্র তৎসারথি প্রমুখানাং বোঢারৌ।

কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে।

সমুষদ্ভির জায়থাঃ ॥৩॥

হে মর্য্যা মনুষ্যা ইদমাশ্চর্য্যং পশ্যতিত্যধ্যাহারঃ। আদিত্যরূপোহয়মিন্দ্র উষদ্ভি দাহকৈ রশ্মিভিঃ প্রতিদিনমুষঃ কালৈব সংভূয়াজায়থাঃ। উদপদ্যত। অপেশসে রাত্রৌ নিদ্রাভিভূতত্বেন প্রজ্ঞানরহিতায় প্রাণিণে কেতুং কৃন্বন্ প্রাতঃ প্রজ্ঞানং কুর্ব্বন্। আপেশসে রাত্রাবন্ধকারাবৃতত্বেন অনভিব্যক্তত্বাদ্ রূপরহিতায় পদার্থায় প্রাতরন্ধকারনিবারণেন পেশোরূপমভিব্যজ্যমানং কুর্ব্বন্।

আদহ স্বধামনু পুনগর্ভত্বমেরিরে।

দধানা নাম যজ্ঞিয়ং ॥৪॥

আদহ বর্ষর্ত্তোরনন্তরম স্বধামনু ইতঃপরং জনিষ্যমানং অন্নমুদকম্ বাহুলক্ষ্য মরুতো দেবা গর্ভত্বমরিরে—মেঘ মধ্যে জলস্য গর্ভাকারং প্রেরিতবন্তঃ। জলস্য কর্ত্তারং পর্জ্জন্যং প্রেরিতবন্তঃ। প্রতি সম্বৎসরমেহং কুর্ব্বন্তীতি দর্শয়িতম্ পুনঃ শব্দঃ প্রযুক্তঃ। যজ্ঞিয়ং যজ্ঞার্হং নাম দধানাঃ ধারয়ন্তঃ।

বীলু চিদারুজত্নুভির্গুহা চিদিন্দ্র বহ্নিভিঃ।

অবিন্দ উস্রিয়া অনু ॥৫॥

অস্তি কিঞ্চিদুপাখ্যানং। পণিভির্দেবলোকাদ্ গাবোঽপহৃতা অন্ধকারে প্রক্ষিপ্তাঃ। তাশ্চেন্দ্রো মরুদ্ভি সহ অজয়দিতি। পণিভিরসুরৈর্নিগূঢা গা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতামযুগ্ভি পণয়ো মিত্রীয়ন্তঃ প্রোচুরিতি। মন্ত্রান্তরে দৃষ্টান্ততয়া সূচিতং। নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাব ইতি। তদেতদুপাখ্যানমভিপ্রেত্যোচ্যতে। হে ইন্দ্র বীলুচিং দৃঢমপি দুর্গমস্থানম্ আরুজত্নুভির্ভঞ্জন্তিবহ্নিভির্বোঢ়ৃভিরন্যত্র নেতুং সমর্থৈর্মরুদ্ভিঃ সহিতস্ত্বং গুহাচিৎ গুহায়মপি স্থাপিতা উস্রিয়া গা অন্ববিন্দঃ অনিষ্য লব্ধবানসি।

দেবয়ন্তো যথা মতিমচ্ছা বিদদ্বসুং গিরঃ

মহামনূষত শ্রুতং ॥৬॥

দেবয়ন্তো মরুৎসংজ্ঞকান্ দেবা নিচ্ছন্তো গিরঃ স্তোতার ঋত্বিনো মহাং প্রৌঢ়ঃ মরুদ্গণমাচ্ছ প্রাপ্তুমনূষত। স্তুতবন্তঃ। বিদদ্বসুং বেদয়ন্তিঃ

স্বমহিমপ্রখ্যাপকৈর্বসুভির্ধনৈর্যুক্তং শ্রুতং বিখ্যাতং। মরুদ্‌গণস্য দৃষ্টান্তঃ যথা মতিং মন্তারমিন্দ্রং যথা স্তবন্তি তথেতি।

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সংজগ্মানো অবিভ্যুষা

মন্দূ সমানবর্চসা ॥৭॥

হে মরুদ্গণ ত্বমিন্দ্রেণ সঞ্জগ্মানঃ সংগচ্ছমানঃ সংদৃক্ষসে হি। সম্যগ্‌ দৃশ্যেথাঃ খলু। অবশ্যমস্মাভির্দ্রষ্টব্য ইত্যর্থঃ। অবিভ্যুষা ভীতিরহিতেন মন্দূ নিত্যপ্রমুদিতৌ সমান বর্চ্চসা তুল্যদীপ্তী।

অনবদ্যৈরভিদ্যুভির্মখঃ সহস্বদর্চতি।

গণৈরিন্দ্রস্য কাম্যৈঃ ॥ ৮ ॥

মখঃ প্রবর্ত্তমানোঽয়ং যজ্ঞঃ অনবদ্যৈঃ দোষরহিতৈঃ অভিদ্যুভিঃ দ্যুলোকমভিগতৈঃ কাম্যৈ ফলপ্রদত্বেন কাময়িতব্যৈর্গণৈর্মরুৎসমূহৈঃ সহিত-মিন্দ্রস্তেন্দ্রং সহস্বদ্‌বলোপেতং যথা ভবতি তথা অর্চ্চতি। পূজয়তি। অয়ং যজ্ঞো মরুত ইন্দ্রং চাতিশয়েন প্রীণয়তি।

অতঃ পরিজ্মন্নাগহি দিবো বা রোচনাদধি

সমস্মিন্নৃঞ্জতে গিরঃ ॥ ৯ ॥

হে পরিজ্মন্ পরিতোব্যাপিন্ মরুদ্গণ, অতোঽস্মান্মরুদ্‌গণস্থানাদন্ত-রিক্ষাদাগহি। অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ। দিবো বা দ্যুলোকাদ্বা সমাগচ্ছ রোচনাদধি দীপ্যমানানাদিত্যমণ্ডলাদ্বা সমাগচ্ছ। অস্মদীয়কর্ম্মকালে

যত্র যত্র তিষ্ঠসি ততঃ সর্ব্বস্মাদাগচ্ছেত্যর্থঃ। অস্মিন্ কর্ম্মণি বর্ত্তমান ঋত্বিগ্ গিরঃ স্তুতীঃ সমৃণ্বতে সম্যক প্রসাধয়তি।

ইতো বা সাতিমীমহে দিবো বা পার্থিবাদধি

ইন্দ্রং মহো বা রজ সঃ ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রং দেবং প্রতি সাতিং ধনদানমধীমহে। আধিক্যেন যাচামহে। কস্মাল্লোকাদিতি তদুচ্যতে। ইতোঽস্মাদভিদৃশ্যমানাৎ পার্থিবাৎ পৃথিবী লোকাদ্বা। দিবো বা দ্যুলোকাদ্বা মহো মহতঃ প্রৌঢ়াদ্ রজসো বা। পক্ষ্যাদীনাং রঞ্জকাদন্তরিক্ষলোকাদ্বা অয়মিন্দ্রো যতঃ কুতশ্চিদানীয়াস্মভ্যং ধনং প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ।

ষষ্ঠ সূক্ত

স্বৰ্য্য তুমি, অগ্নি তুমি, অর্চ্চে তোমায় বিশ্ববাসী,
মর্ত্ত্যে তব প্রকাশ বায়ু, দ্যুলোক তলে তারার হাসি ।১

রক্তবরণ, ক্ষিপ্র চরণ, বহন পটু তুরগ জুটি,
ইন্দ্রদেবের চিত্র মধুর রথের পাশে জুড়ছে দুটি ।২

অন্ধকারে হারিয়ে রূপ, চেতনহীন যারা ঘুমায়,
দাও তাহাদের প্রজ্ঞা ও রূপ, জন্ম নিয়ে প্রতি উষায় ।৩

গর্ভ লহ মেঘের মাঝে ভাবী উদক লাগি সদা,
যজ্ঞীয় এ নাম ধারণ করে, এই ত তোমার স্বভাব স্বধা ।৪

সুদুর্গম দৃঢ় গুহা বজ্র দিয়ে ভিন্ন করি,
এনেছিলে গোধন জিনি, অসুর যাহা নিল হরি ।৫

শ্রুত যাদের বসুরাশি, পূজ মহান্ মরুদ্‌গণে,
ইন্দ্রে যথা অর্ঘ্য দেহ, অর্চ্চ তথা ভক্তি মনে ।৬

তোমরা সবে তুল্য জ্যোতি, হর্ষে সদা উছল অতি,
দেখি তখন সত্য করি, ইন্দ্রসহ যখন গতি ।৭

অনবদ্য দ্যুলোকমুখী কাম্য মরুদ্‌গণের সহ,
বলোপেত ইন্দ্রদেবে, যজ্ঞে আজি অর্ঘ্য বহ ।৮

অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক কিংবা দীপ্ত স্বৰ্য্য গোলক বাহি
এস হেথায় মরুৎ সবে, আমরা বিজয় স্তোত্র গাহি ।৯

স্বর্গ, ভুবন, অন্তরীক্ষ, যেথায় থাক অধিক নমি,
যাচি অধিক হে মঘবা, ইষ্ট দেহ চিত্ত রমি' ।১০

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বিতীয়োঽনুবাকঃ সপ্তমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ত্রয়োদশবর্গোঃ। ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ ইন্দ্রোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেব শস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

সপ্তমং সূক্তং

ইন্দ্রমিদ্‌গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।

ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥১॥

গাথিনো গীয়মানসামযুক্তা উদ্‌গাতারঃ ইন্দ্রমিৎ ইন্দ্রমেব বৃহৎ। বৃহন্নামকেন সাম্নানূষত। স্তুতবন্তঃ। অর্কিণোঽর্চনহেতু মন্ত্রোপেতা হোতারোঽর্কেভিঃ ঋগ্‌রূপৈর্মন্ত্রৈরিন্দ্রমেবানূষত। যে ত্ববশিষ্টা অধয্যবস্তে বাণীর্বাগভির্যজুর্ভিরিন্দ্রমেব অনূষত।

ইন্দ্রইদ্ধর্য্যোঃ সচা সম্মিশ্ল আবচো যুজা

ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যয়ঃ ॥২॥

ইন্দ্রইৎ—ইন্দ্রএব হর্য্যোর্হরিনামকয়োরশ্বয়োঃ সচা সহ যুগপদা সংমিশ্ল সর্ব্বতঃ সম্যগ্‌ মিশ্রয়িতা। বচোযুজা-বচনমাত্রেণ রথে যুজ্যমানয়োঃ সুশিক্ষিতয়োঃ। বজ্রী বজ্রযুক্তঃ হিরণ্যয়ঃ হিরণ্ময়ঃ সর্ব্বাভরণভূষিত ইত্যর্থঃ।

ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষস আসূর্য্যং রোহয়দ্দিবি।

বিগোভিরদ্রিমৈরয়ৎ ॥৩॥

অয়মিন্দ্র দীর্ঘায় প্রৌঢায় নিরন্তরায় চক্ষসে দর্শনায় দিবি দ্যুলোকে সূর্য্যমারোহয়ৎ পুরা বৃত্রাসুরেণ জগতি যদাপাতিতং তমস্তন্নিবারণেন প্রাণিনাং দৃষ্টিসিদ্ধ্যর্থমাদিত্যং দ্যুলোকে স্থাপিতবান্। স চ সূর্য্যো গোভিঃ রশ্মিভিরদ্রিং পর্ব্বতপ্রমুখং সর্ব্বং জগৎ ব্যৈরয়ৎ বিশেষেণ দর্শনার্থং প্রেরিতবান্—প্রকাশিতবান্ ইত্যর্থঃ। অথবা ইন্দ্রএব গোভির্জলৈ র্নিমিত্তভূতৈরদ্রিং মেঘং ব্যৈরয়ৎ। বিশেষেণ প্রেরিতবান্।

ইন্দ্র বাজেষু নোঽব সহস্রপ্রধনেষু চ।

উগ্র উগ্রাভিরূতিভিঃ ॥৪॥

হে ইন্দ্র উগ্রঃ শত্রুভিরপ্রধৃষ্যস্ত্বমুগ্রাভিরপ্রধৃষ্যাভিরস্মদ্বিষয়রক্ষাভির্ভি-বাজেষু যুদ্ধেষু নোঽস্মান্ রক্ষ। তথা সহস্রপ্রধনেষু চ—সহস্র সংখ্যক গজাশ্বাদিলাভযুক্তেষু মহাযুদ্ধেষু অপি রক্ষ।

ইন্দ্রং বয়ং মহাধন ইন্দ্রমর্ভে হবামহে।

যুজং বৃত্রেষু বজ্রিণং ॥৫॥

বয়মনুষ্ঠাতারো মহাধনে প্রভূতধননিমিত্তম্ ইন্দ্রং হবামহে আহ্বয়ামঃ। অর্ভে অর্ভকে স্বল্পেঽপি ধনে নিমিত্তভূতে সতীন্দ্রং হবামহে। যুজং সহকারিনং সমাহিতং বা। বৃত্রেষু শত্রুষু ধনলাভবিরোধিষু প্রাপ্তেষু তন্নিবারণায় বজ্রিণং বজ্রোপেতং।

সনো বৃষন্নমুং চরুং সত্রাদাবন্নপাবৃধি।

অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ ॥৬॥

হে সত্রাদাবন্ অস্মদভীষ্টানাং সর্ব্বেষাং ফলানাং সহপ্রদাতঃ। অতো ব্রীহ্যাদিনিষ্পত্ত্যর্থং হে বৃষন্ নোঽস্মদর্থমমুং দৃশ্যমানং চরুং মেঘমপাবৃধি। উৎপাটয় তথৈবস্মভ্যমস্মদর্থং অপ্রতিষ্কুতঃ প্রতিশব্দরহিতঃ। যদ্যদাস্মাভি-র্যাচ্যতে তত্র সর্ব্বত্র নেতি প্রতিশব্দং নোচ্চারয়তি।

তুঞ্জে তুঞ্জে য উত্তরে স্তোমা ইন্দ্রস্য বজ্রিণঃ।

ন বিন্ধে অস্য সুষ্টুতিং ॥৭॥

তুঞ্জে তুঞ্জে তস্মিন্ তস্মিন্ ফলদাতরি দেবান্তরে যে স্তোমাঃ স্তোত্রবিশেষা উত্তর উৎকৃষ্টাঃ সন্তি তৈঃ স্তোমৈঃ সর্ব্বৈরপি বজ্রিণো বজ্রযুক্তস্য ইন্দ্রস্য সুষ্টুতিং যোগ্যাং শোভনস্তুতিং ন বিন্ধে ন বিন্দামি।

বৃষা যূথেব বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্যোজসা।

ঈশানো অপ্রতিষ্কুতঃ ॥৮॥

বৃষাঃ কামানাং বর্ষিতেন্দ্র ওজসা স্বকীয় বলেন অনুগ্রহীতুং কৃষ্টীঃ মনুষ্যানিয়র্ত্তি প্রাপ্নোতি। ঈশানঃ—সমর্থঃ অপ্রতিষ্কুতঃ—প্রতিশব্দরহিতঃ যাচমানং ন পরিহরতী ইতি। বংসগো বননীয়গতির্বৃষভো যূথো গোযূথানি যথা প্রাপ্নোতি। তদ্বৎ।

য একশ্চর্ষণীনাং বসূনামিরজ্যতি।

ইন্দ্রঃ পঞ্চ ক্ষিতীনাং ॥৯॥

যঃ ইন্দ্রঃ স্বয়মেক এব চর্ষণীনাং মনুষ্যানাং ইরজ্যতি ঈষ্টে। তথা বসূনাং ধনানামিরজ্যতি স ইন্দ্রঃ পঞ্চ নিষাদপঞ্চমানাং ক্ষিতীনাং নিবাসার্হানাং বর্ণানাং অনুগ্রহীতা ইতি শেষঃ ॥

ইন্দ্রং বো বিশ্বতস্পরি হবামহে জনেভ্যঃ।

অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥ ১০ ॥

হে ঋত্বিগ্‌ যজমানাঃ বিশ্বতঃ সর্ব্বেভ্যো জনেভ্যঃ পরি উপরি অবস্থিতং ইন্দ্রং বো যুষ্মদর্থং হবামহে আহ্বয়ামঃ। অতঃ স ইন্দ্রোঽস্মাকং কেবলোঽসাধারণোঽস্তু। ইতরেভ্যোপ্যধিকমনুগ্রহমস্মাসু করোতু।

সপ্তম সূক্ত

বৃহৎ সামে উদ্গাতারা, ঋগ্‌বেদীরা অর্কসনে
অধ্বর্য্যুরা বাণী দিয়ে ইন্দ্রে ডাকে সকল ক্ষণে।১
হরিযুগল আদেশ পেলে রথে তোমার আপনি লাগে,
বজ্রী তুমি স্বর্ণভূষণ এস আজি মোদের যাগে।২
বিশ্বলোকে দেখবে চির, রাখলে সূর্য্য আকাশ পরে,
সূর্য্য আপন রশ্মিধারা ছড়িয়ে দিলেন জগৎ ভরে।৩
উগ্র তুমি উগ্র জনে, অপ্রধৃষ্য শত্রু রণে,
রক্ষা কর হে অজেয়! অমোঘ তব বীর্য্য সনে।৪
অর্চ্চি তোমা অল্প লাগি, অর্চ্চি তোমা বহুর জয়ে,
বজ্রধারী ইন্দ্র তুমি, যোগ্য তুমি শত্রু ক্ষয়ে।৫
ইষ্টদাতা বৃষ্টি দেহ, ছড়িয়ে দেহ মেঘের মালা,
কুণ্ঠাবিহীন চিত্তে তুমি ভরিয়ে দেহ ভিক্ষা থালা।৬
পুঞ্জ পুঞ্জ যে সব স্তুতি, অন্য দেবের লাগি গাহি,
তুষ্টি দিতে ইন্দ্রদেবে তা দিয়ে হায় মিথ্যা চাহি।৭
বৃষ যথা গোরুর যূথে তেমনি এস মানুষ দলে,
পূর্ণ করি প্রার্থনা যে ঈশান তুমি নিজের বলে।৮
একক তুমি জগৎস্বামী, একক ধনের অধিনায়ক,
একক তুমি পঞ্চ ক্ষিতির অদ্বিতীয় পরিচালক।৯
স্তুতি করি ইন্দ্রদেবে বিশ্বজনের ঊর্দ্ধে যিনি,
সবার চেয়ে ভালবাসেন মোদের কেবল আপন তিনি।১০

প্রথমং মণ্ডলং তৃতীয়োঽনুবাকঃ অষ্টমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ
প্রথমেঽধ্যায়ঃ পঞ্চদশ ষোড়শশ্চ বর্গঃ।

ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রমধুচ্ছন্দাঃ। ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

অষ্টমং সূক্তং

এন্দ্র সানসিং রয়িং সজিত্বানং সদাসহং।
বর্ষিষ্ঠমূতয়ে ভর ॥১॥

হে ইন্দ্র উতয়েঽস্মদরক্ষার্থং রয়িং ধনমাভর আহর। সানসিং সং ভজনীয়ং সজিত্বানং সমানশত্রুজয়শীলং। ধনেন হি শূরান্ ভৃত্যান্ সম্পাদ্য শত্রবো জীয়ন্তে। সদাসহং সর্ব্বদা শত্রুণামভিভবহেতুং বর্ষিষ্ঠং অতিশয়েন বৃদ্ধং প্রভূতম্।

নি যেন মুষ্টিহত্যয়া নি বৃত্রা রুণধামহৈ।
ত্বোতাসো ন্যর্বতা ॥ ২ ॥

যেন ধনেন সম্পাদিতানাং ভটানাং নি মুষ্টিহত্যয়া নিতরাং মুষ্টিপ্রহারেণ বৃত্রা শত্রূন্ নিরুণধামহৈ নিরুদ্ধান্ করবামঃ তাদৃশং ধনমাহরেত্যর্থঃ। ত্বোতাসত্ত্বয়া রক্ষিতা বয়মর্বতাস্মদীয়েনাশ্বেন নিরুণধামহৈ ইত্যনুবদঃ। পদাতিযুদ্ধেনাশ্বযুদ্ধেন চ শত্রূন্ বিনাশয়াম।

ইন্দ্র ত্বোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহী।
জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ ॥ ৩ ॥

হে ইন্দ্র ত্বোতাসস্ত্বয়া পালিতা বয়ং ঘনা ধনং শত্রু প্রহরণায়াত্যন্তং দৃঢ়ং বজ্রমায়ুধমাদদীমহি। স্বীকুর্ম্মঃ। তেন চ বজ্রেণ যুধি যুদ্ধে স্পৃধঃ স্পর্দ্ধমানান্ শত্রূন্ সংজয়েম সম্যগ্ জয়েম॥

বয়ং শূরেভিরস্তৃভিরিন্দ্র ত্বয়া যুজা বয়ং।
সাসহ্যাম পৃতন্যতঃ॥ ৪॥

বয়ং কর্ম্মানুষ্ঠাতারঃ শূরেভিঃ শৌর্য্যযুক্তৈরস্তৃভিঃ আয়ুধানাং প্রক্ষেপ্তৃভির্ভটৈঃ সংযুজ্যেমহীতি। হে ইন্দ্র তাদৃশ ভটসহিতা বয়ং যুজা সহায়ভূতেন ত্বয়া পৃতন্যতঃ সেনামিচ্ছতঃ শত্রূন্ সাসহ্যাম—অতিশয়েনাভিভবেম॥

মহাঁ ইন্দ্রঃ পরশ্চ নু মহিত্বমস্তু বজ্রিণে।
দ্যৌর্ন প্রথিনা শবঃ॥ ৫॥

অয়মিন্দ্র মহান্ শরীরেণ প্রৌঢ়ঃ পরশ্চ গুণৈরুৎকৃষ্টোঽপি। নু কিঞ্চ বজ্রিণে বজ্রযুক্তায় ইন্দ্রায় মহিত্বং পূর্ব্বোক্তং দ্বিবিধমাধিক্যং সর্ব্বদাস্তু। স্বভাব সিদ্ধস্যাপি ভক্ত্যা প্রার্থনমেতৎ। কিঞ্চ দ্যৌর্ন দ্যুলোক ইব শবো বলমিন্দ্রস্য সেনারূপং প্রথিনা প্রথিম্না পৃথুত্বেন যুজ্যতামিতি শেষঃ। যথা দ্যুলোক প্রভূত এবমস্য সেনা প্রভূতা।

সমোহে বা য আশত নরস্তোকস্য সনিতৌ
বিপ্রাসো বা ধিয়াযবঃ॥ ৬॥

যে নরঃ পুরুষঃ সমোহে সংগ্রামে তোকস্য অপত্যস্য সনিতৌ বা লাভেবাশত। ব্যাপ্তবন্তঃ। ইন্দ্রং স্তুত্বেতিশেষঃ। বা অথবা বিপ্রাসো

মেধাবিনো ধিয়াষবঃ প্রজ্ঞাকামা [illegible] তে সর্বে লভন্ত ইত্যধ্যাহারঃ।

যঃ কুক্ষি সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্বতে

উর্ব্বীরাপো ন কাকুদঃ ॥ ৭ ॥

যঃ কুক্ষিঃ অস্য ইন্দ্রস্যোদরপ্রদেশঃ সোমপাতমোঽতিশয়েন সোমস্য পাতা। সঃ কুক্ষি সমুদ্র ইব পিন্বতে—বর্দ্ধতে। কাকুদো মুখসংবন্ধিন্য উর্বীঃ বহ্ব্যঃ আপোঃ ন জলানীব। জিহ্বা সংবদ্ধমাস্যোদকং যথা কদাচিদপি ন শুষ্যতে তথেন্দ্রস্য কুক্ষিঃ সোমপূরিতো ন শুষ্যতি।

এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী।

পক্কা শাখা ন দাশুষে ॥ ৮ ॥

অস্য ইন্দ্রস্য সূনৃতা প্রিয়সত্যরূপা বাক্ দাশুষে হর্বিদত্তবতে যজমানায় তদর্থমেবা হি। এবং খলু। বিরপ্শী—বহুবিধোপচারবাদিনী গোমতী—গোপ্রদা অতএব মহী মহতী পুজ্যা। যথোক্তবাচো দৃষ্টান্তঃ—পক্কা শাখা ন—যথা বহুভিঃ পক্কৈঃ ফলৈরুপেতা পনসবৃক্ষশাখাদি প্রীতিহেতুস্তদ্বৎ।

এবা হি তে বিভূতয় উতয় ইন্দ্র মাবতে।

সদ্যশ্চিৎ সন্তি দাশুষে ॥ ৯ ॥

হে ইন্দ্র তে তব বিভূতয় ঐশ্বর্য্যবিশেষা এবা হি এবংবিধাঃ খলু। মাবতে

মৎসদৃশায় দাশুষে যজমানায় উতয়ঃ ত্বদীয়রক্ষারূপাঃ সদ্যশ্চিৎ সন্তি। যদা কর্ম্মানুষ্ঠিতং তদৈব ভবন্তি।

এবা হ্যস্য কাম্যাস্তোম উক্‌থঞ্চ শংস্যা

ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে ॥ ১০ ॥

অস্য ইন্দ্রস্য স্তোমঃ সামসাধ্যঃ স্তোত্রং উকৃথঞ্চ অর্কসাধ্যং শস্ত্রমপ্যেবাহ্যেতে উভে এবংবিধে খলু। কাম্যা কাময়িতব্যো শংস্যা ঋগ্‌ভি শংসনীয়ে ইন্দ্রায় সোমপীতয়ে—ইন্দ্রস্য সোমপানার্থং।

অষ্টম সূক্ত

যে জন মোদের ভজনীয়, শত্রু জয়ে সদা সহ,
রক্ষা লাগি হে মঘবা ! সে ধন তুমি প্রচুর বহ। ১
সে ধন দিয়ে তোমার বরে রুদ্ধ করি মোদের দ্রোহী
মুষ্ট্যাঘাতে পদাতিকে, অশ্ব দিয়ে অশ্বারোহী। ২
ইন্দ্র তুমি পালন কর দেহ মোদের বজ্রঘন
জয়ের লাগি রণ-ভূমে স্পর্দ্ধাকারী শত্রু হন। ৩
অস্ত্রধারী শূরগণে তোমাব যোগে যুক্ত হব।
সেনাকাঙ্ক্ষী অরি জিনি বারে বারে বিজয় লব। ৪
মহান্ তুমি পরাৎপর, মহত্ব সে বেড়ে পড়ুক,
বীর্য্য তোমার দ্যুলোক সম বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করুক। ৫
মহারণে বিজয় চেয়ে, পুত্রকাম পুত্র মাগি,
প্রজ্ঞাকাম বিপ্রজনে স্তুতি করে তোমার লাগি।৬
সোমপায়ী কুক্ষি তোমার মেঘে বাড়ে সাগর সম,
বিস্তৃত অপ্ মুখে তোমার, এইত হেরি অনুপম। ৭
তোমার সত্য বিচিত্র বাক্ জ্ঞানপ্রদ পূজনীয়,
পক্কফল শাখার মত যজমানের নিত্যপ্রিয়। ৮
অশেষ তব বিভূতি যে যজ্ঞকারী মোদের লাগি,
সদ্য আনে কাম্য যত, তোমার কৃপা আমরা মাগি। ৯
সোমপায়ী ইন্দ্র লাগি উক্থ পড়ি, স্তোত্র গাহি,
প্রশস্ত তা সত্য বটে তাহার চেয়ে কাম্য নাহি।

নবমং সূক্তং

ঋষির্মধুচ্ছন্দাঃ। ইন্দ্রো দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে অতিরাত্রে যাগে চ বিনিয়োগঃ।

ইন্দ্রেহি মৎস্যন্ধসো বিশ্বেভিঃ সোমপর্ব্বভিঃ।
মহাঁ অভিষ্টিরোজসা ॥ ১ ॥

হে ইন্দ্র এহি—অস্মিন্ কর্ম্মণি আগচ্ছ। আগত্য চ বিশ্বেভিঃ সর্ব্বৈঃ সোমপর্ব্বভিঃ সোমরসরূপৈঃ অন্ধসোঽন্নোভিরন্নৈর্মৎসি। মাদ্য হৃষ্টো ভব। তত উর্দ্ধোমোজসা বলেন মহান্ ভূত্বাভিষ্টিঃ শত্রূণামভিভবিতা ভব।

এমেনং সৃজতা সুতে মন্দিমিন্দ্রায় মন্দিনে।
চক্রিং বিশ্বানি চক্রয়ে ॥ ২ ॥

হে অধ্বর্য্যবঃ সুতেঽভিষুতে চমসস্থে সোম এনং সোমং ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং আসৃজত। পুনরভ্যুন্নয়ত। মন্দি হর্ষহেতুং চক্রিং সাধুকরণশীলং মন্দিনে হর্ষযুক্তায় বিশ্বানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চক্রয়ে কৃতবতে সর্ব্বকর্ম্ম-নিষ্পাদনশীলায় ইত্যর্থঃ।

মৎস্বো সুশিপ্র মন্দিভিঃ স্তোমেভি বিশ্বচর্ষণে
সচৈষু সবনেষ্বা ॥ ৩ ॥

হে সুশিপ্র হে শোভনহনো শোভননাসিক বা। শিপ্রেহনূনাসিকে বা নিঃ ৬।২৭। ইতি যাস্কেনোক্তত্বাৎ। তাদৃশ হে ইন্দ্র মন্দিভির্হর্ষহেতুভিঃ স্তোমেভিঃ স্তোত্রৈর্হর্ষৎস্ব। হৃষ্টভবো। হে বিশ্বচর্ষণে সর্ব্বমনুষ্যযুক্তৈঃ সর্ব্বৈর্যজমানৈঃ পূজ্যেত্যর্থঃ। তাদৃশেন্দ্র ত্বমেষু যাগগতেষু ত্রিষু সবনেষু সচা দেবৈরন্যৈঃ সহাগচ্ছেতিশেষঃ।

অস্যগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত

অজোষা বৃষভং পতিং ॥ ৪ ॥

হে ইন্দ্র গিরস্ত্বদীয়াঃ স্তুতীস্যগ্রং। স্যষ্টবানস্মি। তাশ্চ গিরঃ স্বর্গেঽবস্থিতং ত্বাং প্রত্যুদহাসত। উদগত্য প্রাপ্নুবন্। তাদৃশীর্গিরস্ত্বমজোষাঃ। সেবিতবানসি। কীদৃশং ত্বাং। বৃষভং। কামানাং বর্ষিতারং। পতিং। সোমস্য পাতারং যজমানানাং পালয়িতারং বা। পাতা পালয়িতা বা। নিঃ ৪।২৬। ইতি যাস্কোনাক্তত্বাৎ ॥

সংচোদয় চিত্রমর্বাগ্রাধ ইন্দ্র বরেণ্যং

অসদিত্তে বিভু প্রভু ॥৫॥

হে ইন্দ্র বরেণ্য শ্রেষ্ঠং চিত্রং মণিমুক্তাদিরূপেণ বহুবিধমর্বাগস্মদভিমুখং যথা ভবতি সংচোদয়। সম্যক্ প্রেরয়। ভোগায় যাবৎতাবদ্বিভুশব্দেনোচ্যতে ততোঽপ্যধিকং প্রভু শব্দেন। তাদৃশং ধনং তে তবৈবাসদিৎ। অস্ত্যেব। তস্মাৎ অস্মভ্যং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ।

অস্মান্ সু তত্র চোদয়েন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ।

তুবিদ্যুম্ন যশস্বতঃ ॥৬॥

হে তুবিদ্যুম্ন। প্রভূতধনেন্দ্র। রায়ে ধনসিদ্ধ্যর্থমস্মানস্মচ্ছাত্রূন্ তত্র কর্ম্মণি সুচোদয়। সুষ্ঠু প্রেরয়। কীদৃশানস্মান্। রভস্বতঃ। উদ্যোগবতঃ। যশস্বতঃ। কীর্ত্তিমতঃ।

সংগোমদিন্দ্র বাজবদস্মে পৃথু শ্রবো বৃহৎ।

বিশ্বায়ুর্ধেহ্যক্ষিতং ॥৭॥

হে ইন্দ্র শ্রবোধনমস্মে সন্ধেহি। অস্মভ্যং সম্যক্ প্রযচ্ছ। কীদৃশং শ্রবঃ। গোমৎ। বহ্বীভির্গোভিরুপেতং। বাজবৎ প্রভূতেনান্নেনোপেতং। পৃথু। পরিমাণেনাধিকং। বৃহৎ। গুণৈরধিকং। বিশ্বায়ুঃ। কৃৎস্নায়ুঃ কারণং। অক্ষিতং। বিনাশরহিতং।

অস্মে ধেহি শ্রবো বৃহদ্দ্যুম্নং সহস্রসাতমং।

ইন্দ্র তা রথিনীরিষঃ ॥৮॥

হে ইন্দ্র বৃহচ্ছ্রবো মহতীং কীর্ত্তিমস্মে ধেহি। অস্মভ্যং প্রযচ্ছ। তথা সহস্রসাতমমতিশয়েন সহস্রসংখ্যাদানোপেতং দ্যুম্নং ধনমস্মে ধেহি। তথা তা ব্রীহিযবাদিরূপেণ প্রসিদ্ধা রথিনীর্বহু রথো পেতা ইষোহন্নান্যস্মে ধেহি।

বসোরিন্দ্রং বসুপতিং গীর্ভির্গৃণন্ত ঋগ্মিয়ং

হোম গন্তারমূতয়ে ॥ ৯ ॥

বসোর্বসুনোঽস্মদীয়স্য ধনস্যোতয়ে রক্ষার্থমিন্দ্রং হোম। বয়মাহ্বয়ামঃ। কিং কুর্ব্বন্তঃ। গীর্ভিঃ স্তুতিভির্গৃণন্তঃ কীদৃশমিন্দ্রং। বসুপতিং। ধনপালকং। ঋগ্মিয়ং। ঋচাং মাতারং। গন্তারং। যাগদেশে গমনশীলং।

সুতে সুতে ন্যোকসে বৃহদ্‌বৃহত এদরিঃ ॥

ইন্দ্রায় শূষমর্চতি ॥ ১০ ॥

ইয়র্ত্তিগচ্ছত্যনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম প্রাপ্নোতীত্যরির্যজমানঃ। এদরিঃ সর্ব্বোঽপি যজমানঃ ইন্দ্রায় সুতে ইন্দ্রার্থমভিষুতে তত্তৎসোমে শূষংবলমর্চ্চতি। স্তৌতি। ইন্দ্রস্য পরাক্রমং প্রশংসতীত্যর্থঃ কীদৃশং শূষং। বৃহৎ। প্রৌঢ়ং। কীদৃশায়েন্দ্রায়। ন্যোকসে। নিয়তস্থানায়। বৃহতে। প্রৌঢায়।

নবম সূক্ত

এস হেথায় ইন্দ্র তুমি, হৃষ্ট হবে সোমরসে,
ঋদ্ধ হ'য়ে ওজস্বিতায় শত্রু দলে আনবে বশে। ১
অর্ঘ্য দেহ আনন্দময়, নন্দিত ঐ সোমধারা,
বিশ্বচক্র যাহার হাতে, হর্ষে যিনি নিত্যহারা। ২
শোভন তুমি বিশ্বশরণ তুষ্ট হও হে মোদের স্তবে,
এস হেথায় যজ্ঞ মাঝে দেবগণে আনো সবে। ৩
উচ্চারিত স্তোত্র আমার ছুটছে প্রভু তোমার পানে,
ইষ্টদাতা পাতা তুমি, সেব তাদের কৃপা দানে। ৪
ইন্দ্র তুমি ধনের বিভু, জানে প্রভু মণিরতন,
বরণীয় হে বিচিত্র, সে ধন মোদের কর আপন।৫
ধনকুবের ইন্দ্র তুমি প্রেরণ কর শুভকর্ম্মে,
উদ্‌যোগী ও যশস্বীরে মহৎ কর ধনের শর্ম্মে। ৬
নিত্য যে ধন দেয় রে আয়ু, বৃহৎ এবং প্রভূত যাহা
গোযুত আর অশ্বযুত হে মঘবা দাও হে তাহা। ৭
দাও আমাদের মহৎ খ্যাতি, বিত্ত দেহ প্রচুর করি,
অন্ন দিয়ে পুণ্য কর, দাও হে ব্রীহি রথে ভরি। ৮
তোমায় ডাকি বসুপতি! রক্ষা কর মোদের বিত্ত
যজ্ঞ প্রিয়! ঋক্‌বচনে তুষব মোরা তোমার চিত্ত। ৯
নিত্য নিবাস বৃহৎ তোমার পরাক্রমের গাহি গীতি,
যাগে যাগে তোমায় ডাকি, যাচি তোমার অমোঘ প্রীতি।১০

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽনুবাকঃ। দশমং সূক্তং।
প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমোঽধ্যায়। উনবিংশো বিংশশ্চ বর্গৌ।
ঋষির্মধুচ্ছন্দাঃ ইন্দ্রোদেবতা, অনুষ্টুপ্ছন্দঃ এতস্য ইন্দ্রসূক্তস্য
তৃতীয়সবনে ব্রহ্মযজ্ঞে বিনিয়োগঃ।

দশমং সূক্তং

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে ॥১॥

হে শতক্রতো বহুকর্ম্মন্ বহুপ্রজ্ঞবেন্দ্র। ত্বা ত্বাং গায়ত্রিণঃ উদ্গাতারো গায়ন্তি। স্তুবন্তি। অর্কিনোঽর্চনহেতুমন্ত্রযুক্তা হোতারোঽর্কমর্চনীয়-মিন্দ্রমর্চন্তি। শস্ত্রগতৈর্মন্ত্রৈঃ প্রশংসতি। ব্রহ্মাণো ব্রহ্মপ্রভৃতয় ইতরে ব্রাহ্মণাস্ত্বা ত্বামুদ্যেমিরে। উন্নতিং প্রাপয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বংশমিব। যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্রৌঢ়ং বংশমুন্নতং কুর্ব্বন্তি। যথা বা সন্মার্গবর্ত্তিনঃ স্বকীয়ং কুলমুন্নতং কুর্ব্বন্তি তদ্বৎ। এতামৃচং যাস্ক এবং ব্যাচষ্টে। নিঃ ৫।৫। গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ প্রার্চন্তি তেঽর্কমর্কিনো ব্রাহ্মণাস্ত্বা শতক্রত উদ্যেমিরে বংশমিব। বংশো বনশয়ো ভবতি বননাচ্ছ্রূয়ত ইতি বেতি। অর্কশব্দঞ্চ বহুধা ব্যচষ্টে। নিঃ ৫।৪। অর্কো দেবোভবতি যদেনমর্চন্ত্যর্কো মন্ত্র ভবতি। যদনেনার্চন্ত্যর্কমন্নং ভবত্যর্চতি ভূতান্যর্কো বৃক্ষোভবতি সংবৃতঃ কটুকিম্নেতি।

যৎসানোঃ সানুমারুহদ্ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্ত্বং।
তদিন্দ্রো অর্থং চেততি যূথেন বৃষ্ণিরেজতি ॥২॥

যদ্ যদা সানোঃ সানুমারুহৎ। যজমানঃ সোমবল্লীসমিদাদ্যাহরণার্থৈ-কস্মাৎ পর্ব্বতভাগাদপরং পর্ব্বতভাগমারূঢবান্। তথা ভূরি প্রভূতং

কর্ত্তুং কর্ম্ম সোমযাগরূপমস্পষ্ট স্পৃষ্টবানুপক্রান্তবানিত্যর্থঃ। তত্তদানীমযন্দ্রো-হর্থং যজমানস্য প্রয়োজনং চেততি জানাতি। জ্ঞাত্বা চ বৃষ্টিঃ কামানাং বর্ষিতা সন্ যূথেন মরুদ্‌গণেন সহেজতি। কম্পতে। স্বস্থানাৎ যজ্ঞ-ভূমিমাগন্তুমুদ্‌যুক্ত ইত্যর্থঃ।

যুক্ষ্বা হি কেশিনা হরী বৃষণা কক্ষ্যপ্রা।

অথা ন ইন্দ্র সোমপা গিরামুপশ্রুতিং চর ॥৩॥

হে সোমপাঃ সোমপানযুক্তেন্দ্র হরী ত্বদীয়াবশ্বৌ যুক্ষ্বা হি। সর্ব্বথা সংযোজয়। অথানন্তরং নোহস্মদীয়ানাং গিরাং স্তুতিনামুপশ্রুতিং সমীপে শ্রবণমুদ্দিশ্য চর। তৎপ্রদেশং গচ্ছ। কীদৃশৌ হরী। কেশিনা। স্কন্ধপ্রদেশে লম্বমানকেশযুক্তৌ। বৃষণা সেচনসমর্থৌ যুবানৌ। কক্ষ্যপ্রা। অশ্বস্যোদরবন্ধনরজ্জুঃ কক্ষ্যঃ। তস্য পূরকৌ পুষ্টাঙ্গাবিত্যর্থঃ।

এহি স্তোমাঁ অভি স্বরাভি গৃণীহ্যারুব।

ব্রহ্ম চ নো বসো সচেন্দ্র যজ্ঞং চ বর্দ্ধয় ॥৪॥

হে বসো নিবাসকারণীভূতেন্দ্র। এহি অস্মিন্ কর্ম্মণ্যাগচ্ছ। আগত্য চ স্তোমানুদ্‌গাতৃ-প্রযুক্তানি স্তোত্রাণ্যভিস্বর। অভিলক্ষ্য প্রশংসারূপং শব্দং কুরু। তথাহধ্বর্য্যবমভিলক্ষ্য গৃণীহি। শব্দং কুরু। তথা হোতৃ প্রযুক্তানি শস্ত্রাণ্যালক্ষ্য রুব। শব্দং কুরু। পরিতোষেণ স্ব সর্ব্বানৃত্বিজঃ প্রশংসেত্যর্থঃ। তত ঊর্দ্ধং নোহস্মাকং ব্রহ্ম চান্নং চ যজ্ঞং চানুষ্ঠীয়মানং কর্ম্ম চ সচা সহ বর্দ্ধয়। সাঙ্গত্বসম্পাদনেন যজ্ঞং বর্দ্ধয়িত্বা তৎফলমন্নং চ প্রবৃদ্ধং কুরু। অন্ধ ইত্যাদিষষ্টাবিংশত্যন্ননামসু ব্রহ্ম বর্চ ইতি পঠিতং।

উকৃথমিন্দ্রায় শংস্যং বর্ধনং পুরুনিষ্‌ষিধে।

শক্রো যথা সুতেষু ণো রারণৎ সখ্যেষু চ ॥৫॥

ইন্দ্রায়েন্দ্রার্থং বর্দ্ধনং বৃদ্ধিসাধনমুকৃথং শস্ত্রং শংস্যমস্মাভিঃ শংসনীয়ং। কীদৃশায়েন্দ্রায়। পুরুনিষ্‌ষিধে। বহূনাং শত্রূণাং নিষেধকারিণে। শক্রঃ। শক্ত ইন্দ্রো নোঽস্মদীয়েষু সুতেষু পুত্রেষু সখ্যেষু চ সখিত্বেষ্বপি যথা যেন প্রকারেণ রারণৎ। অতিশয়েন শব্দং কুর্য্যাৎ। তথা শংস্যমিতি পূর্ব্বাত্রান্বয়ঃ। অস্মদীয়েন শস্ত্রেণ পরিতুষ্ট ইন্দ্রোঽস্মাকং পুত্রানস্মৎসখ্যানি চ বহুধা প্রশংসত্বিত্যর্থঃ।

তমিৎ সখিত্ব ঈমহে তং রায়ে তং সুবীর্য্যে।

স শক্র উত নঃ শকদিন্দ্রো বসু দয়মানঃ ॥৬॥

সখিত্বে নিমিত্তভূতে সতি তমিত্তমেবেন্দ্রমীমহে। প্রাপ্নুমঃ। তথা রায়ে ধনার্থমীমহে। উত। অপি চ শক্রঃ। শক্তিমান্ ইন্দ্রো নোঽস্মভ্যং বসু ধনং দয়মানঃ। প্রযচ্ছন্ শকৎ। অস্মদীয় রক্ষণে শক্তোঽভূৎ।

সুবিবৃতং সুনিরজমিন্দ্র ত্বাদাতমিদ্ যশঃ।

গবামপ ব্রজং বৃধি কৃণুষ রাধো অদ্রিবঃ ॥৭॥

হে ইন্দ্র যশোঽন্নং কর্ম্মফলভূতং সুবিবৃতং সুষ্ঠু সর্ব্বত্র প্রসৃতং সুনিরজং সুখেন নিঃশেষং প্রাপ্তুং শক্যং ত্বাদতমিত্তয়া শোধিতং চ সম্পন্নমিতি শেষঃ। ইতঃ পরং ক্ষীরাদিরসলাভার্থং গবাং ব্রজং নিবাসস্থানমপবৃধি।

অপবৃতমুদঘাটিতদ্বারং কুরু। হে অদ্রিবঃ পর্ব্বতোপলক্ষিত বজ্রযুক্তেন্দ্র রাধো ধনং কৃণুষ্ব সম্পাদয়।

নহি ত্বা রোদসী উভে ঋঘায়মাণমিন্বতঃ।

জেষঃ স্বর্বতীরপঃ সংগা অস্মভ্যং ধূনুহি ॥৮॥

হে ইন্দ্র ঋঘায়মাণং শত্রুবধং কুর্ব্বাণং ত্বাং রোদসী উভে দ্যাবা পৃথিব্যাবপি ত্বদীয়ং মহিমানং ব্যাপ্তুং নহীন্বতঃ ন সমর্থে ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্তং স্বর্ব্বতীঃস্বর্লোকযুক্তা অপো বৃষ্টিরূপা জেষঃ জয়েঃ। প্রেরয়েত্যর্থঃ! অপাং স্বর্গসম্বন্ধশ্চান্তত্র দিবো বৃষ্টিং চ্যাবয়তীতি শ্রুতং। কিঞ্চ বৃষ্টিপ্রদানাদন্নসম্পত্তেরূর্দ্ধেমস্মভ্যং ক্ষীরাদিরসপ্রদা গাঃ সং ধূনুহি। সম্যক প্রেরয়।

আশ্রুৎকর্ণ শ্রুধী হবং নূ চিদ্ দধিষ্ব মে গিব।

ইন্দ্র স্তোমমিমং মম কৃষ্বা যুজশ্চিদন্তরং ॥৯॥

হে আশ্রুৎকর্ণ সর্ব্বতঃ শ্রোতারৌ কর্ণৌ যস্য তাদৃক্ ইন্দ্র হবমস্মদীয়-মাহ্বানাং নু ক্ষিপ্রং শ্রুধী শৃণু। মে মম হোতুর্গিরশ্চিৎস্তুতীরপিদধিষ্ব চিত্তে ধারয়। কিঞ্চ মম মদীয়মিমং স্তোমং স্তোত্ররূপং বাক্-সমূহং যুজশ্চিৎ স্বকীয় সখ্যুরপ্যন্তরং কৃষ্ব আসন্নং কুরু। যথা বচনং তস্য প্রিয়ং মন্যসে তদ্বদস্মদীয়স্তুতিষ্বপি প্রীতিং কুর্ব্বিতর্থঃ।

বিদ্মা হি ত্বা বৃষন্তমং বাজেষু হবনশ্রুতং।

বৃষন্তমস্য হূমহ ঊতিং সহস্রসাতমাং ॥১০॥

হে ইন্দ্র ত্বা ত্বাং বিদ্ম জানীমঃ। হি পূরণঃ। বৃষন্তমং কামানাং অতিশয়েন বর্ষয়িতারম্ বাজেষু সংগ্রামেষু হবনশ্রুতং। অস্মদীয়স্যাহ্বানস্য শ্রোতারং বৃষন্তমস্য অতিশয়েন কামাদীনাং বর্ষিতুস্তবোতিং রক্ষামস্মদ-বিষয়ামূদ্দিশ্য হূমহে ত্বামাহ্বায়ামঃ। কীদৃশমূতিং সহস্রসাতমাং অতিশয়েন ধনসহস্রাণাং দাত্রীম্।

আ তূ ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দসানঃ সুতং পিব।

নব্যমায়ুঃ প্রসূতির কৃধী সহস্রসামৃষিং ॥১১॥

হে ইন্দ্র তু ক্ষিপ্রং নোঽস্মান্ প্রত্যাগচ্ছ ইতি শেষঃ। হে কৌশিক কুশিকস্য পুত্রেন্দ্র মন্দসানো হৃষ্টো ভূত্বা সুতমভিষুতং সোমং পিব। যদ্যপি বিশ্বামিত্রঃ কুশিকস্য পুত্রস্তথাপি তদ্রূপেণেন্দ্রস্যৈবোৎপন্নত্বাৎ কুশিক-পুত্রত্বমবিরুদ্ধং। অয়ং বৃত্তান্তোঽনুক্রমণিকায়ামুক্তঃ। কুশিকস্ত্বৈষীর-থিরিন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্ ব্রহ্মচর্য্যং চচার। তস্যেন্দ্র এব গাথী পুত্রো যজ্ঞ ইতি। হে ইন্দ্র নব্যং সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ স্তুত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানপরমায়ুর্জীবিতং প্রসূতির প্রকর্ষেণ সৃষ্টং বর্দ্ধয়। ততো মাং সহস্রসাং সহস্রসংখ্যাকলাভো-পেতমৃষিমতীন্দ্রিয়দ্রষ্টারং কৃধি কুরু।

পরি ত্বা গির্ব্বণো গির ইমা ভবন্তু বিশ্বতঃ।

বৃদ্ধায়ুমনুবৃদ্ধয়ো জুষ্টা ভবন্তু জুষ্টয়ঃ ॥১২॥

হে গির্ব্বণঃ অস্মদীয় স্তুতিভাগিন্দ্র বিশ্বতঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু প্রযুজ্যমানা ইমা গিরোঽস্মদীয়াঃ স্তুতয়স্ত্বা ত্বাং পরিভবন্তু সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তু। কীদৃশ্যো গিরঃ বৃদ্ধায়ুমনু প্রবৃদ্ধেন আয়ুষোপেতং ত্বামনুসৃত্য বৃদ্ধয়ো বর্দ্ধমানাঃ। কিঞ্চৈতা গিরো জুষ্টাস্ত্বয়া সেবিতাঃ সত্যো জুষ্টয়োঽস্মাকং প্রীতিহেতবো ভবন্তু।

দশম সূক্ত

উদ্গাতারা শতক্রতু ! তোমার গীতি গাহে,
ঋগ্বেদীরা অর্ক মন্ত্রে, তোমায় নিত্য চাহে।
নৃত্যশিল্পী যেমন ভাবে উচ্চ করে বংশে,
তেমনি তোমা ব্রাহ্মণেরা খুবই ঠিক প্রশংসে।১

সানুর পরে সানু যখন পায়ের তলে নাচে,
বৃহৎ কর্ম্ম লাগি যবে ইন্দ্র দেবে যাচে।
যজমানের প্রয়োজনে তখন তিনি জানি,
স্বগণ সহ আসেন যাগে বৃষ্টিধারা দানি।২

কেশর যাদের ঝুলছে কাঁধে, পুণ্য যাদের অঙ্গ,
যুবন্ চারু সে দুই অশ্বে দেহ রথের সঙ্গ।
সোমপায়ী ইন্দ্র তুমি এস হেথায় রথে,
শুনবে মোদের স্তুতি যত উঠছে যজ্ঞ পথে।৩

এস ইন্দ্র ! এস বন্ধু, আরব্ধ এই কর্ম্মে,
স্তুষ্ট কর সামরবে তুষ্ট হয়ে মর্ম্মে
হোতৃ এবং অধ্বর্য্যুরে হর্ষ ভরে তুষি,
যজ্ঞ এবং মন্ত্র মোদের বাড়াও হয়ে খুসি।৪

গাইব মোরা উক্থ গীতি ইন্দ্রদেবের জয়ে,
শত্রু যিনি হনন করেন, বিনাশ করেন ভয়ে।
পুত্রগণে, বন্ধুজনে, দেবেন তিনি প্রীতি,
শক্র তিনি শক্তিশালী গাইব তাঁহার গীতি।৫

যাচি তাঁহার সখ্য মোরা, যাচি অমোঘ বিত্ত,
হে ভগবন্ সুবীর্য্য দিন, হৃষ্ট করুন চিত্ত।
শক্র তুমি শক্তি ধর সকল বরই দিতে,
তোমার কৃপা যাচি মোরা স্তুতি করি গীতে।৬

পূর্ণরূপে প্রসূত যা , দাও আমাদের সে যশ,
কাম্য যাহা অনায়াসে করহে তাহা বশ।
বাহির কর গোধন যত খুলি ব্রজভূমি,
অভীষ্ট যা দেহ ঢালি বজ্রী ইন্দ্র তুমি।৭

হে ভগবন্ শত্রুজয়ী তোমার যে মহিমা,
দ্যুলোক ভূলোক গেয়ে তবু পায়না কভু সীমা,
স্বর্গ হতে বৃষ্টিধারা কর তুমি ক্ষরণ
ক্ষীরপ্রদা গাভীগুলি কর তুমি প্রেরণ।৮

কর্ণ তোমার দিকে দেশে, শোন মোদের বাণী,
শোন মোদের স্তুতিধারা লহ আপন জানি,
বন্ধুজনেব বাক্য যথা অমৃত দেয় কাণে,
উচ্চারিত বাক্য তথা গ্রহণ কর প্রাণে।৯

জানি তোমায় জানি ইন্দ্র, অমোঘ তুমি দাতা,
বিপৎকালে রণস্থলে তুমি মোদের পাতা।
বৃষ্টিধারার মত তুমি ইষ্ট মোদের দেহ,
তোমায় ডাকি বাঞ্ছাদাতা রক্ষ মোদের গেহ। ১০

হে কৌশিক শতক্রতু ! ক্ষিপ্র হেথায় আসি,
অভিযুত সোমধারায় পান করহে হাসি।
বৃদ্ধি কর পরমায়ু কর্ম্মে বরণীয়,
ত্যাগের বলে কর ঋষি চিরস্মরণীয়। ১১

স্তুতি প্রিয় হে দেবতা ! আমরা বারে বারে,
স্তুতি মোদের ছড়িয়ে দেব তোমার চারিধারে।
হে দীর্ঘায়ু তোমায় পেযে বাড়বে মোদের গীতি
তোমার প্রীতি পেয়ে তারা দেবে মোদের প্রীতি। ১২

একাদশং সূক্তম্

ঋষির্মধুচ্ছন্দসঃ পুত্রো জেতা। ইন্দ্রো দেবতা। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ
এতস্য ঐন্দ্রসূক্তস্য তৃতীয় সবনে মহাব্রতে নিষ্কেবল্যে বিনিয়োগঃ।

ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধন্ৎ সমুদ্রব্যচসং গিরিঃ।

রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিং পতিং ॥১॥

বিশ্বাঃ সর্ব্বা গিরোঽস্মদীয়াঃ স্তুতয়ঃ। ইন্দ্রমবীবৃধন্ বর্ধিতবত্যঃ। সমুদ্রব্যচসং সমুদ্রবৎ ব্যাপ্তবন্তম্ রথীনাং রথযুক্তানাং যোদ্ধৃণাং মধ্যে রথীতমং অতিশয়েন রথযুক্তং বাজানামন্নানাং পতিং স্বামিনং সৎপতিং সন্মার্গবর্ত্তিনাং পালকম্।

সখ্যে ত ইন্দ্র বাজিনো মা ভেম শবসস্পতে।

ত্বামভি প্র নোনুমো জেতারমপরাজিতং ॥২॥

হে শবসস্পতে বলস্য পালকেন্দ্র তে তব সখ্যেঽনুগ্রহপ্রযুক্তে সখিত্বে বর্ত্তমানা বয়ং বাজিনোঽন্নবন্তো ভূত্বা মাভেম। শত্রুভ্যোভীতিং প্রাপ্তা মা ভূম। অতস্ত্বামভয়হেতুমভি প্রণোনুমঃ। সর্ব্বতঃ প্রকর্ষেণ স্তুমঃ। কীদৃশং ত্বাং। জেতারং। যুদ্ধেষু জয়শীলং। অপরাজিতং। কাপি পরাজয় রহিতং॥

পূর্ব্বীরিন্দ্রস্য রাতয়ো ন বি দস্যন্ত্যূতয়ঃ।

যদী বাজস্য গোমতঃ স্তোতৃভ্যো মংহতে মঘং ॥৩॥

ইন্দ্রস্য সম্বন্ধিন্যো রাতয়ো ধনদানানি পূর্ব্বীরনাদিকালসিদ্ধাঃ প্রভূতা বা। অন্যেন্দ্রস্য সর্ব্বদা যষ্টৃভ্যো ধনদানমেব স্বভাব ইত্যর্থঃ। এবং সতীদানীন্তনোঽপি যজমানঃ স্তোতৃভ্য ঋত্বিগ্‌ভ্যো গোমতো গোসহিতস্য বাজস্যান্নস্য পর্য্যাপ্তং মঘং ধনং যদি মংহতে। দক্ষিণারূপেণ দদাতি তদানীমূতয়ো বহু ধনদানপূর্ব্বকানীন্দ্রস্যাস্মদ্বিষয়ানি রক্ষণানি ন বিদস্যন্তি। বিশেষেণ নোপক্ষীয়ন্তে।

পূরাং ভিন্দুর্যুবা কবিরমিতৌজা অজায়ত।

ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা বজ্রী পুরুষ্টুতঃ ॥৪॥

অয়মিন্দ্র উচ্যমানগুণোযুক্তোঽজায়ত। সম্পন্নঃ। কীদৃগ্‌ গুণক ইতি তদুচ্যতে। পুরামসুরপুরাণাং ভিন্দুর্ভেত্তা। যুবা। কদাচিদপি বলীপলিতাদিবার্দ্ধক্যরহিতঃ। কবির্মেধাবী। অমিতৌজাঃ। প্রভূতবলঃ। বিশ্বস্য কর্ম্মণঃ কৃৎস্নস্য জ্যোতিষ্টোমাদের্ধর্ত্তা পোষকঃ। বজ্রী। যজমান রক্ষণার্থং সর্ব্বদা বজ্রযুক্তঃ। পুরুষ্টুতঃ। বহুবিধে তত্তৎ কর্ম্মণি স্তুতঃ॥

ত্বং বলস্য গোমতোঽপাবরদ্রিবো বিলং।

ত্বাং দেবা অবিভ্যুষস্তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥৫॥

বলনামকঃ কশ্চিদসুরো দেবসম্বন্ধিনীর্গা অপহৃত্য কস্মিংশ্চিদ্ বিলেগোপিতবান্। তদানীমিন্দ্রস্তদ্বিলং স্বসৈন্যেন সমাবৃত্য তস্মাদ্ বিলাদগা

নিঃসারয়ামাস। তদিদমুপাখ্যানমিন্দ্রোবলস্য বিলমাপোর্ণোদিত্যাদি ব্রাহ্মণেষু মন্ত্রান্তরেষু চ প্রসিদ্ধং। তদেতদ্ হৃদি নিধায় অয়ং মন্ত্রঃ প্রবর্ততে। হে অদ্রিবঃ। বজ্রযুক্তেন্দ্র। ত্বং গোমতো বলস্য গোভির্যুক্তস্য বলনামক স্যাসুরস্য সম্বন্ধি বিলমপাবঃ। স্বসৈন্যমুখেনপাবৃতবানসি। তদানীং তুজ্যমানাসো বলেন হিংস্যমানা দেবা অবিভ্যুষস্তদীয় রক্ষন্নাবলাদভীতাঃ সন্তস্ত্বামাবিষুঃ। প্রাপ্তবন্তঃ।

তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং সিন্ধুমাবদন্।

উপাতিষ্ঠন্ত গির্বণো বিদুষ্টে তস্য কারবঃ ॥৬॥

হে শূর। সংগ্রামে শৌর্য্যযুক্তেন্দ্র। তব রাতিভিঃ কর্ম্মসু ত্বদীয়ৈর্ধসু ত্বদীয়ৈর্ধনদানৈঃ নিমিত্তভূতৈরহং হোতা প্রত্যায়ং ত্বাং পুনরাগতোঽস্মি। পুরা বহুসু কর্ম্মসু ত্বত্তো ধনস্য লব্ধত্বাদস্মিন্ কর্ম্মণি প্রত্যাগমনমিত্যুচ্যতে। কিং কুর্ব্বন্। সিন্ধুং স্যন্দমানং সোমমাবদন্। সর্ব্বতঃ কথয়ন্। অস্মিন সোমযাগে ত্বদীয়াং ধনদানকীর্ত্তিং প্রকটয়ন্নিত্যর্থঃ। হে গির্ব্বণঃ। গীর্ভির্ব্বননীয়েন্দ্র। কারক কর্ত্তার ঋত্বিগ্ যজমানাঃ উপতিষ্ঠন্ত। পুরা ধনলাভার্থং ত্বামুপস্থিতবন্তঃ। উপস্থায় চ তস্য তাদৃশস্যৌদার্য্যোপেতস্য তে তব ধনদানং বিদুঃ। জানন্তি।

মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং শুষ্ণমবাতিরঃ।

বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেষাং শ্রবাংস্যুত্তির ॥৭॥

হে ইন্দ্র ত্বং মায়িনং নানাবিধ কপটোপেতং শুষ্ণং ভূতানাং শোষণহেতুমেতন্নামকমসুরং মায়াভিস্তৎপ্রতিকূলৈঃ কপটবিশেষৈঃ। যদ্বা

তদ্বধোপায়গোচর প্রজ্ঞাভিঃ। অবাতিরঃ। হিংসিতবানসি। এতচ্চ যাস্কেনোক্তং। ইন্দ্র শুষ্ণং জঘান। নিং ৩।১১। ইতি। শুষ্ণং পিপ্রুমিত্যাদি মন্ত্রে চায়মর্থো বিস্পষ্টঃ। মেধিরা মেধাবন্তোঽনুষ্ঠাতারস্তস্য তাদৃশস্য তে তব মহিমানং বিদুঃ। জানন্তি। তেষাং জানতামনুষ্ঠাতৄণাং শ্রবাংস্যান্নান্যুত্তির বর্দ্ধয়॥

ইন্দ্রমীশানামোজসাভি স্তোমা অনূষত।

সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ॥৮॥

স্তোমাঃ স্তোতারঃ ঋত্বিজঃ ওজসা বলেনেশানং জগতো নিয়ামকমিন্দ্রং অভ্যনূষত। সর্ব্বত্র স্তুতবন্তঃ। যস্যোন্দ্রস্য রাতয়ো ধনদানানি সহস্রং সহস্রং সংখ্যোপেতানি সন্তি। উত বা। অথবা ভূয়সীঃ সহস্রসংখ্যায়া অপ্যধিকাঃ সন্তি।

একাদশ সূক্ত

সাগর সম ব্যাপ্তি যাঁহার, রথীর রথী যিনি,
সাধুজনের পালক বলে যারে মোরা চিনি,
অন্ন ধনের চিরস্বামী মহৎ ইন্দ্র তিনি,
স্তুতি মোদের বাড়াক তাঁরে সকল দুঃখ জিনি।১

ইন্দ্র দাতা অনাদি কাল সবাই তাহা জানে,
ঋদ্ধ করুন যজমানে মহৎ তাঁহার দানে,
অন্ন এবং গোধন দিয়ে করুন তিনি রক্ষা
মহৎ তাঁহার বরে যেন না করি উপেক্ষা।২

বলপতি ইন্দ্র তুমি। তোমার মিত্র হয়ে,
অশ্ববন্ত হইগো মোরা না জানি কোনও ভয়ে।
জেতা তুমি হে সুক্রতু। হে অপরাজিত!
তোমার লাগি স্তুতি মোদের হোক হে সদা গীত।৩

অসুরগণের দুর্গ তিনি ভাঙেন অনায়াসে,
চিরনবীন কবি কিন্তু বাঁধেন বজ্রপাশে,
অমিত তার ওজস্বিতা বিশ্বকালের ধাতা
জন্ম নিলেন চিরস্তুত ইন্দ্র বিশ্বপিতা।৪

বজ্রধারী হে দেবতা বজ্র তোমার ছাড়ি,
বলাসুরের গুহা হতে গোধন নিলে কাড়ি
বলাসুরের হিংসা ভয়ে গভীর দুঃখ ছায়ে,
শরণ নিল সুরবৃন্দ শত্রুদমন পায়ে।৫

আবার এনু তোমার পাশে অশেষ বিত্ত চাহি,
অশেষ তব কীর্ত্তিগাথা বারে বারে গাহি,
হে বীর তোমা পূর্ব্বকালে ভজেছিল যাগে
তাইত জানি বদান্যতা ডাকি অনুরাগে ।৬
মায়াবী যে শুষ্ণ অসুর করলে হনন তারে,
করলে তারে পরাজিত মায়ার অভিসারে,
মেধাবী সব যাজ্ঞিকেরা কীর্ত্তি তোমার জানে
বৃদ্ধি কর তাদের তুমি সত্য শ্রেয় দানে ।৭
ঈশান তুমি হে মঘবা, তোমার ওজঃ বলে,
স্তোতৃগণের কীর্ত্তনে যে তোমার খ্যাতি চলে
তোমার উদার বদান্যতা সহস্র হয়ে নিত্য,
প্রদান কর আরও অধিক উজাড় করি বিত্ত ।৮

প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থোঽনুবাকঃ। দ্বাদশং সূক্তং। প্রথমোঽধ্যায়ঃ।
দ্বাবিংশস্ত্রয়োবিংশশ্চ বর্গঃ।

দ্বাদশং সূক্তম্

ঋষিঃ কণ্বপুত্রোমেধাতিথিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নির্দ্দেবতা।
আগ্নেয় যজ্ঞে বিনিয়োগঃ।

অগ্নিং দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং।

অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং ॥১॥

অগ্নিং দূতং দেবদূতং বৃণীমহে সংভজামঃ। কীদৃশং হোতারং দেবা-নামাহ্বাতারং বিশ্ববেদসং সর্ব্বধনোপেতং অস্য প্রবর্ত্তমানস্য যজ্ঞস্য নিষ্পাদকত্বেন সুক্রতুং শোভনকর্ম্মাণং শোভনপ্রজ্ঞং বা।

অগ্নিমগ্নিং হবীমভিঃ সদা হবন্ত বিশ্‌পতিং।

হব্যবাহং পুরুপ্রিয়ং ॥২॥

যদ্যপ্যগ্নিঃ স্বরূপেনৈক এব তথাপি প্রয়োগভেদাদাবহনীয়াদি স্থানভেদাৎ পাবকাদি, বিশেষণভেদাদ্বা বহুবিধ ত্বমভিপ্রেত্যাগ্নিমগ্নিমিতি বীপ্সা। তং হবীমভিরাহ্বানকারণৈর্মন্ত্রৈ সদা হবন্তঃ নিরন্তরমনুষ্ঠাতার আহ্বয়ন্তি। কীদৃশং বিশ্‌পতিং বিশাং প্রজানাং হোত্রাদীনাং পালকং হব্যবাহং যজমানসমর্পিতস্য হবিষো দেবান্ প্রতি বোঢ়ারং অতএব পুরুপ্রিয়ং বহুনাং প্রীত্যাস্পদং।

অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ জজ্ঞানো বৃক্তবর্হিষে।

অসি হোতা ন ঈড্যঃ ॥৩॥

হে অগ্নে জজ্ঞানোঽরণ্যোরুৎপন্নস্তং বৃক্তবর্হিষে আস্তরণার্থং ছিন্নেন বর্হিষা যুক্তায়। তং যজমানমনুগ্রহীতুমিহ কর্ম্মণি হবির্ভুজো দেবামাবহ। নোঽস্মদর্থং হোতা দেবানামাহ্বাতা ত্বমীড্যঃ স্তুত্যোঽসি।

তাঁ উশতো বিবোধয় যদগ্নে যাসি দূত্যং।

দেবৈরাসৎসি বর্হিষি ॥৪॥

হে অগ্নে যদ্যস্মাৎ কারণাদ্দূত্যং যাসি। দেবানাং দূতকর্ম্ম প্রাপ্তোঽসি। তস্মাৎ কারণাদুশতো হবিঃ কাময়মানান্ তান্ দেবান্ হবিঃ স্বীকারার্থং বিবোধয়। বিবোধ্য চ বর্হিষি অস্মিন্ কর্ম্মণি তৈর্দেবৈ সহ আসৎসি আসীদ আগত্যোপবিশ।

ঘৃতাহবন দীদিবঃ প্রতি ষ্ম রিষতো দহ।

অগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনঃ ॥৫॥

হে ঘৃতাহবন ঘৃতেনাহূয়মান দীদিবো দীপ্যমানাগ্নে ত্বং রক্ষস্বিনো রাক্ষোযুক্তান্ রিষতো হিংসকান্ প্রত্যস্মাকং প্রতিকূলান্ দহস্ব। সর্ব্বদা ভস্মীকুরু।

অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে কবির্গৃহপতির্যুবা।

হব্যবাড়্ জুহ্বাস্যঃ ॥৬॥

অগ্নিরাহবনীয়াখ্যস্তস্মিন্ প্রক্ষিপ্যমাণেনাগ্নিনা নির্মথ্যেন প্রণীতেন বা সহ সমিধ্যতে। সম্যগ্ দীপ্যতে। কবির্মেধাবী। গৃহপতির্যজমানগৃহস্য পালকঃ যুবা নিত্যতরুণঃ হব্যবাট্ হবিষো বোঢা জুহ্বাস্য জুহূরূপেণ মুখেন যুক্তঃ॥

কবিমগ্নিমুপস্তুহি সত্যধর্ম্মাণমধ্বরে।

দেবমমীবচাতনং ॥৭॥

হে স্তোতৃসংঘ। অধ্বরে ক্রতৌ অগ্নিমুপস্তুহি উপেত্য স্তুতিং কুরু। কবিং মেধাবিনং সত্যধর্ম্মানং সত্যবচনরূপেণ ধর্ম্মেণোপেতং দেবং দ্যোতমানং অমীবচাতনং অমীবানাং হিংসকানাং শত্রূণাং রোগাণাং বা ঘাতকং।

যস্ত্বামগ্নে হবিষ্পতির্দূতং দেব সপর্য্যতি।

তস্য স্ম প্রাবিতা ভব ॥৮॥

হে অগ্নে দেব যো হবিষ্পতির্যজমানো দেবদূতং ত্বাং সপর্য্যতি পরিচরতি। তস্য যজমানস্য প্রাবিতা ভবস্ম অবশ্যং রক্ষকো ভব।

যো অগ্নিং দেববীতয়ে হবিষ্মাঁ আবিবাসতি।

তস্মৈ পাবক মৃড়য় ॥৯॥

হবিষ্মান্ হবির্যুক্তো যো যজমানো দেববীতয়ে দেবানাং হবির্ভক্ষণহেতু যাগার্থমগ্নিম্ আবিবাসতি। অগ্নেঃ সমীপে বিশেষেণাগত্য পরিচর্য্যাং করোতি। হে পাবকায় তস্মৈ মৃড়ায়—তং যজমানং সুখয়।

স নঃ পাবক দীদিবোঽগ্নে দেবাঁ ইহাবহ।

উপযজ্ঞং হবিশ্চ নঃ ॥১০॥

হে দীদিবো দীপ্যমান পাবক শোধকাগ্নে স ত্বং নোঽস্মদর্থমিহ দেবযজন দেশে দেবানাবহ। ততো নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং তত্রত্য হবিশ্চোপ দেবসমীপে প্রাপয়।

স নঃ স্তবান আ ভর গায়ত্রেণ নবীয়সা।

রয়িং বীরবতীমিষং ॥১১॥

হে অগ্নে নবীয়সা নবতরেণ পূর্ব্বৈরপ্যসম্পাদিতেন গায়ত্রেণ গায়ত্রীচ্ছান্দস্কেনানেন সূক্তেন স্তবানঃ স্তূয়মানঃ স ত্বং নোঽস্মদর্থং রয়িং ধনং বীরবতীং শূরপুত্রপ্রভৃত্যপত্যযুক্তামিষমন্নং চাভর। সম্পাদয়।

অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা বিশ্বাভির্দ্দেবহূতিভিঃ।

ইমং স্তোমং জুষস্ব নঃ ॥১২॥

হে অগ্নে শুক্রেণ শোচিষা ত্বদীয় শ্বেতবর্ণ দীপ্ত্যা বিশ্বাভির্দ্দেবহূতিভিস্ত্বৎকৃতসর্ব্বদেবতাহ্বানসাধনস্তোত্রৈশ্চ যুক্তস্ত্বং নোঽস্মদীয়মিমং স্তোমং স্তোত্রবিশেষং জুষস্ব সেবস্ব।

দ্বাদশ সূক্ত

অগ্নি তোমায় বরণ করি হোতা ও দূত দেব দলে,
সর্ব্ব ধনের স্বামী তুমি, পূর্ণ কর যজ্ঞ ফলে ।১

হে বিচিত্র অগ্নি তোমায় হবন করি হবি দানে,
লোকপ্রিয়, প্রজাপালক হব্য লহ স্বর্গ পানে ।২

জন্ম তোমার অরণিতে, বন্দনীয় হোতা তুমি
দেবগণে হেথায় আনো, ছিন্ন কুশে বৃত তুমি ।৩

দৌত্য তোমার কর্ম্ম প্রিয় উদ্বোধিত কর সুরে,
কুশাসনের পরে হেথায় এস তুমি যজ্ঞপুরে ।৪

দীপ্তিশালী অগ্নি তুমি, ঘৃতে তোমায় হবন করি,
পাপাচারী হিংসাকারী দলে কর মোদের অরি ।৫

দীপ্ত বদন হব্য বাহন যজমানের গৃহপতি,
নিত্যতরুণ অগ্নি কবি অগ্নি দিয়ে জানাই রতি ।৬

দীপ্তি উজল শত্রুদমন সত্যে যাহার হৃদয় ভরা,
মেধাবী যে অগ্নিদেবে স্তুতি করতে এস ত্বরা ।৭

হে দেবতা তোমায় জানি দেবগণের বার্ত্তাবহ,
রক্ষা কর যজমানে তাহার দেওয়া অর্ঘ্য লহ ।৮

যে জন নিতি দেবোদ্দেশে অগ্নি তোমায় পূজন করে,
হবিস্পতি তারে পাবক, রেখ তুমি সুখ ভরে ।৯

ডাক হেথায় সুরগণে
দীপ্ত পাবক হে হুতাশন !
যজ্ঞ মোদের, হবি মোদের,
দেবলোকে কর বহন ।১০

গায়ত্রী এই ছন্দে নূতন,
স্তুতি করি সকল ক্ষণে,
দাও অপত্য বীর্য্যশালী,
ঋদ্ধ কর প্রচুর ধনে ।১১

শুভ্র শুচি তোমার শিখা,
অশেষ মোদের দেবহূতি
এস তুমি দীপ্তি উজ্জ্বল
গ্রহণ কর মোদের স্তুতি ।১২

প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থোঽনুবাকঃ। ত্রয়োদশং সূক্তম্।
প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমোঽধ্যায়ঃ। চতুর্বিংশ পঞ্চবিংশশ্চবর্গৌ।

ত্রয়োদশং সূক্তং

ঋষি কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। অগ্নির্দ্দেবতা,
তস্য আপ্রীসূক্তস্য পশুযাগে বিনিয়োগঃ।

সুসমিদ্ধো ন আবহ দেবাঁ অগ্নে হবিষ্মতে।
হোতঃ পাবক যক্ষি চ ॥১॥

হে অগ্নে সুসমিদ্ধনামকস্ত্বং নোঽস্মদীয়ায় হবিষ্মতে যজমানায় তদনুগ্রহার্থং দেবানাবহ। হে পাবক শোধক হোর্তহোমনিষ্পাদকাগ্নে যক্ষি চ যজ চ।

মধুমন্তং তনূনপাদ্ যজ্ঞং দেবেষু নঃ কবে।
অদ্যা কৃণুহি বীতয়ে ॥২॥

হে কবে মেধাবিন্ অগ্নে তনূনপাদেতন্নামক ত্বমদ্যাস্মিন্ দিনে নোঽস্মদীয়ং মধুমন্তং রসবন্তং যজ্ঞং হবির্বীতয়ে ভক্ষার্থং দেবেষু কৃণুহি কুরু প্রাপয়।

নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্ যজ্ঞ উপহ্বয়ে।
মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতং ॥৩॥

ইহ দেবজনদেশেঽস্মিন্ প্রবর্ত্তমানে যজ্ঞে নরাশংসমেতন্নামকমগ্নিমুপহ্বয়ে আহ্বয়ামি। প্রিয়ং দেবানাং প্রীতিহেতুং মধুজিহ্বং মধুরভাষিতজিহ্বোপেতং মাধুর্য্যঃরসাস্বাদকজিহ্বোপেতং বা হবিষ্কৃতং হবিষো নিষ্পাদকং।

অগ্নে সুখতমে রথে দেবাঁ ঈড়িত আবহ।

অসি হোতা মনুর্হিতঃ ॥৪॥

হে অগ্নে ঈড়িতোঽস্মাভিস্তুতঃ সন্ সুখতমেঽতিশয়েন সুখহেতৌ। কস্মিংশ্চিদ্ রথে দেবান্ স্থাপয়িত্বা কর্মভূমাবহ। মনুর্হিতঃ মন্ত্রেণ মনুষ্যেন বা যজমানাদিরূপেণ হিতোঽত্র স্থাপিত স্বং হোতা দেবানামাহ্বাতাসি।

স্তৃণীত বর্হিরানুষগ্ ঘৃতপৃষ্ঠং মনীষিণঃ।

যত্রামৃতস্য চক্ষণং ॥৫॥

হে মনীষিনো বুদ্ধিমন্ত ঋত্বিজঃ বর্হির্দর্ভং স্তৃনীত বেদেরুপর্য্যাচ্ছাদয়ত। অত্রাপি বর্হিনামকোঽগ্নিঃ সূচ্যতে। কীদৃশং বর্হিরাস্তরনীয়ং আনুষক্ অনুক্রমেণ সক্তং পরস্পরসংবদ্ধং ঘৃতপৃষ্ঠং ঘৃতপূর্ণানাং স্রচাং সাদিতত্বাদ্ ঘৃতং পৃষ্ঠং উপরিভাগে যস্য বর্হিষস্তদঘৃতপৃষ্ঠং। যত্র যস্মিন্ বর্হিষ্যমৃতস্য অমৃতসমানস্য ঘৃতস্য চক্ষণং দর্শনং ভবতি। যদ্বা মরণ রহিতস্য দেবস্য বর্হিনামকস্যাগ্নের্দশনং ভবতি।

বি শ্রয়ন্তামৃতাবৃধো দ্বারো দেবীরসশ্চতঃ।

অদ্যা নূনং চ যষ্টবে ॥৬॥

দ্বারো যজ্ঞস্য শালাদ্বারানি বিশ্রয়ন্তাং কপাটোদঘাটনেন বিশ্রিয়ন্তাং। ঋতাবৃধঃ ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধয়িত্র্যঃ। দেবীঃ দ্যোতমানাঃ অসশ্চতঃ অসশ্চন্ত্যা উদঘাটনেন প্রবেষ্টৃপুরুষসঙ্গরহিতাঃ যদ্বা অসশ্চতঃ

প্রবেষ্টৃপুরুষরহিতান্ যজ্ঞগৃহান্ তৎপুরুষপ্রবেশায় দ্বারাভিমানিন্ত এতৎসংজ্ঞক-অগ্নিবিশেষমূর্ত্তয়ো বিশ্রয়ন্তাং বিশেষেণ সেবন্তাং। দ্বার-সেবয়া তত্র পুরুষপ্রবেশেন কিং প্রয়োজনমিতি তদুচ্যতে। অদ্যাস্মিন্ দিনে নূনং অবশ্যং যষ্টবে যষ্টুং। চকারাদ্দিনান্তরেষ্বপি দ্রষ্টব্যং।

নক্তোষাসা সুপেশসাস্মিন্ যজ্ঞ উপহ্বয়ে।

ইদং নো বর্হিরাসদে ॥৭॥

নক্ত শব্দ উষঃ শব্দশ্চ লোকে কালবিশেষবাচিনৌ। ইহ তু তৎ-কালাভিমানিবহ্নিমূর্ত্তিদ্বয়ে প্রযুজ্যেতে। নক্তোষাসা নক্তোষো-নামিকে বহ্নিমূর্ত্তী অস্মিন্ প্রবর্ত্তমানে যজ্ঞকর্ম্মণি উপহ্বয়ে আহ্বয়ামি। নোঽস্মদীয়ং বেদ্যামাস্তীর্ণং বর্হির্দর্ভমাসদে আসর্ত্তুং প্রাপ্তুং সুপেশসা শোভনরূপযুক্তে।

তা সুজিহ্বা উপহ্বয়ে হোতারা দৈব্যা কবী।

যজ্ঞং নো যক্ষতামিমং ॥৮॥

তা তৌ যাজ্ঞিকানাং প্রসিদ্ধৌ দ্বাবগ্নী উপহ্বয়ে আহ্বায়ামি। নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং যক্ষতাং তাবুভৌ যজতামনুতিষ্ঠতাং। কীদৃশৌ সুজিহ্বা শোভনজিহ্বোপেতৌ প্রিয় বচনৌ শোভনজ্বালৌ বা ইত্যর্থঃ। হোতারা হোমনিষ্পাদকৌ দৈব্যা দৈব্যৌ দেবসম্বন্ধিনৌ অতএবেমাবগ্নী দৈব্যাহোতৃ নামকৌ কবী মেধাবিনৌ।

ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ।

বর্হিসীদন্ত্বস্রিধঃ ॥৯॥

অত্র মহী শব্দো মহত্বগুণযুক্তাং ভারতীমাচষ্টেঽন্যেষু আপ্রীসূক্তেষু সদৃশেষু ইডাসরস্বতী ভারতীত্যাম্নাতত্বাৎ। ইড়াদিশব্দাভিধেয়া বহ্নি মূর্ত্তয়স্তিস্রো দেবীর্দীপ্যমানা বর্হির্বেছামাস্তীর্ণং সীদন্তু। প্রাপ্নুবন্তু। ময়োভুবঃ সুখোৎপাদকাঃ অস্রিধঃ শোষেণ বা ক্ষয়েণ বা রহিতাঃ।

ইহ ত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে।

অস্মাকমস্তু কেবলঃ ॥১০॥

ত্বষ্টারং ত্বষ্টৃনামকমগ্নিমিহ কর্ম্মণ্যুপহ্বয়ে। অগ্রিয়ং শ্রেষ্ঠং বিশ্বরূপং। বহুবিধরূপোপেতং নোঽস্মাকং কেবলোঽসাধারণোঽস্তু। ইতরযজমানেভ্যোঽপ্যধিকম্ অনুগ্রহং করোতু।

অব সৃজা বনস্পতে দেব দেবেভ্যো হবিঃ।

প্র দাতুরস্তু চেতনং ॥১১॥

হে বনস্পতে এতন্নামকাগ্নে দেব হবির্ভুগ্ভ্যো দেবেভ্যোঽস্মদীয়ং হবিরবসৃজ সমর্পয়। প্রদাতুর্যজমানস্য চেতনং পরলোকবিষয়ং বিজ্ঞানং ত্বৎপ্রসাদাদস্তু।

স্বাহা যজ্ঞং কৃণোতনেন্দ্রায় যজ্বনো গৃহে।

তত্র দেবাঁ উপহ্বয়ে ॥১২॥

স্বাহাশব্দ হবিঃ প্রদানবাচী সন্ এতন্নামকমগ্নিবিশেষং লক্ষয়তি। তদগ্নিসম্পাদিতং যজ্ঞমিন্দ্রায় ইন্দ্রতুষ্ট্যর্থং যজ্বনো যজমানস্য গৃহে ঋত্বিজঃ কৃণোতন কুরুত। তত্র যজ্ঞে দেবানুপহ্বয়ে।

ত্রয়োদশ সূক্ত

সুসমিদ্ধ পাবক অগ্নি ! ডাক হেথায় সুরগণে,
হবির্দাতা মোদের লাগি যজন কর প্রীত মনে ।১

তনূনপাৎ অগ্নি তুমি, যজ্ঞ মোদের মধুমন্ত,
লহ কবি দেবসেবায় হবি মোদের রসবন্ত ।২

তোমায় ডাকি যজ্ঞে মোদের নারশংস হে হুতাশন !
প্রিয় তুমি মধুজিহ্ব, হবি তোমার পায় যে শরণ ।৩

সুখতম রথে আনো আরাধিত দেবগণে,
হোতা তুমি ইড়া অগ্নি, হিত কর সকল জনে ।৪

হে মনিষী ঋত্বিকেরা ছড়িয়ে দাও আজকে কাজে
ঘৃত পৃষ্ঠ বর্হি সকল অমৃত যার বক্ষে রাজে ।৫

সত্যদীপক, দ্যুতি উজ্জ্বল যজ্ঞদ্বারের কপাট খোলো,
যে দ্বার দিয়ে লোক না পশে, যাগসাধনে আর না ভোলো ।৬

যজ্ঞে তোমায় ডাকি অগ্নি, নক্ত উষা তোমায় বলে,
বসবে হেথায় দর্ভাসনে, শোভনরূপে শিখা জ্বলে ।৭

হে সুজিহ্ব হোতৃযুগল এস দোঁহে লহ আসন
তোমরা কবি দিব্য দুজন যজ্ঞে মোদের কর যাজন ।৮

ইড়া, সরস্বতী, মহী অগ্নি দেবের তিনটি শিখা
জ্বলুক সুখে দর্ভাসনে ক্ষয় যে তাহার নাহি লিখা ।৯

বিশ্বরূপা ত্বষ্টা যিনি,　　　থাকুন তিনি যজ্ঞ ঘেরি,
তিনি কেবল আমাদেরি,　　　অগ্র তিনি অগ্রজেরি ।১০
বনস্পতি অগ্নি তুমি　　　হবি দেহ দেবজনে,
চেতন কর যজমানে　　　যাজন কর ফুল্লমনে ।১১
উপাসকের গৃহে তুমি　　　ইন্দ্র লাগি' জ্বলছ স্বাহা
ডাকি হেথায় সুরবৃন্দ　　　যজ্ঞ কর আজকে আহা ।১২

প্রথমং মণ্ডলং চতুর্থোঽনুবাকঃ। চতুর্দ্দশং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ
প্রথমোঽধ্যায়ঃ। ষড়্বিংশঃ সপ্তবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ

চতুর্দ্দশং সূক্তং

ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। দেবতা বহ্ব্যঃ ব্যূঢ়-দ্বাদশাহস্য প্রথমে ছন্দোমে তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

ঐভিরগ্নে দুবো গিরো বিশ্বেভিঃ সোমপীতয়ে।

দেবেভির্যাহি যক্ষি চ ॥ ১ ॥

হে অগ্নে এভিরিস্মন্ যজ্ঞে সম্ভাবিতৈর্বিশ্বেভির্দ্দেবেভিঃ সর্ব্বৈর্দ্দেবৈঃ সহ সোমপীতয়ে সোমপানোপেত-যাগার্থং দুবোঽস্মদীয়াং পরিচর্য্যাং গিরো-ঽস্মদীয়া স্তুতীশ্চ প্রত্যয়াহি আগচ্ছ। যক্ষি চ আগত্য যজ চ।

আ ত্বা কণ্বা অহূষত গৃণন্তি বিপ্র তে ধিয়ঃ।

দেবেভিরগ্ন আগহি ॥২॥

হে বিপ্র মেধাবিন্ অগ্নে কণ্বা মেধাবিন ঋত্বিজস্ত্বা যজ্ঞনিষ্পাদকং ত্বামাহূষত আহ্বয়ন্তি। তথা তে ধিয়স্ত্বদীয়ানি কর্ম্মানি গৃণন্তি কথয়ন্তি। ততো হে অগ্নে দেবাভির্দ্দেবৈ সদাগহি আগচ্ছ।

ইন্দ্রবায়ূ বৃহস্পতিং মিত্রাগ্নিং পূষণং ভগং।

আদিত্যান্ মারুতং গণং ॥৩॥

ইন্দ্রাদি দেবান্ মারুতং বায়ুনাং সম্বন্ধিনং গণং চ হে অগ্নে যক্ষীতি পদদ্বয়মনুবর্ত্ততে।

প্র বো ভ্রিয়ন্ত ইন্দবো মৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ।

দ্রপ্সা মধ্বশ্চমূষদঃ ॥৪॥

হে ইন্দ্রাদি দেবা বো যুষ্মদর্থমিন্দবঃ সোমাঃ প্রভ্রিয়ন্তে। প্রকর্ষেণ সম্পাদ্যন্তে। মৎসরা তৃপ্তিকরাঃ মৎসরঃ সোমো মন্দতেস্তৃপ্তিকর্ম্মণঃ। নিঃ ২।৫ ইতি যাস্কঃ মাদয়িষ্ণবঃ হর্ষহেতবঃ। দ্রপ্সাঃ বিন্দুরূপাঃ মধ্বঃ মধুরাঃ চমূষদঃ চমূষু চমসাদিপাত্রেষু অবস্থিতাঃ।

ঈড়তে ত্বামবস্যবঃ কণ্বাসো বৃক্তবর্হিষঃ।

হবিষ্মন্তো অরংকৃতঃ ॥৫॥

হে অগ্নে তামীড়তে—ঋত্বিজঃ স্তুবন্তি। অবস্যবঃ—অবসং রক্ষণং তদ্বেতুন দেবানিচ্ছন্তঃ। কণ্বাসঃ। মেধাবিনঃ বৃক্তবর্হিষঃ আস্তরণার্থং ছিন্নদর্ভাঃ হবিষ্মন্তঃ হর্বিযুক্তাঃ অরং কৃতঃ অলঙ্কর্ত্তারঃ।

ঘৃতপৃষ্ঠা মনোযুজো যে ত্বা বহন্তি বহ্নয়ঃ।

আ দেবান্‌ৎ সোমপীতয়ে ॥৬॥

হে অগ্নে ত্বা ত্বাং যেঽশ্বা রথেন বহন্তি। ঘৃতপৃষ্ঠা পুষ্টাজ্যেন দীপ্ত পৃষ্ঠাঃ। মনোযুজঃ মনঃসংকল্পমাত্রেন রথে যুজ্যমানাঃ বহ্নয়ঃ বোঢারঃ। তৈরশ্বৈঃ সোমপানহেতুযাগার্থং দেবান আবহেতি শেষঃ॥

তান্ যজত্রাঁ ঋতাবৃধোঽগ্নে পত্নীবতস্কৃধি।

মধ্বঃ সুজিহ্ব পায়য় ॥৭॥

হে অগ্নে তানিন্দ্রাদীন্ যজত্রান্ যজনীয়ান্ ঋতাবৃধঃ সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধকান্ পত্নীবতঃ পত্নীযুক্তান্ কৃধি কুরু। হে সুজিহ্ব শোভনজিহ্বোপেত মধ্বোমধুরস্য সোমস্য ভাগং দেবান্ পায়য় ॥

যে যজত্রা য ঈড্যাস্তে তে পিবন্তু জিহ্বয়া।

মধোরগ্নে বষট্ কৃতি ॥৮॥

যে দেবা যজত্রা যষ্টব্যা তথা যে দেবা ঈড্যাঃ স্তুত্যাঃ। তে সর্ব্বেঽপি বষঢ্ কৃতি বষট্কারকালে বষট্কারযুক্তে যাগে বা হে অগ্নে তে ত্বদীয়য়া জিহ্বয়া মধোর্মধুরস্য সোমস্য ভাগং পিবন্তু।

আকীং সূর্য্যস্য রোচনাদ্বিশ্বান্দেবাঁ উষর্ব্বুধঃ।

বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি ॥৯॥

বিপ্রো মেধাবী হোতা হোমনিষ্পাদকোঽগ্নিরুষর্ব্বুধ উষঃকালে যাগ গমনায় প্রবুদ্ধমানান্ বিশ্বান্ দেবান্ সূর্য্যস্য সম্বন্ধিনো রোচনাৎ স্বর্গ-লোকাদিহ কর্ম্মণ্যাকীং বক্ষতি আবহতু।

বিশ্বেভিঃ সোম্যং মধ্বগ্ন ইন্দ্রেণ বায়ুনা।

পিবা মিত্রস্য ধামভিঃ ॥১০॥

হে অগ্নে ত্বং বিশ্বেভিঃ সর্ব্বৈ পূষভগাদিভিঃ দেবৈরিন্দ্রেন বায়ুনা মিত্রস্য সম্বন্ধির্ভির্দ্ধামভিস্তেজোভিঃ মূর্ত্তিবিশেষরূপৈশ্চ সহ সোম্যং সোম-সম্বন্ধি মধু মধুরং ভাগং পিব।

ত্বং হোতা মনুর্হিতোঽগ্নে যজ্ঞেষু সীদসি।

সেমং নো অধ্বরং যজ ॥১১॥

হে অগ্নে মনুর্হিতো মনুষা হোত্রাদি রূপেণ মনুষ্যেণ হিতঃ সম্পাদিতো হোতা হোম নিষ্পাদতে ত্বং যজ্ঞেষু সীদসি। তিষ্ঠসি। স ত্বং নোঽস্মদীয়ং ইমমধ্বরং যজ্ঞং যজ নিষ্পাদয়।

যুক্ষ্বা হ্যরুষী রথে হরিতো দেব রোহিতঃ।

তাভির্দেবাঁ ইহাবহ ॥১২॥

হে দেবাগ্নে রোহিতো রোহিচ্ছব্দাভিধেয়াস্তদীয়া বড়বা রথে যুক্ষ্ব-যুজ যোজয়। হি শব্দ পাদপূরণার্থঃ। কীদৃশীঃ? অরুষীঃ গতিমতীঃ হরিষঃ হর্ত্তুং রথারূঢান্ পুরুষান্ নেতুং সমর্থাঃ তাভিবড়বাভিরিহাস্মিন্ কর্ম্মণি দেবানাবহ॥

চতুর্দ্দশ সূক্ত

বিশ্বদেবগণের সাথে এস অগ্নি যজ্ঞ মাঝে,
লহ মোদের সোম ও স্তুতি বৃত হও হে যজ্ঞ কাজে।১

কাণ্ব বংশ তোমায় ডাকে এস হেথায় দেবগণে,
অগ্নি তোমার কীর্ত্তি-কথা কীর্ত্তনিছে বিপ্রগণে।২

ইন্দ্র বায়ু বৃহস্পতি আদিত্য ও মরুদ্‌গণে,
ডাকি মোরা পূষণ ভগে মিত্র এবং হুতাশনে।৩

বিন্দুরূপ সোমসুধা সবার লাগি পাত্রে ভরি,
মধুর যাহা আনন্দময় হৃদয় মাতায় তৃপ্ত করি।৪

হবিষ্মন্ত ঋত্বিকেরা স্তুতি করে শরণ মাগি,
ছিন্নকুশে ব্যস্ত যারা দেবগণের ভূষণ লাগি।৫

দীপ্ত পৃষ্ঠ মনোগতি তুরগ যেথা তোমায় বহে,
তাদের পিঠে সুরদলে আনো তুমি আজকে মহে।৬

ঋতবর্দ্ধন দেবগণে পত্নীযুত কর তুমি,
যজনীয় তারা সবে তৃপ্তি লভুন মধু চুমি।৭

পূজ্য যাঁরা যজনীয় বষট্‌ কারে যজ্ঞে তারা,
অগ্নি তোমার রসনাতে আস্বাদিছে মধুধারা।৮

বিপ্র তুমি দিব্য হোতা, বিশ্বদেবে আনো যাগে,
সৌরলোকের স্বর্গধামে ঊষাকালে যারা জাগে।৯

পান করহে সোমমধু বিশ্বদেবের মূর্ত্তি ধরি,
ইন্দ্র বায়ু মিত্র বরুণ সব দেবতায় সঙ্গে করি।১০

লোকহিতে হোতা তুমি যজ্ঞে তোমার চিরস্থিতি,
যজ্ঞে আসি হে দেবতা পূর্ণ কর যজ্ঞ রীতি।১১

ক্ষিপ্রগতি শক্তিশালী তুরগ তব যুড়ি রথে,
হে দেবতা বিশ্বদেবে আনো মোদের যজ্ঞ পথে।১২

প্রথমং মণ্ডলং। চতুর্থো অনুবাকঃ। পঞ্চদশং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ
প্রথমো অধ্যায়ঃ। অষ্টাবিংশ ঊনত্রিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

পঞ্চদশং সূক্তম্

ঋষি কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। দেবতা ঋতবঃ
বিনিয়োগঃ স্মার্ত্তঃ।

ইন্দ্র সোমং পিব ঋতুনা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ।
মৎসরাসস্তদোকসঃ ॥১॥

হে ইন্দ্র ঋতুনা সহ সোমং পিব। ইন্দবঃ পীয়মানাঃ সোমাস্ত্বা ত্বমাবিশন্তু। কীদৃশাঃ? মৎসরাসঃ তৃপ্তিকরা তদোকসঃ তন্নিবাসাঃ সর্ব্বদা ত্বদুদরস্থায়িন ইত্যর্থঃ।

মরুতঃ পিবত ঋতুনা পোত্রাদ্‌যজ্ঞং পুনীতন।
যূয়ং হি ষ্ঠা সুদানবঃ ॥২॥

হে মরুতঃ ঋতুনা সহ পোত্রাৎ পোতৃনামকস্য ঋত্বিজঃ পাত্রাৎ সোমং পিবত। নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞং পুনীতন। শোধয়ত। হে সুদানবঃ শোভনদাতারো মরুতঃ হি যস্মাৎ যূয়ং স্থ—যুষ্মাকং শোধয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধং তস্মাৎ শোধয়।

অভি যজ্ঞং গৃণীহি নো গ্নাবো নেষ্টঃ পিব ঋতুনা।
ত্বং হি রত্নধা অসি ॥৩॥

গ্না স্ত্রী অস্য সন্তীতি গ্নাবান্। নেষ্টৃ শব্দোহত্র ত্বষ্টারং দেবমাহ। কস্মিংশ্চিৎ দেবসত্রে নেষ্টৃত্বেন ত্বষ্টুর্ব্বৃত্তত্বাৎ। হে গ্নাবঃ পত্নীযুক্তঃ নেষ্টঃ ত্বষ্টঃ নোঽস্মদীয়ং যজ্ঞমভি গৃণীহি। অভিতো দেবানাং সমীপে স্তুহি। ঋতুনা সহ ত্বং সোমং পিব। হি যস্মাৎ ত্বং রত্নধা অসি রত্নানাং দাতা ভবসি তস্মাৎ সোমং পাতুমর্হসি।

অগ্নে দেবাঁ ইহাবহ সাদয়া যোনিষু ত্রিষু।

পরি ভূষ পিব ঋতুনা ॥৪॥

হে অগ্নে দেবানিহাস্মিন্ কর্ম্মণি আবহ, ততো যোনিষু স্থানেষু ত্রিষু সবনেষু সাদয়া দেবানুপবেশয়। ততস্তান্ পরিভূষ অলঙ্কুরু ঋতুনা সহ ত্বং সোমং পিব।

ব্রাহ্মণাদিন্দ্র রাধসঃ পিবা সোমমৃতুঁরনু।

তবেদ্ধি সখ্যমস্তৃতং ॥৫॥

হে ইন্দ্র ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণাচ্ছংসি সম্বন্ধাৎ রাধসো ধনভূতাৎ পাত্রাৎ সোমং পিব। কিং কৃত্বা ঋতেনন্ত ঋতুদেবান্ অনুসৃত্য ঋতবোঽপি পিবন্তি ইত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ তব সখ্যমস্তৃতম্ ঋতুনামবিচ্ছিন্নং তস্মাদৃতুভিঃ সহ। পানং যুক্তম্ ॥

যুবং দক্ষং ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ দূড়ভং।

ঋতুনা যজ্ঞমাশাথে ॥৬॥

হে ধৃতব্রতা স্বীকৃতকর্ম্মাণৌ মিত্রাবরুণা হে মিত্রাবরুণৌ হে মিত্র নামকবরুণনামকৌ দেবৌ যুবমুভৌ যুবামৃতুনা সহাস্মদীয়ং যজ্ঞমাশাথে।

ব্যাপ্নুথঃ। দক্ষং প্রবৃদ্ধং দৃঢ়ভং দুর্দ্দহং শত্রুভির্দ্দগ্ধুং বিনাশয়িতুমশক্যম্ ইতর্থঃ।

দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে।

যজ্ঞেষু দেবমীড়তে ॥৭॥

অধ্বরে অগ্নিষ্টোমে প্রকৃতিস্বরূপে যজ্ঞেষু বিকৃতে রূপেষু উক্‌থ্যাদিষু চ দেবমগ্নিমীড়তে। ঋত্বিজঃ স্তবন্তি। দ্রবিণসঃ ধনার্থিনঃ গ্রাবহস্তাসঃ অভিষবসাধনপাষাণধারিণঃ। দ্রবিণোদাঃ ধনপ্রদং। যদ্বা ধনপ্রদোঽগ্নিঃ সোমং পিবন্তি ইতি শেষঃ।

দ্রবিণোদা দদাতু নো বসূনি যানি শৃণ্বিরে।

দেবেষু তা বনামহে ॥৮॥

দ্রবিণোদা দেবো নোঽস্মভ্যাং বসূনি ধনানি দদাতু। যানি ধনানি শৃণ্বিরে। হবিরূপযুক্তত্বেন শ্রূয়ন্তে। তা তানি সর্ব্বাণি ধনানি দেবেষু নিমিত্তভূতেষু বনামহে সম্ভজামঃ। ধনৈর্দ্দেবান্ যষ্টুং তানি স্বীকুর্ম্ম ইত্যর্থঃ।

দ্রবিণোদাঃ পিপীষতি জুহোত প্র চ তিষ্ঠত।

নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যত ॥৯॥

দ্রবিনোদা দেব ঋতুভিঃ সহ নেষ্ট্রাৎ নেষ্টৃসম্বন্ধিপাত্রাৎ পিপীষতি সোমং পাতুমিচ্ছতি। ততো হে ঋত্বিজ ইষ্যত। হোমস্থানে গচ্ছত

গত্বা চ জুহোত। হোমং কুরুত। হুত্বা প্রতিষ্ঠিত চ। হোমস্থানাৎ স্থানান্তরং প্রতি প্রস্থানমপি কুরুত।

যত্বা তুরীয়মৃতুভির্দ্রবিণোদো যজামহে।

অধ স্মা নো দর্দিভব ॥১০॥

হে দ্রবিনোদা দেব যদ্ যস্মাৎ কারণাদৃতুভিঃ সহ তুরীয়ং চতুর্ণাং পূরণং ত্বা ত্বাং যজামহে। অধেত্যয়ং নিপাতস্তচ্ছব্দার্থঃ। তস্মাৎ কারণাদ্নোঽস্মভ্যং দর্দিধনস্য দাতা ভবস্ম অবশ্যং ভব।

অশ্বিনা পিবতং মধু দীদ্যগ্নী শুচিব্রতা।

ঋতুনা যজ্ঞবাহসা ॥১১॥

হে অশ্বিনৌ মধু মাধুর্য্যোপেতং সোমং পিবতং। কীদৃশৌ দীদ্যগ্নী দ্যোতমানা-হবনীয়াদ্যগ্নিযুক্তৌ শুচিব্রতা শুদ্ধকর্ম্মাণৌ, ঋতুনা ঋতুদেবতয়া-সহ যজ্ঞকামো যজ্ঞস্য নির্ব্বাহকৌ।

গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা যজ্ঞনীরসি।

দেবান্দেবয়তে যজ ॥১২॥

হে সন্ত্য ফলপ্রদাগ্নিদেব গার্হপত্যেন গৃহপতিসম্বন্ধিনা রূপেণ যুক্তঃ সন্ ঋতুনা ঋতু দেবেন সহ যজ্ঞনীর্যজ্ঞস্য নির্ব্বাহকোঽসি, তস্মাৎ ত্বং দেবয়তে দেববিষয়কামনাযুক্তায় যজমানায় দেবান্ যজ ॥

পঞ্চদশ সূক্ত

ঋতুর সাথে আজকে এস পান করে যাও সোমের পাত্র,
ফিরুক তাহা তোমার মাঝে তৃপ্তি দিয়ে দিবারাত্র।১

পান কর সোম ঋতুর সাথে হে বদান্য মরুৎ সবে
পোতৃ ঋষির পাত্র হতে পুণ্য কর যজ্ঞ ভবে।২

পত্নী সহ ত্বষ্টা তুমি যজ্ঞ লহ স্বর্গ পানে
পান কর সোম ঋতুর সাথে, রত্নদাতা তোমায় জানে।৩

আনো হেথায় দেবগণে বসাও তাদের ত্রিসবনে,
সাজাও তাদের বিভূষণে, পান কর সোম ক্ষণে ক্ষণে।৪

হে মঘবা পান কর সোম ঋত্বিকেরি পাত্র টানি,
পান কর সোম ঋতুর সাথে তাদের তুমি বন্ধু জানি।৫

যজ্ঞ মোদের দক্ষ অতি দুর্দ্দহ তা শত্রু হাতে
ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ যজ্ঞে এস ঋতুর সাথে।৬

বল্লদাতা অগ্নিদেবে ঋত্বিকেরা স্তুতি করে।
ধন লাগি যজন করে সোম পেষণ পাষাণ ধরে।৭

দিন আমাদের বসুরাশি ধনদাতা হে দেবতা,
লাগবে সে ধন দেবার্চ্চনায় তাইত জানাই কাতরতা।৮

নেষ্টৃগণের পাত্র হতে দাতা তিনি চান্ যে সোমে,
হবন করি ফিরবে সবে পূর্ণ করি পুণ্য হোমে।৯

হে তুরীয় দ্রাবিণোদা তোমায় মোরা যজন করি,
ধনদাতা তুমি যে ঠিক দেবে মোদের ধনে ভরি ।১০

পান কর সোম হে অশ্বিনী শুচিব্রত দ্যুতি-উজ্জল
তোমরা দোঁহে ঋতুর সাথে যজ্ঞ মোদের কর সফল ।১১

গার্হপত্য অগ্নিরূপে যজ্ঞে এস ঋতু সহ
যজন কর দেবগণে ফলপ্রদ যজ্ঞ বহ । ১২ ।

ষোড়শং সূক্তং

ঋষি কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ দেবতা ইন্দ্রঃ
মৈত্রাবরুণস্তোত্রীয়মানে প্রাতঃসবনে বিনিয়োগঃ।

আ ত্বা বহন্তু হরয়ো বৃষণং সোমপীতয়ে।
ইন্দ্র ত্বা সূরচক্ষসঃ ॥১॥

হে ইন্দ্র বৃষণং কামানাং বর্ষিতারং ত্বাং সোমপীতয়ে সোমপানার্থং হরয়স্বদীয়া অশ্বা আবহন্তু। অস্মিন্ কর্ম্মণি আনয়ন্তু। তথা সূরচক্ষসঃ সূর্য্যসমানপ্রকাশযুক্তা ঋত্বিজস্ত্বাং মন্ত্রৈঃ প্রকাশয়ন্তি।

ইমা ধানা ঘৃতস্নুবো হরী ইহোপ বক্ষতঃ।
ইন্দ্রং সুখতমে রথে ॥২॥

হরি শব্দ ইন্দ্ররথস্য বোঢারাবশ্বাবাচষ্টে। তথা চ শ্রুত্যন্তরং। হর্য্যোঃ স্থাতেতি (তৈঃ সঃ ১।৪।২৮)। হরিভ্যাং ত্বেন্দ্রো দেবতাং গময়ন্ত্বিতি চ (তৈঃ সঃ ১।৬।৪)।

এতদেবাভিপ্রেত্য নিঘণ্টুকার আহ। হরী ইন্দ্রস্যেতি। তাদৃশৌ হরী ইমা যাগার্থং বেদ্যামাসাদিতত্বেন পুরোবর্ত্তিনীর্দ্ধানা ভ্রষ্টযব-তণ্ডুলানুদ্দিশ্য সুখতমে রথে ইন্দ্রমবস্থাপ্য ইহাস্মিন্ কর্ম্মণ্যুপবক্ষতঃ।

বেদী সমীপে বহতাং কীদৃশীঃ ধানাঃ ঘৃতস্নুবঃ অলঙ্করণোপস্তরণাভিক্ষরণেন ঘৃতস্রাবিণীঃ।

ইন্দ্রং প্রাতর্হবামহ ইন্দ্রং প্রযত্যধ্বরে।

ইন্দ্রং সোমস্য পীতয়ে ॥৩॥

প্রাতঃ কর্ম্মারম্ভে প্রাতঃসবন ইন্দ্রং হবামহে আহ্বয়ামঃ। তথৈবাধ্বরে সোমযাগে প্রযতি প্রগচ্ছতি প্রারভ্য বর্ত্তমানে সতি মাধ্যন্দিনে সবনে তমিন্দ্রং হবামহে। তথা যজ্ঞস্য সমাপ্ত্যবসরে তৃতীয় সবনে সোমস্য পীতয়ে সোমপানার্থং হবামহে।

উপ নঃ সুতমাগহি হরিভিরিন্দ্র কেশিভিঃ।

সুতে হি ত্বা হবামহে ॥৪॥

হে ইন্দ্র কেশিভিঃ কেশরযুক্তৈর্হরিভিরশ্বৈস্ত্বং নোঽস্মদীয়ং সুতমভিষুতং সোমং প্রত্যুপসমীপ আগহি। সুতেঽভিষুতে সোমে নিমিত্তভূতে সতি হি যস্মাৎ কারণাত্ত্বাং হবামহে। ত্বামাহ্বয়ামঃ। তস্মাদাগচ্ছেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।

সেমং নঃ স্তোমমাগহ্যুপেদং সবনং সুতং।

গৌরো ন তৃষিতঃ পিব ॥৫॥

হে ইন্দ্র স ত্বং নোঽস্মদীয়মিমং স্তোমং স্তুতিং প্রত্যাগহি আগচ্ছ। আগমনে হেতুরুচ্যতে। উপ দেবযজনসমীপে সুতমভিষুতসোমযুক্ত-

মিদমিদানীমনুষ্ঠীয়মানং সবনং প্রাতঃসবনাদিরূপং কর্ম্ম বর্ত্ততে। তস্মাদ্ গৌরো ন গৌরমৃগ ইব তৃষিতঃ সন্নিমং সোমং পিব।

ইমে সোমাস ইন্দবঃ সুতাসো অধি বর্হিষি

তাঁ ইন্দ্র সহসো পিব ॥৬॥

ইন্দবঃ ক্লেদনযুক্তা ইমে বেদ্যামবস্থিতাঃ সোমাসস্তত্তৎ পাত্রগতাঃ সোমা বর্হিষি যজ্ঞেঽধ্যাধিকেন সুতাসোঽভিষুতাঃ। হে ইন্দ্র সহসো বলার্থং তান্ সোমান্ পিব।

অযং তে স্তোমো অগ্রিয়ো হৃদিস্পৃগস্তু শন্তমঃ।

অথা সোমং সুতং পিব ॥৭॥

হে ইন্দ্র অয়মস্মাভিঃ ক্রিয়মাণঃ স্তোমং স্তোত্রবিশেষোঽগ্রিয়ঃ শ্রেষ্ঠঃ সন্ তে তব হৃদিস্পৃক্ মনস্যঙ্গীকৃতঃ শন্তমঃ সুখতমোঽস্তু। অথ স্তুতেরনন্তরং সুতমভিষুতং সোমং পিব।

বিশ্বমিৎ সবনং সুতমিন্দ্রো মদায় গচ্ছতি।

বৃত্রহা সোমপীতয়ে ॥৮॥

বৃত্রহা শত্রুঘাতক ইন্দ্রঃ সোমপীতয়ে সোম পানায় মদীয় তৎপানজন্য হর্ষায় চ বিশ্বমিহ সর্ব্বমপি সুতমভিযুতসোমযুক্তং সবনং প্রাতঃ সবনাদিরূপং কর্ম্ম গচ্ছতি।

সেমন্নঃ কামমাপৃণ গোভিরশ্বৈঃ শতক্রতো।

স্তবাম ত্বা স্বাধ্যঃ ॥৯॥

হে শতক্রতো স ত্বং নোঽস্মদীয়মিমং কামং কাম্যমানং ফলং গোভিরশ্বৈশ্চ সহাপৃণ সর্ব্বতঃ পূরয়। বয়মপি স্বাধ্যঃ সুষ্ঠু সর্ব্বতো ধ্যানযুক্তা সন্তস্ত্বা ত্বাং স্তবামঃ।

ষোড়শ সূক্ত

বৃষ্টিদাতা হে মঘবা অশ্বে এস সোম পানে
সুরচক্ষু ঋত্বিকেরা প্রকাশ করুক তোমায় গানে। ১

আসুক সেথায় অশ্বযুগল তোমার সুখতম রথে
ঘৃতস্রাবী যবকণা পড়ল যেথা বেদীর পথে। ২

ভোরের বেলা সবন কালে, মধ্য দিনে সোম যাগে,
যজ্ঞ শেষে সোম পানে, তোমায় ডাকি অনুরাগে। ৩

ঝলমল কেশর যাদের, সে তুরগে এস আজি,
তোমায় মোরা বরণ করি, অভিষুত সোমরাজি। ৪

পিপাসিত হরিণ সম পিও পিও সোমধারা ;
প্রাতঃ সবন হল সুরু, স্তোত্রে কর হৃদয় হারা। ৫

ছড়িয়ে আছে সোম-সুধা, স্নিগ্ধ এবং পবিত্র যা,
বীর্য্য চাহি ইন্দ্র তুমি দর্ভ হতে পান কর তা। ৬

স্পর্শ করুক হৃদয় তব, স্তোত্র মোদের অগ্রতম ,
নন্দিত হও হে মঘবা, সোম যে পিয়ে অনুপম। ৭

বৃত্রহন্তা ইন্দ্র তিনি, সোম পানে মহানন্দে।
সর্ব্ববিধ সবন কালে আসেন সদা হাস্যছন্দে। ৮

স্তুতি করি শতক্রতু সুষ্ঠুরূপে গভীর ধ্যানে
পূর্ণ কর যাচ্ঞা মোদের অশ্ব, গোধন, কাম্য দানে। ৯

প্রথমং মণ্ডলং সপ্তদশং সূক্তং চতুর্থোঽনুবাকঃ
প্রথমোঽষ্টকঃ। দ্বাত্রিংশত্রয়োত্রিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ

সপ্তদশং সূক্তং

ঋষি কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রাবরুণৌ দেবতে।
বিনিয়োগঃ স্মার্ত্ত।

ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আ বৃণে
তা নো মৃড়াত ঈদৃশে ॥ ১ ॥

অহমনুষ্ঠাতা সম্রাজো সমীচিনরাজ্যোপেতয়োঃ সম্যগ দীপ্যমানয়োঃ ইন্দ্রাবরুণয়োঃ দেবয়োঃ সম্বন্ধ্যবো রক্ষণমাবৃণে। সর্ব্বতঃ প্রার্থয়ে। তা তৌ দেবারীদৃশে এবম্বিধেঽস্মদীয় বরণে নিমিত্তভূতে সতি মৃডাত অস্মান সুখয়তঃ।

গন্তার হি স্থোঽবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ।
ধর্ত্তারা চর্ষণীনাং ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্রাবরুণৌ অবসেঽতিমনুষ্ঠাতারং রক্ষিতুমাবতো মদ্বিধস্য বিপ্রস্য ব্রাহ্মণর্ত্বিজো হবমাহ্বানং গন্তারৌ স্থো হি—প্রাপ্তশীলো ভবথঃ খলু। চর্ষণীনাং মনুষ্যানাং ধর্ত্তারং যোগক্ষেমসম্পাদনেন ধারয়িতারৌ।

অনুকামং তর্পয়েথামিন্দ্রাবরুণ রায় আ।
তা বাং নেদিষ্ঠমীমহে ॥৩॥

ইন্দ্রাবরুণা হে ইন্দ্রাবরুণৌ অনুকামং অস্মদীয়াভিলাষমনু রায়ো ধান্য প্রদানেনাতর্পৎয়থাং সর্ব্বতোঽস্মানতৃপ্তান্ কুরুতং। বয়ং যদা যদা ধনং কাময়ামহে তদা তদা প্রযচ্ছতমিত্যর্থঃ। তা বাং তাদৃশৌ যুবাং নেদিষ্ঠমতিশয়েন সামীপ্যং যথা ভবতি তথা ঈমহে যাচামহে। কাল-বিলম্বমন্তরেণ ধনং দাতব্যমিত্যর্থঃ।

যুবাকু হি শচীনাং যুবাকু সুমতীনাং।

ভূয়াম বাজদাব্নাং ॥৪॥

হি যস্মাৎ কারণাৎ শচীনামস্মদীয়কর্ম্মনাং সম্বন্ধি সোমরূপং হবির্যবাকু বসতীবর্যেকধনাখ্যৈরুদকৈঃ পয়সক্ত্বাদিদ্রব্যান্তরৈশ্চ মিশ্রিতং তথা সুমতীনাং শোভনবুদ্ধিযুক্তানাং ঋত্বিজাং স্তোত্ররূপং বচনমপি যুবাকু নানাবিধৈ স্তুত্যগুণৈর্মিশ্রিতং। তস্মাৎ কারণাৎ হে ইন্দ্রাবরুণৌ তথাবিধং হবিঃ স্বীকুর্ব্বতোর্যুবয়ো প্রসাদাদ্বয়ং বাজদাব্নামন্নপ্রদানাং পুরুষাণাং মধ্যে মুখ্যা ভূয়াম ভবেম।

ইন্দ্রঃ সহস্রদাব্নাং বরুণঃ শংস্যানাং।

ক্রতুর্ভবত্যুকৃথ্যঃ ॥৫॥

অয়মিন্দ্র সহস্রদাব্নাং সহস্রসংখ্যকধনপ্রদানাং মধ্যে ক্রতুর্দ্ধনদানস্য কর্ত্তা ভবতি প্রভূতং দদাতি। তথা বরুণঃ শংস্যানাং স্তুত্যানাং মধ্যে উকথ্যঃ স্তুত্যো ভবতি।

তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমহি।

স্যাদুত প্ররেচনং ॥৬॥

তয়োরিথ পূর্ব্বোক্তয়োরিন্দ্রাবরুণয়োরেবাবসা রক্ষণেন বয়মনুষ্ঠাতারঃ সনেম সম্ভজেম। ধনমিতি শেষঃ। নিধীমহি চ। প্রাপ্তে ধনে যাবদপেক্ষিতং তাবদ্ভুক্ত্বা ততোঽবশিষ্টং ধনং কচিন্নিধিরূপেণ স্থাপয়ামশ্চ। উত অপি চ প্ররোচনং ভুক্তান্নিহিতাচ্চ প্রকর্ষেণাধিকং ধনং স্যাৎ সম্পদ্যতাম্।

ইন্দ্রাবরুণ বামহং হুবে চিত্রায় রাধসে।

অস্মান্‌ৎসু জিগ্যুষস্কৃতং ॥৭॥

ইন্দ্রাবরুণা হে ইন্দ্রাবরুণৌ বাং যুবামুভাবহং হুবে আহ্বয়ামি। কিমর্থং চিত্রায় মণিমুক্তাদিরূপেণ বিবিধায় রাধসে ধনায়। তদাহূতৌ যুবামস্মানমুষ্ঠাতৄন্ সুজিগ্যুষঃ শত্রুবিষয়ে সুষ্ঠু জয়যুক্তান্ কৃতং কুরুতং॥

ইন্দ্রাবরুণ নূ নু বাং সিষাসন্তীষু ধীষ্বা।

অস্মভ্যং শর্ম্ম যচ্ছতম্ ॥৮॥

ইন্দ্রাবরুণ হে ইন্দ্রাবরুণৌ ধীষু অস্মদীয় বুদ্ধিষু বাং যুবাং সিষাসন্তীষু সনিতুং সম্ভক্তং সম্যক্ সেবিতুমিচ্ছন্তীষু তদানীমা সমন্তাদস্মভ্যং শর্ম্মং সুখং নূ নু অতিশয়েন ক্ষিপ্রং প্রযচ্ছতং দত্তং॥

প্র বামশ্নোতু সুষ্টুতিরিন্দ্রাবরুণ যাং হুবে।

যামৃধাথে সধস্তুতিং ॥৯॥

ইন্দ্রাবরুণ হে ইন্দ্রাবরুণৌ যামস্মৎকর্ত্তৃকাং শোভনস্তুতিং প্রতিহ্বে। যুবামুভাহ্বয়ামি। কিঞ্চ সধস্তুতিং যুবয়োরুভয়োঃ সাহিত্যেন ক্রিয়মাণয়া স্তবক্রিয়য়া যুক্তাং যাং সুষ্টুতিং যুবামৃধাথে বর্দ্ধাথে। তাদৃশী সুষ্টুতিঃ শোভনস্তুতি হেতুভূর্ত ঋক্‌সমূহো বামশ্নোতু যুবাং ব্যাপ্নোতু॥

সপ্তদশ সূক্ত

দীপ্তিমন্ত ইন্দ্র বরুণ, আমরা দোঁহার রক্ষা যাচি,
দোঁহার আশীর্ব্বাদে যেন আমরা সদা সুখে বাঁচি।১

সাধুজনের ধর্ত্তা দোঁহে, স্তবকারী মোদের শ্রোতা,
হবন মোদের দোঁহায় লভুক, যোগ ক্ষেমের তোমরা দাতা।২

তৃপ্ত কর ইন্দ্র বরুণ, কামানুরূপ ধন দানে,
যাচ্ঞা করি সঙ্গ দোঁহার, যাচ্ঞা করি গানে গানে।৩

মিশ্র মোদের যাগের হবি, মিশ্র সুমতিদের স্তুতি,
অন্ন দিয়ে কীর্ত্তি লভি, শ্রেষ্ঠ হউক মোদের ভূতি।৪

ইন্দ্র যিনি ক্রতু তিনি, সহস্র দান তাঁহার রীতি,
প্রশস্য যে বরুণ বটে, মহত্তম তাঁহার গীতি।৫

ভজন করি ইন্দ্র বরুণ, স্মরণ করি গভীর ধ্যানে,
জানব তবে মর্ম্ম ত্যাগের, দোঁহার কৃপা ফুটবে জ্ঞানে।৬

স্মরণ করি ইন্দ্র বরুণ, বিচিত্র ধন মোদের দেহ,
শত্রুজনের পরাজয়ে উল্লসিত কর গেহ।৭

যখন দোঁহে ভজন করি, স্মরণ করি চিত্ত তলে,
চারিদিকে ক্ষিপ্রগতি কল্যাণেরি প্রদীপ জ্বলে।৮

ডাকি দোঁহে ইন্দ্র বরুণ, মোদের শোভন মন্ত্র গানে,
ব্যাপ্ত করুক যুক্ত সে ঋক্, ঋদ্ধ করুক বৃদ্ধিদানে।৯

অষ্টাদশং সূক্তং

সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে।

কক্ষীবন্তং যঃ ঔশিজঃ ॥১॥

হে ব্রহ্মণস্পতে। এতন্নামদেব সোমানমভিষবস্য কর্ত্তারং মামনুষ্ঠাতারং স্বরণং দেবেষু প্রকাশনবন্তং কৃণুহি কুরু। অত্র দৃষ্টান্তঃ কক্ষীবন্তমেতন্নামকমৃষিং। ইবশব্দোঽত্রাধ্যাহর্ত্তব্যঃ। কক্ষীবান্ যথা দেবেষু প্রসিদ্ধস্তদ্বদিত্যর্থঃ। যঃ কক্ষীবানৃষিরৌশিজঃ উশিজঃ পুত্রঃ। তমিবেতি পূর্ব্বত্রযোজনা। কক্ষীবতোঽনুষ্ঠাতৃষু মুনিষু প্রসিদ্ধিস্তৈত্তিরিয়ৈরাম্নায়তে। এতং বৈ পর আট্ণারঃকক্ষীবান্ ঔশিজো বীতহব্য শ্রায়সত্রসদস্যুঃ পৌরুকুৎস্যঃ প্রজাকামা অচিন্বতেতি। ঋগন্তরেঽপ্যৃষিত্বকথনেনানুষ্ঠাতৃত্বপ্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। অহং কক্ষীবান্ ঋষিরস্মি বিপ্র ইতি। তস্মাদস্যানুষ্ঠাতারং প্রতি দৃষ্টান্তত্বং যুক্তং।

যো রেবান্ যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।

স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥২॥

যো ব্রহ্মণস্পতী রেবান্ ধনবান্ যশ্চামীবহা রোগাণাং হন্তা বসুবিৎ ধনলব্ধা পুষ্টিবর্দ্ধনঃ পুষ্টের্বর্দ্ধয়িতা। যশ্চ তুরঃ ত্বরোপেতঃ শীঘ্রফলদঃ স ব্রহ্মণস্পতিঃ নোঽস্মান্ সিষক্তু সেবতাং পরিগৃহ্যানুগৃহ্নাতু ॥

মা নঃ শংসো অররুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্ মর্ত্ত্যস্য।
রক্ষা ণো ব্রহ্মণস্পতে ॥৩॥

অররুষো মর্ত্ত্যস্যোপদ্রবং কর্ত্তুমস্মৎ সমীপং প্রাপ্তস্য শত্রুরূপস্য মনুষ্যস্য ধূর্ত্তিহিংসকঃ শংসঃ শংসনমধিক্ষেপঃ। তাদৃশো বাক্‌বিশেষো নোঽস্মান্ মা প্রণক্ মা সংপৃণক্তু। শত্রুণাং প্রযুক্তোঽধিক্ষেপঃ কদাচিদাস্মান্ মা প্রাপ্নোতি। তদর্থং হে ব্রহ্মণস্পতে নো রক্ষ।

স ঘা বীরো ন রিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ।
সোমো হিনোতি মর্ত্ত্যং ॥৪॥

ইন্দ্রো দেবো যং মর্ত্ত্যং বক্ষ্যমানং হিনোতি প্রাপ্নোতি বর্দ্ধয়তি বা। তথা ব্রহ্মণস্পতির্দ্দেবো হিনোতি। তথা সোমো হিনোতি স ঘ স এব যজমানো বীরো বীর্য্যযুক্তঃ সন্ ন রিষ্যতি ন বিনশ্যতি।

ত্বং তং ব্রহ্মণস্পতে সোম ইন্দ্রশ্চ মর্ত্ত্যং।
দক্ষিণা পাত্বংহসঃ ॥৫॥

হে ব্রহ্মণস্পতে ত্বং তং মর্ত্ত্যমনুষ্ঠাতারং মনুষ্যমংহসঃ পাপাৎ পাহি। তথা সোমঃ পাতি ইন্দ্রশ্চ পাতু দক্ষিণাখ্যা দেবতা চ পাতু।

সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং।
সনিং মেধামযাসিষং ॥৬॥

মেধাং লব্ধুং সদসস্পতিম্ এতন্নামকং দেবম্ অযাসিষম্ প্রাপ্তবানস্মি।

কীদৃশং অদ্ভুতং। আশ্চর্য্যকরং ইন্দ্রস্য প্রিয়ং সোমপানে সহচারিত্বাৎ কাম্যং কমনীয়ং সনিং ধনস্য দাতারং।

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।

স ধীনাং যোগমিন্বতি ॥৭॥

যজ্ঞোঽয়মনুষ্ঠাতব্যো বিপশ্চিতশ্চন বিদুষোঽপি যজমানস্য যস্মাৎ সদসস্পতিদেবাদৃতে ন সিধ্যতি। সোঽয়ং সদসস্পতির্দ্দেবো ধীনাং মনোঽনুষ্ঠানবিষয়াণাম্ অস্মদ্বুদ্ধীনানুষ্ঠেয়কর্ম্মণাং বা যোগং সম্বন্ধমিন্বতি ব্যাপ্নোতি। যজমানমনুগৃহ্য তদীয়ং যজ্ঞং নিষ্পাদয়তি।

আদৃধ্নোতি হবিষ্কৃতিং প্রাঞ্চং কৃণোত্যধ্বরং।

হোত্রা দেবেষু গচ্ছতি ॥৮॥

আদনন্তরমেব হবিষ্কৃতিং হবিঃ সম্পাদনযুক্তং যজমানমৃধ্নোতি। সদসস্পতির্দ্দেবো বর্দ্ধয়তি। হবির্বর্দ্ধনানন্তরমিব ফলং প্রযচ্ছতি। তথাবিধ ফলসিদ্ধয়েঽধ্বরং যজ্ঞং প্রাঞ্চং প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তমবিঘ্নেন পরিসমাপ্তিযুক্তং কৃণোতি করোতি।

নরাশংসং সুধৃষ্টমমপশ্যং স প্রথস্তমং।

দিবো ন সদ্মমখসং ॥৯॥

নরাশংসমেতন্নামকং দেববিশেষং। সদস্পতেরপি নরৈঃ প্রশস্যমানত্বান্নরাশংসত্বং দেবন্তমপশ্যম্ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা দৃষ্টবানস্মি সুধৃষ্টমং অত্যাধিক্যেন ধার্ষ্ট্যযুক্তং। সপ্রথস্তমং অতিশয়েন প্রখ্যাতং সদ্মমখসং প্রাপ্ততেজস্কং। তত্র দৃষ্টান্তঃ দিবো ন দ্যুলোকানিব। আদিত্যচন্দ্রাদিভিবর্দ্ধিতা দ্যুলোকবিশেষা যথা তেজস্বিনস্তদ্বদয়ং নরাশংসস্তেজস্বী ইত্যর্থ্য।

অষ্টাদশ সূক্ত

হে মহান্ ব্রহ্মণস্পতি মহৎ কর কীর্ত্তি দানে,
কীর্ত্তি দিল যথা দেবে উষিক্ পুত্র কক্ষীবানে ।১

ধনের স্বামী, হন্তা রোগের, পুষ্টি করেন বিত্ত দানি,
ত্বরায় যিনি সুফল দাতা, যাচি তাহার প্রসাদখানি ।২

শত্রুজনের নিন্দা হ'তে রক্ষা কর বৃহস্পতি,
মর্ত্ত্যজনের হিংসা যেন পায় না ছুঁতে মোদের মতি ।৩

পায় না বিনাশ সে জন কভু বাড়ান যাঁরে বৃহস্পতি,
ইন্দ্র সোমে রক্ষা করেন বীর সে লভে অমর গতি ।৪

রক্ষা করেন পাপের হাতে অর্চ্চে যেবা বৃহস্পতি,
ইন্দ্র সোম ও দক্ষিণা দেন যে তারে সাধুমতি ।৫

ইন্দ্র সখা কমনীয় হে অদ্ভুত সদসস্পতি,
দিব্য দাতা অর্চ্চি তোমা দেহ মোদের মেধা অতি ।৬

প্রাজ্ঞজনের যজ্ঞ বিফল যে দেবতার প্রসাদ বিনা,
ব্যাপ্ত করেন মোদের যত মানস কর্ম্ম বুদ্ধিলীনা ।৭

বৃদ্ধি করেন বৃহস্পতি হবির্দাতা যজমানে,
সিদ্ধ করেন যজ্ঞ যত বহেন হবি স্বর্গপানে ।৮

দেখছি সে নরাশংস অজেয় বীর ভুবন 'পরে,
দ্যুলোক সম তেজস্বী যে খ্যাতি যাঁহার ঘরে ঘরে ।৯

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চমোঽনুবাকঃ। ঊনবিংশং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ
প্রথমো অধ্যায়ঃ ষট্‌ত্রিংশঃ সপ্তত্রিংশশ্চ বর্গঃ।

ঊনবিংশং সূক্তম্

ঋষিঃ কণ্বপুত্রো মেধাতিথিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
অগ্নিমরুতৌ দেবতা। কারীর যাগে বিনিয়োগ।

প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে।
মরুদ্ভিরগ্ন আগহি ॥১॥

হে অগ্নে যো যজ্ঞশ্চারুরঙ্গবৈকল্যরহিতঃ। ত্যং তথাবিধং চারুমধ্বরং প্রতিলভ্য গোপীথায় সোমপানায় প্রহূয়সে প্রকর্ষেণ ত্বং হূয়সে। তস্মাদস্মিনধ্বরে ত্বং মরুদ্ভিঃ সহ দেববিশেষৈঃ সহাগহি আগচ্ছ।

নহি দেবো ন মর্ত্ত্যো মহস্তব ক্রতুং পরঃ।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥২॥

হে অগ্নে মহো মহতস্তব সম্বন্ধি ক্রতুং কর্ম্মবিশেষমুল্লংঘ্য পরো নহি। উৎকৃষ্টো দেবো ন ভবতি খলু। তথা মর্ত্ত্যো মনুষ্যশ্চ পরো ন ভবতি। যে মনুষ্যাস্তদীয়ং ক্রতুমনুতিষ্ঠন্তি। যে চ দেবাস্তদীয়ে ক্রতাবিজ্যবন্ত ত এবোৎকৃষ্টা ইত্যর্থঃ।

যে মহো রজসো বিদুর্ব্বিশ্বে দেবাসো অদ্রুহঃ।
মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৩॥

হে অগ্নে যে মরুতো মহো রজসো মহত উদকস্য বর্ষণপ্রকারং বিদুস্তৈর্মরুদ্ভিরিত্যন্বয়ঃ। কীদৃশাঃ মরুতঃ? বিশ্বে সর্ব্বে সপ্তবিধগণোপেতাঃ। দেবাসঃ দ্যোতমানাঃ অদ্রুহঃ দ্রোহরহিতাঃ বর্ষণেন সর্ব্বভূতোপকারিত্বাৎ। তথা চোপরিষ্টাদ্ আম্নায়তে। উদীরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতো যূয়ং বৃষ্টিং বর্ষয়থা পুরীষেণ ইতি।

য উগ্রা অর্কমানৃচুরনাধৃষ্টাস ওজসা।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৪॥

যে মরুত উগ্রাস্তীব্রা সন্তোঽর্কমুদকমানৃচুঃ অর্চ্চিতবন্তঃ বর্ষণেন সম্পাদিতবন্ত। ওজসা বলেনানাধৃষ্টাসোঽতিরস্কৃতাঃ সর্ব্বেভ্যোঽপি প্রবলা ইত্যর্থঃ।

যে শুভ্রা ঘোরবর্পসঃ সুক্ষত্রাসো রিশাদসঃ।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৫॥

যে মরুতঃ শুভ্রত্বাদিগুণোপেতাস্তৈর্মরুদ্ভিরিত্যন্বয়ঃ। শুভ্রাঃ শোভমানাঃ ঘোরবর্পসঃ উগ্ররূপধরাঃ সুক্ষত্রাসঃ শোভনধনোপেতাঃ রিশাদশঃ হিংসকানাং ভক্ষকাঃ।

যে নাকস্যাধি রোচনে দিবি দেবাস আসতে।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৬॥

যে মরুতো নাকস্যাধি দুঃখরহিতস্য সূর্য্যস্যোপরি দিবি দ্যুলোকে রোচনে দীপ্যমানে যে দেবাসঃ স্বয়মপি দীপ্যমানা আসতে।

য ঈঙ্খয়ন্তি পর্ব্বতাং তিরঃ সমুদ্রমর্ণবং।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৭॥

যে মরুতঃ পর্ব্বতান্ মেঘানি ঈঙ্খয়ন্তি চালয়ন্তি। তথার্ণবমুদকযুক্তং সমুদ্রং তিরঃ কুর্ব্বন্তীতি ইতিশেষঃ। নিশ্চলস্য জলস্য তরঙ্গাদ্যুৎপত্তয়ে চালনং তিরস্কারঃ।

আ যে তন্বন্তি রশ্মিভিস্তির সমুদ্রমোজসা।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৮॥

যে মরুতো রশ্মিভিঃ সূর্য্যকিরণৈঃ সহ আতন্বন্তি আপ্নুবন্তি আকাশমিতি শেষঃ। কিঞ্চ ওজসা স্বকীয় বলেন সমুদ্রং তিরস্কুর্ব্বন্তি।

অভি ত্বা পূর্ব্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু।

মরুদ্ভিরগ্ন আ গহি ॥৯॥

হে অগ্নে পূর্ব্বপীতয়ে পূর্ব্বকালে প্রবৃত্তায় পানায় ত্বাং প্রতি সোম্যং সোমসম্বন্ধিনং মধুরং রসং অভিসৃজামি সর্ব্বতঃ সম্পাদয়ামি। অতঃ ত্বং মরুদ্ভিঃ সহ অত্র আগচ্ছ।

উনবিংশ সূক্ত

যজ্ঞ চারু, চারু মধু, অগ্নি এস মরুৎ সহ,
তোমায় ডাকি বারে বারে, এস মোদের অর্ঘ্য লহ ।১
তোমার চেয়ে মহৎ নাহি দেবতা কি মানুষ কহ,
ক্রতু তোমার সবার শ্রেষ্ঠ, অগ্নি এস মরুৎ সহ ।২
বর্ষণেরি তত্ত্ব জানে দ্রোহ বিহীন সর্ব্বজনে,
দীপ্ত যাদের দিব্য দ্যুতি অগ্নি এস মরুৎ সনে ।৩
বীর্য্যে যাঁরা অপরাজেয়, উগ্র যাঁরা উদক বহ,
জলধারা বর্ষে যাঁরা অগ্নি এস মরুৎ সহ ।৪
মরুৎ যাঁরা শুভ্র অতি উগ্র যাঁরা পাপী জনে,
অসুর দলন ক্ষত্র যাঁরা অগ্নি এস মরুৎ সনে ।৫
দুঃখ বিহীন স্বর্গ শেষে জ্বলেন আপন দীপ্তি সনে,
দীপ্ত দ্যুলোক বাসী যারা অগ্নি আনো মরুদ্‌গণে ।৬
চালান যাঁরা মেঘের মালা ঢেউ তুলে দেন সাগর বুকে,
মরুৎ সহ হে হুতাশন আজকে এস মনের সুখে ।৭
বিশ্ব ভুবন ব্যাপ্ত করি ছড়িয়ে পড়ে কিরণ সনে,
সাগর মাতায় নিজ বলে অগ্নি আনো মরুদ্‌গণে ।৮
পান কর সোম এখন আসি করলে যেমন পূর্ব্বক্ষণে,
পাত্র ভরি দিচ্ছি সুধা অগ্নি এস মরুৎ সনে ।৯

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

প্রথম অধ্যায় পরিচয়

প্রথম অধ্যায়ে ১৯টি সূক্ত। তন্মধ্যে একাদশ সূক্ত ৮টি ঋকে রচিত। প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ এই ছয়টি ঋকে প্রত্যেক নয়টি করিয়া ৫৪টি ঋক, চতুর্থ হইতে নবম পর্য্যন্ত ছয়টি ঋকে দশটি করিয়া ৬০টি ঋক এবং বাকিগুলিতে বারটি করিয়া ৭২টি ঋক— সর্ব্বসমেত ১৯৪টি ঋক। বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দা প্রথম দশটির দ্রষ্টা, একাদশের দ্রষ্টা মধুচ্ছন্দায় পুত্র জেতৃ। বাকিগুলি কণ্বপুত্র মেধাতিথির দৃষ্ট। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই তিনটী সূক্ত অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত, অন্য সমস্তগুলি গায়ত্রী ছন্দে রচিত। আমি গায়ত্রীকে বত্রিশ স্বরের অনুষ্টুপে অনুবাদ করিয়া এবং অনুষ্টুপকে ৫৬ স্বরে চারি চরণের পয়ারে অনুবাদ করিয়াছে।

এই কয়টি সূক্তে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, আদিত্যগণ, ঋভু, ত্বষ্টা প্রভৃতি নানা দেবতার উল্লেখ আছে—তবে প্রধানতঃ অগ্নি ও ইন্দ্রদেবের মহিমাই বারংবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথম সূক্তের ব্রহ্মযজ্ঞান্তে এবং অগ্নিষ্টোমে বিনিয়োগ, দ্বিতীয় বায়বীয় সূক্তের প্রাতঃসবণে সোমযাগে প্রউগশস্ত্রে বিনিয়োগ, এইরূপে এক একটী সূক্ত এক এক যজ্ঞে প্রয়োগ আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যজ্ঞতত্ত্ব প্রবন্ধে যজ্ঞবিধির কথা বলিব। এই সব সূক্তে যে উপাসনার মন্ত্র পাই তাহাকে পশ্চিমের পণ্ডিতেরা জড়শক্তির উপাসনা বলিয়া ভুল করেন।

সূক্তগুলি বারংবার পড়িলে আমার কথার যথার্থতা উপলব্ধি হইবে। জড অগ্নি বা অগ্নির মাঝে যে শক্তি আছে, এই পূজা সেই জড় অগ্নি বা

জড় অগ্নির অন্তর্নিহিত শক্তির নয়। প্রথম ঋকে অগ্নিকে রত্নধাতম বলা হইয়াছে। কল্পনার কোনও প্রসারেই জড় অগ্নি বা তাহার অন্তঃলীন শক্তি রত্নধাতম নহে। এই সমস্ত মন্ত্রে বিশ্বের সেই মূল শক্তিকে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে পূজা করা হইতেছে।

ইহা আমার কথা নহে। সায়ণ বেদানুক্রমণিকায় লিখিতেছেন :— বাজসনেয়িশ্চামনন্তি। তদ্ যদিদমাহুঃ অমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবম্ এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উহ্যেব সর্ব্বে দেবা ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বৈরপি পরমেশ্বর এব হূয়তে।

বাজসনেয় শাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা বলেন,—"অমুং যজামুং যজ" ইহার পূজা কর, ইহার যজ্ঞ কর, ঐ সকল পূজা দ্বারা যে সমস্ত দেবতার প্রসন্নতা বর্দ্ধনের চেষ্টা, তাঁহারা সকলেই ইহার সৃষ্ট। সমস্ত যজ্ঞে সর্ব্বহুত পরমেশ্বরেরই অর্চ্চনা হইয়া থাকে।

সায়ণের এই নির্দ্দেশ মনে রাখিয়া আমাদের সূক্তগুলির আলোচনা করিতে হইবে। অগ্নি বিশ্বের কল্যাণ করেন, তাই ত তিনি বিশ্বের পুরোহিত, তিনি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় রূপে মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানরত্ন সমাবেশ করেন, তিনি স্রষ্টা-কবি, তিনি বীর্য্যে আমাদের পরিপুষ্ট করেন, তিনি যশের বিমল বিভায় আমাদের প্রোজ্জ্বল করেন, তিনি আছেন বিশ্বের ভিতরে ও বাহিরে, তিনি সত্য, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার কর্ম্ম সীমার আড়াল মানে না, তাঁহারা অসীম ও অনন্ত। তিনি আমাদের জীবনের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে ভদ্র দান করিতেছেন, সে তাঁহারই যোগ্য, এই লেন দেনের লীলা চলিতেছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বনাটের খেলা চলিতেছে। তাঁহাকে হৃদয়ের গভীরতম মর্ম্মে আমরা অনুভব করিব, শ্রদ্ধায় নতি জানাইব। তিনি ঋতের আশ্রয়—যে ঋত এই বিশ্বকে ধারণ করে, সেই

ঋতের তিনি গোপ্তা, তাইত প্রতিদিন আমরা তাঁহার সঙ্গ কামনা করি। পিতা যেমন পুত্রের কল্যাণ করেন, তিনিও সুলভ হইয়া আমাদের কল্যাণ করুন। ইহাই ত প্রথম সূক্তের মর্ম্মার্থ। বার বার যদি আবৃত্তি করি, তাহা হইলে আমাদের মনে কি ভাব আসে? যজ্ঞস্থলীতে সজ্জিত অরণি—বেদীতে অগ্নি জ্বলিতেছে, কিন্তু ঋষির আহুতি ত কেবল জড় অগ্নিতে নয়। যিনি জ্ঞানের জ্ঞান, প্রাণের প্রাণ, ঋষি তাঁহারই উদ্দেশে প্রণতি জানাইতেছেন।

তারপর একাদশ সূক্তের কথাই ধরি। ইন্দ্র যিনি, তিনি সমুদ্রের মত ব্যাপক। মানুষের যত সাধনা সে সাধনা তাঁহারই মহিমার লীলা। মানুষের এই বিচিত্র সংস্কৃতি তাঁহারই গৌরবধ্বজা। তিনি যে করুণাময়, তাই মৃত্যুর গহ্বর-তললীন আমাদিগকেও তিনি আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি অজ, নিত্য, অনাদি, তাইত তিনি জন্ম হইতে অমিত তেজে তেজস্বী, কবি মেধাবী, বিচিত্র বিশ্বকর্ম্মের মাঝেই তাঁহার প্রকাশ। শত্রুর জন্য ভয় করি সে আমাদেরই অন্যায়, আমরা যদি আত্মদৃষ্টি করি, যদি প্রেমের শরণ লই, তাহা হইলে তাঁহার অনুকম্পায় সমস্ত ভয় দূঢ় হইবে। ইন্দ্র ঈশান—তাহার দয়া বৃষ্টিধারার মত অজস্র বর্ষিত, আমাদের সাধনা অনুসারে আমরা পাইতে পারি। আমাদের তপস্যা বলে তিনি আমাদের সহজলভ্য হন।

দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। এই সব সূক্তের ছত্রে ছত্রে দেবোপাসনা নহে, পাই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ যিনি, তাঁহারই চরণে মানুষের স্বতোৎসারিত গীতাঞ্জলি। কবি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রভৃতির গানের সহিত রসিক পাঠক মিলাইয়া পড়ুন, তাহা হইলে দেখিবেন এই অতি প্রাচীন কালেও একই সুর বাজিয়াছিল।

প্রথম অধ্যায় পরিচয়

দ্বিতীয় সূক্তে আমরা প্রথম সোমের সন্ধান পাই। সোম যে কী তাহা লইয়া পণ্ডিতদেরও বিশেষ সন্দেহ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সোমতত্ত্ব আলোচনা করিব। চরক সংহিতা—'সোম নামোষধি রাজঃ পঞ্চদশপর্ণঃ স সোম ইব হীয়তে বর্দ্ধতে চ। সোম ওষধি রাজ, তাহার পঞ্চদশ পত্র। শুক্ল পক্ষে চন্দ্রকলার মত উহার এক এক পত্র সেইরূপে পঞ্চদশ দিনে উৎপন্ন হয়, পুনরায় কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলার ন্যায় প্রতিদিন এক একটী করিয়া তাহা ক্ষয় পাইয়া থাকে। এই অপূর্ব্ব লতার সন্ধান বোধহয় কেহ জানে না।

সোম অর্থে চন্দ্র অনেক সূক্তে পাই। সায়ণও অনেক সূক্তের ভাষ্যে সোমকে চন্দ্র হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চন্দ্রকিরণকে সুধা বলা হয়। দেবগণের পানার্থ অলঙ্কৃত যে সোমধারা তাহা কি চাঁদেরই কিরণ, অথবা তাহা কোনও ওষধিজাত পানীয়? তাহা আজিকার দিনে নির্ণয় করা কঠিন। সোম প্রস্তুত করা একটী কলা বিশেষ—ইহাকে বৈদিক সোমাভিষব বলে। সোম কোথাও কোথাও রূপক ও আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার হইয়াছে, ইহা ঠিক, কিন্তু সর্ব্বত্র তাহাকে রূপক বলা মুস্কিল।

সমস্ত পড়িলে মনে হয়, সোমধারা আর্য্যগণের প্রিয় কোনও পানীয়—খুব সম্ভব মদ্য বিশেষ। তন্ত্রে মদ্যসাধকের ব্যাখ্যায় পাই—

> সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
> পীত্বানন্দময়ীং তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥ আগমসার

মদ্যসাধকের মদ সাধারণ সুরা নহে, তাহা ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্র কমলদল হইতে ইহা ক্ষরিত হয়, সেই আনন্দ সুধা যে পান করে সেই মদ্যসাধক। এই রূপক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খুব সম্ভব বাস্তব সুরাপানকে কল্পনায় মহিমাময় করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ সূক্তটী আপ্রীসূক্ত নামে পরিচিত। সর্ব্বশুদ্ধ দশটি আপ্রী সূক্ত আছে এই সূক্তের প্রত্যেক ঋকে অগ্নির দ্বাদশ রূপের এক বিশিষ্ট রূপের বন্দনা—প্রথম সুসমিদ্ধ অর্থাৎ সম্যক্ প্রজ্জলিত অগ্নি, দ্বিতীয় তনূনপাৎ, তৃতীয় নরাশংস, চতুর্থ ইড়া নামক অগ্নি, পঞ্চম বর্হিনামক অগ্নি, ষষ্ঠ দেবী মূর্ত্তিধারী অগ্নি, সপ্তম দ্বার নামক অগ্নি, অষ্টম নক্তোষসা, নবম দৈব, হোতা ও প্রচেতা নামক অগ্নি, দশম সরস্বতী, ইড়া ও ভারতী নামক অগ্নি, একাদশ ত্বষ্ট্ নামক অগ্নি, দ্বাদশ বনস্পতি। পশুযাগে এই সূক্তের প্রয়োগ হইত। অগ্নির নরাশংস নাম অগ্নিপূজক পারসীকদের ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দ অবেস্তায় সামান্য পরিবর্ত্তিত রূপে পাওয়া যায়। পারসীকদের অগ্নি পূজার সঙ্গে আর্য্যদের অগ্নি পূজার সাদৃশ্য আছে। উভয় গ্রন্থের তুলনামূলক সমালোচনা বাঞ্ছনীয়। অগ্নির দ্বাদশ রূপের সহিত দ্বাদশ আদিত্যের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তাহাও অনুসন্ধেয়। বার মাসে জ্যোর্তিদীপ সূর্য্যের যে দ্বাদশ রূপ কল্পিত হইয়াছে, বোধহয় মর্ত্ত্যদীপ অগ্নিরও সেই রূপ দ্বাদশ রূপ কল্পিত হইয়াছে।

তৃতীয় সূক্তে অশ্বিনীকুমারদের কথা আছে। ইহারা দেব বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত। বেদেই তাহাদের অলৌকিক ক্ষমতার উপাখ্যান আছে। রাজা খেলের স্ত্রীর পা দুইভাগ হইয়া যায়, অশ্বিনীদ্বয় লৌহজঙ্ঘা দিয়া সে অভাব দূর করেন, তাহারা ঋজ্রশ্বের পিতার অন্ধতা দূর করেন, ব্রহ্মবাদিনী ঘোষার কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় করেন। তাহারা বধিরকে শ্রুতি দেন, নপুংসককে বীর্য্যবান্ করেন।

পৌরাণিক আখ্যানে জানি যে, সূর্য্য অশ্বরূপে পলায়নমানা পত্নী সংজ্ঞাতে উপগত হন। ফলে যমজ অশ্বিনীকুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদিগের দস্র, নাসত্য, আশ্বিনেয়, বিশ্বেদেবা প্রভৃতি নামেও আহ্বান

করা হয়। ইহাদের লইয়া যে সব গল্প আছে তাহা সংগ্রহ করিলে এক মহাভারত রচনা হয়।

অতি প্রাচীন যাস্কও অশ্বিনীদ্বয় কি, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন, কেহ তাহাদিগকে দ্যাবা পৃথিবী বলে, কেহ বা বলে অহোরাত্র, কেহ বা বলে সূর্য্যচন্দ্র, কেহ বা বলে পুণ্যবান্ নৃপতিযুগল। অর্দ্ধ রাত্রির পর এবং প্রভাতের আলোকের মাঝে অশ্বিনীদ্বয়ের আবির্ভাবকাল। যাস্কই যখন এই অন্ধকারে, তখন পথ কোথায়?

ইন্দ্র ঋগ্বেদের প্রধানতম দেবতা। তিনি বৃত্রহন্তা—এই বৃত্রকে আসিরীয় নরপতি বলা হয়। ইন্দ্র তাহাকে বধ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তকে রক্ষা করেন—বেদও জেন্দ-অবেস্তা হইতে এই সত্য অনেকে আবিষ্কার করেন। কোনও বীর্য্যবান্ নরপতির পূজা দেবতা-পূজায় পর্য্যবসিত হইয়াছে ইহা অসম্ভব নহে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় ইন্দ্রও বোধহয় আদিতে কোনও মহামানব ছিলেন। সেই মহামানবের অর্চ্চনা কালক্রমে রূপকে ও কল্পনায় ভগবৎ আরাধনায় উন্নীত হইয়াছিল।

কেহ কেহ আবার বৃত্রবধকে বৃষ্টি পতনের রূপক বলেন। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা আঘাত করিয়া অহি বা মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করেন। ইন্দ্রদেবের হস্তে বজ্র, তাহার রথাশ্বের নাম হরি—তিনি জ্যোতির্ম্ময় লোকপাল দেবতা। তিনি জন্ম হইতেই জ্যেষ্ঠ—তিনি সুক্রতু ও শতক্রতু।

মরুৎগণ ইন্দ্রসখা। কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে ঊনপঞ্চাশ মরুতের জন্ম হয়—বিষ্ণুপুরাণ ইহাই বলেন। সায়ণ বলেন—কোনও সময়ে বৃত্রাসুরের বধকালে দেবগণ বৃত্রাসুরে নিঃশ্বাসে অপস্হৃত হইয়াছিলেন। এই সময় মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রদেবের সম্মেলন হয়।

ষষ্ঠ সূক্তের ব্যাখ্যায় সায়ণ পণিদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পণিরা বোধহয় ফিনিসীয় বণিক, তাহারা বোধহয় ইন্দ্র নরপতির গোধন চুরি করিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ সূক্তে অগ্নির রোহিত নামক বড়বাদের উল্লেখ আছে। বাডবানলের সহিত ইহার নিকট সম্পর্ক। পঞ্চদশ সূক্তে ঋতু দেবতার কথা পাই।

এই সমস্ত সূক্তগুলির অনেক স্থলে দেখি দেবতাযুগলকে আহ্বান করা হইয়াছে—মিত্রাবরুণ, ইন্দ্রাবরুণ, ইন্দ্রবায়ু। যুগ্ম দেবতায় বোধ হয় ভগবানের দ্বৈতরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে—ইন্দ্র তিনি বজ্রধর, বরুণ তিনি পালয়িতা। এক হাতে বরাভয়, এক হাতে খড়্গ। দ্বৈত ভাবের এই সুন্দর কল্পনাটি পরে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা হইবে। অষ্টাদশ সূক্তে কক্ষীবানের গল্প আছে। অপুত্রক কলিঙ্গরাজ আপন পত্নীকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সহবাস করিতে আদেশ করেন। মহিষী নিজে না গিয়া আপন দাসীকে পাঠাইয়া দেন, দাসীর গর্ভে কক্ষীবানের জন্ম হয়। সেই দাসীর নাম উশির। এই জন্য কক্ষীবানের নাম ঔশিজ। কক্ষীবান্ তপস্যায় দেবপ্রিয় হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ সূক্তে ব্রহ্মণস্পতির প্রথম উল্লেখ—এই দেবতা ও বৃহস্পতি অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

উনবিংশ সূক্তটি কাব্যভাবে অতিশয় সুন্দর। ঋষির কল্পনা যেন এখানে বাধাহীন, ভাব এখানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত। হৃদয় এখানে ভক্তিতে নত। এই সূক্তের সমুদ্র ও অর্ণব শব্দ হইতে আমরা বুঝি যে বৈদিক যুগেও ঋষিগণ সমুদ্রের সহিত পরিচিত ছিলেন।

ম্যাকডোনেল তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিয়াছেন :—

The word which later is the regular name for ocean

(Sam-udra) seems therefore in agreement with its etymological sense (collection of water), to mean in the Rigveda only the lower course of the Indus, which after receiving the water of the Indus, is so wide that a boat in midstream is invisible from the bank" সায়ণ কিন্তু প্রচলিত অর্থেই সমুদ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। ম্যাকডোনেলের গবেষণা স্বকপোলকল্পিত মনে হয়।

ঋগ্বেদের কবিতায় পৌনঃপৌনিক উক্তি ও ভাব আছে। এই প্রথম অধ্যায়েই আমরা সমগ্র বেদের একটী ভাবসুন্দর ছবি পাই। যে তন্ময় ব্যাকুলতা মানুষের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকমলের প্রতিষ্ঠা করে, ইহার ছত্রে ছত্রে সেই ব্যগ্র অধীরতা, জীবনের মাঝে অতীন্দ্রিয় স্পর্শের সেই আবেগ দেখি।

উনবিংশ শ্লোক যে সুমধুর কাব্যে সমাপ্ত, তাহার মাধুর্য্য অপরিসীম। সেই মধুময় আনন্দময় প্রার্থনা জানাইয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করি।

হে হৃদয়েশ্বর। সত্য ও ঋত যে বাণী তাহা তোমাকে অভয় আনন্দ দেয়। সেই বাণী মালার মত তোমাকে ঘিরিয়া চারিদিকে ফুটিয়া উঠুক। আমাদের যত বিবর্দ্ধন, তাহা তোমার সমৃদ্ধ জীবনকে অনুসরণ করে। আমাদের যে সম্ভোগ তাহা তোমারই সম্ভোগ।

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি।
যৎ পুজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥

ওঁ

৯ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৪৯